কলিকাতা.

১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরী দ্বিতীয় লেন,

"কালিকা-যন্ত্রে"

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।
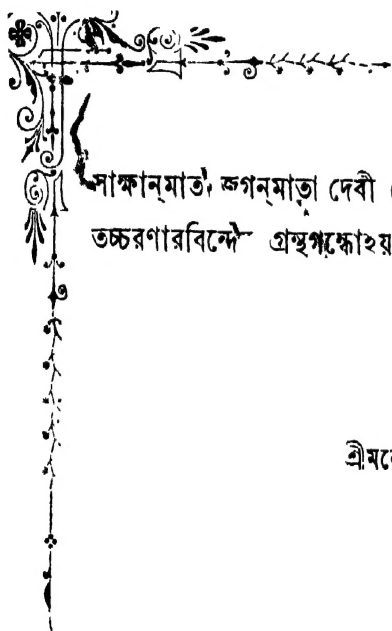
সাক্ষান্মাতা জগন্মাতা দেবী স্নেহময়ী সদা।
তচ্চরণারবিন্দে গ্রন্থপুষ্পোঽয়মর্পিতঃ॥

শ্রীমনোমোহন দেবশর্ম্মণা।

ভূমিকা।

—০—

যিনি মহারাষ্ট্রীয়গণের জাতীয় জীবন প্রদান করেন, যাঁহার হৃদয়বিক্ষিপ্ত শৌর্য্যবহ্নি দারুণ দাবানল সমুৎপাদন করতঃ, দিল্লীর মোগল সিংহাসন পর্য্যন্ত ভস্মীভূতপ্রায় করিয়া তুলিয়াছিল, অপ্রতিহতপ্রতাপ কূটনীতিবিশারদ আরাংজেব অগণ্য মোগলচমূপরিবৃত হইয়াও যাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও পরাক্রম বশতঃ, সুষুপ্তি সুখ অনুভব করিতে পারিতেন না, যিনি সামান্য জায়গীরদারবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও, অসামান্য প্রতিভাবলে সুবিশাল মহারাষ্ট্ররাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়া নষ্টপ্রায় হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধারসাধন করেন, সেই মহাপুরুষ শূরশেখর শিবাজীর জীবনের কয়েকটা ক্ষুদ্র ঘটনা অবলম্বন করিয়া আমার "রোশিনারা" নাটক খানি লিখিত হয়। সকলেই অবগত আছেন যে, উক্ত নাটক "ক্লাসিক থিয়েটারে" ও "গ্র্যাণ্ড থিয়েটারে" "শিবাজী" নামে অভিনীত হয়।

শিবাজীর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি সন্নিবেশিত করিয়া, প্রথম সংস্করণের অধিকাংশ স্থল পরিত্যক্ত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া, এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। পুস্তকের আয়তন যথেষ্ট পরিবর্দ্ধিত হইল এবং ইহার নামেও

পরিবর্ত্তিত হইল। ফলতঃ নাটক খানি নব কলেবর ধারণ করতঃ এক খানি নূতন পুস্তক হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। নাটকখানিতে ইতিহাসের মর্য্যাদা যথাসম্ভব রক্ষিত হইয়াছে।

কয়েক মাস পূর্ব্বে "ন্যাশন্যাল থিয়েটারে" এই নাটকখানি প্রথম অভিনীত হয়, কিন্তু আমি পীড়িত থাকায় ইহা প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইল। আশা করি ভদ্রমহোদয়গণ এ ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন। ইতি—

বিনয়াবনত
গ্রন্থকার।

নাট্যোল্লিখিত চরিত্রবৃন্দ।

পুরুষ।

মহারাষ্ট্র।

শিবাজী	ছত্রপতি।
শম্ভাজী রাজারাম	ঐ পুত্র।
ব্যাঙ্কোজী	ঐ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।
তানাজী নেতাজী অন্নজী	ঐ বন্ধু ও সেনাপতি।
রঘুনাথপন্থ মুরপন্থ	ঐ পেশোয়া।
বাজীপরভু	ঐ সেনাপতি।
সদাসুখ	ঐ গুপ্তচর।
রামদাসস্বামী	ঐ গুরু।

রাজপুত।

জয়সিংহ	অম্বরপতি।
রামসিংহ	ঐ পুত্র।
যশোবন্তসিংহ	মারবারপতি।

কুমারিকা আনিব স্ববশে,
তবে ত আলমগীর বলিবে সকলে।
বর্ষার বন্যার ন্যায় মহারাষ্ট্রদল,
প্লাবিছে মোগলরাজ্য ;
দুর্গপরে দুর্গ লয় শিবাজী ভূপাল।
ভূপাল! কাহাকে ভূপাল কহ?
দস্যু—দস্যু সেই পার্ব্বত্য কাফের ;
বাঁধিয়া আনিব তারে,
প্রাণ দিবে জল্লাদের করে।
যাও ত্বরা সায়েস্তার্খা পাশে,
যশোবন্তে জানাও বারতা,
সম্রাট আলমগীর মাগেন দর্শন।

(দূতের প্রস্থান।

রাজপুতশির নত যাদের প্রতাপে,
পরাজিত বঙ্গের পাঠান,
মহারাষ্ট্র, দ্বন্দ্ব চাহ তাহাদের সনে?
সম্রাট স্বয়ং যাবে বিজাপুর দেশ
দাক্ষিণাত্য দর্পচূর্ণ হইবে নিশ্চয়।

(সায়েস্তার্খাঁর প্রবেশ)

সায়েস্তা। কেন বৎস স্মরেছ আমায়?

আরাং। স্বাগত হে মাতুল প্রবর,
শুনিয়াছি অশুভ বারতা ;

বিজাপুর হয়েছে বিদ্রোহী,
মহারাষ্ট্র করিছে দস্যুতা।
নিজে আমি বিজাপুর করিব শাসন,
যাও তুমি যশোবন্ত সনে,
মহারাষ্ট্র দস্যুদলে দাও খেদাইয়া।

সায়েস্তা। জানি আমি সেই দস্যুগণে,
না করে সম্মুখরণ,
চতুর কপটী শিবজী নেতা তাহাদের;
শুধু সেই চতুরতা বলে,
আফ্‌গান আফ্‌জলখাঁরে,
বাঘনখে পাঠাইলা শমনভবন।
কিন্তু বৃথা তার চতুরতা মোদের সকাশে;
প্রভঞ্জনে শুষ্কপত্র সম,
উড়ে যাবে মোগল ফুৎকারে।
মূষিকের মত,
লইবে আশ্রয় সবে পর্ব্বত গুহায়;
কিন্তু নখায়ুধ মোগল মার্জ্জার,
করিবে স্বদেহ পুষ্টি শোণিতে তাদের।

আরাং। ধন্য তুমি বীরবর!
বীরত্বের পুরস্কার জানে দিল্লীশ্বর,
আমীর-উল-ওমরা আখ্যা দিলাম তোমায়।

সায়েস্তা। শির পাতি লইলাম সম্রাটসম্মান;
কৃতজ্ঞতা নির্ব্বাক্ আমার,
পারি যদি কার্য্যে দেখাইব।

কিন্তু দিল্লীশ্বর,
মহারাষ্ট্রজয়যশোহার
সাধ ছিল একা আমি পরিব গলায়,
যশোবন্তে না করিব ভাগী।

আরাং। বোঝ না মাতুল—
একা কেন প্রাণ দিবে মোগল সৈনিক—
যশোবন্ত করে সদা বীরত্ব বড়াই,
রাজপুতসেনা সনে হোক্ আগুয়ান্,
কাফের শোণিত পাত করুক কাফের।
আর এক কথা—
দৃষ্টি রেখো যশোবন্ত প্রতি,
বিশ্বাস করো না কভু কাফের কুক্কুরে।

[সায়েস্তাখাঁর প্রস্থান।

ভেব না মাতুল
সমগ্রবিশ্বাসভার অর্পিয়া তোমায়,
সুদূর সাম্রাজ্যপ্রান্তে করিব প্রেরণ।
তুমিত দূরের কথা,
আরাংজেব বামবাহু,
বিশ্বাস করে না কভু দক্ষিণ বাহুরে।

(যশোবন্ত সিংহের প্রবেশ)

এস এস মিত্রবর।
পতিত বিপদে আজি,
উদ্ধারহ বন্ধুবে তোমার।

যশো। একি কথা কহ পৃথ্বীনাথ!
বিষাদে অধীর করে আলমগীরেরে?
এ যে নূতন বিপদ!

আরাং। একদিকে মহারাষ্ট্র,
অন্যদিকে বিজাপুর করিছে সমর।
রাজপুতকুলচূড়ামণি!
বন্দী করে লয়ে এস শিবাজী দস্যুরে।
মোগলসাম্রাজ্যস্তম্ভ রাজপুতগণ,
তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাড়োয়ার,
বীরত্ব দেখাও আজ মাড়োয়ার পতি!

যশো। যেমন সহস্রকর গগন হইতে,
বিলান জীবনীশক্তি,
সর্ব্বভূতে সমভাবে দয়া প্রকাশিয়া;
কিম্বা যথা মেঘমালা,
সুস্থান কুস্থান কভু না করি বিচার,
করে সদা বারিবরিষণ;
সেইমত দিল্লীশ্বর,
মম সম দীন-হীন জনে,
এত তব করুণা প্রকাশ;
মহত্বের এই ত লক্ষণ।
অনন্ত তোমার দয়া দয়ার সাগর,
কি আর কহিব প্রভো,
সাগরের সাগর (ই) তুলনা।
রেখ মনে, দিল্লীর দুর্দ্দিনে,
রাঠোরের খড়্গ কভু নিশ্চেষ্ট রবে না!

আরাং। রাজপুতউপযুক্তবাণী।
মাতুল সায়েস্তাখাঁ প্রকাশে বাসনা
তব সনে যাইতে সমরে
দৃষ্টি রেখো তাঁহার উপর
তবোপরি সকলি নির্ভর মোর।

যশো। বিদায় এখন—
সুসজ্জিত করিগে বাহিনী।

আরাং। আল্লাপাশে মাগি সদা তোমার কুশল।

[যশোবন্তের প্রস্থান।

মূর্খ মাড়োয়ার!
তোষামোদে তুষিবে আমায়?
ভুলি নাই দারাসনে বন্ধুত্ব তোমার,
ভুলি নাই সাঁপ্রাতীরে রণ!
লৌহময় হৃদয় আমার
একবার রেখাপাত সহজে মুছে না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রমোদকানন।

সখীগণ।

(গীত)

দেখ এসেছি মোরা,
লয়ে প্রেমের পশরা,
আদর করে অাঁচলভরে নেনা গো তোরা।
এ ধন যতনে বিলাই,
এতে আপনপর নাই,
সোহাগভরে দিইগো তারে যদি প্রেমিক পাই,
প্রেম স্থাদানে বাঁচাই প্রাণে বিরহী যারা।

১ম সখী। [illegible] শোভা প্রমোদকাননে!
হেন শোভা আছে কি ধরায়?
লোকে বলে ধরামাঝে দিল্লী স্বর্গপুরী;
তাই বুঝি—
আপনি প্রকৃতি সতী নিশানাথ সনে,
সম্রাটসমৃদ্ধিশোভা করেন বর্দ্ধন?
থরে থরে ফুটেছে কুসুম,
দলে দলে জুটেছে ভ্রমর,
লুটিতে নবীন মধু;
আধ ফোটা কোমলকলিকা,
নতমুখে রয়েছে সঙ্কোচে;

পাতার আড়াল থেকে
চুরি করে লইয়ে সুবাস,
হেসে হেসে বায়ু চলে যায়।

২য় সখী। কিন্তু সই—এ সময় সাজাদী কোথায়?
তাঁর অন্বেষণে
এনু মোরা প্রমোদকাননে.
কেন আজি না দেখি তাঁহায়?
ভেবেছিনু মনে,
বসি স্বচ্ছ সরোবরকূলে,
কমকণ্ঠে শুনিব সুতান,
জুড়াইবে প্রাণ,
লজ্জা পেয়ে কুঞ্জমাঝে,
মৌন হবে কোকিল পাপিয়া।

৩য় সখী। বাক্যব্যয়ে কাটা'য়োনা কাল।
এস সবে মিলি ফুলগুলি তুলি
সাজাব সাজাদীঅঙ্গ কুসুমমালায়।

(গীত)

তারকা কুন্তলে পবি নীরব অবনী গায়,
যামিনী আইল দেখি কুমুদিনী ধীরে চায়।
জ্বালিয়ে দীপের মালা আনন্দে জোনাকি-বালা,
অনন্ত দিগন্তপথে হাসি হাসি চলে যায়,
পুনঃ আসি বলে, উষা এস না ধরিলো পায়।
ঘুমন্ত জোছনা অলসে পশিয়ে, নীল নভোপরে পড়েছে ঢলিয়ে,
দেখিলে পরাণ কেন গো শিহরে, বিষাদ কালিমা ঢাকিছে তায়

(রোশিনারার প্রবেশ)

রোশি। বল এত রঙ্গ কেন সখি?
হাসি হাসি পড়িছ ঢলিয়া?
হাসিছে তারকামালা হাসিছে চন্দ্রমা,
হাসিছে কুসুমকুল হাসে সরোবর,
দশদিশি হাসি হাসি হতেছে বিভোর,
তাই বুঝি হাসি হাসি,
তোমাদের (ও) হাসিটুকু মিলাও সে সাথে?

১ম সখী। আর (ও) হাসি হাসিব সাজাদি।
যেদিন প্রেমিক সনে,
মিশিবে লো প্রাণে প্রাণে,
আধ হাসি হেরিব তোমার,
সে দিনের হাসি সখি দেখিবে আবার।

রোশি। শান্ত হও, ক্ষমা দাও সই!
প্রেম প্রেম করে,
ঝালাপালা করোনাক কাণ।
প্রেম কিবা বুঝিতে না পারি।
প্রাণ দিয়ে প্রাণ বিনিময়,
হেন কথা আছে কি ধরায়?
প্রাণ কিলো খেলনা পুতুল
তাই বিনিময় অন্য সনে তার?
ভালবাসা, প্রেমিক প্রণয়,
শুনে হাসি পায়,
এ ত সব বাতুল বচন।

প্রেম নামে কোন বস্তু নাই ধরাধামে;
জন্ম তার কবিকল্পনায়,
অবোধ জনের মন তাহার আলয়।

২য় সখী — বুঝিতে না পারি কি কহ সজনি!
মানবের কথা থাক দূরে,
পশুপক্ষী হীনপ্রাণী মাঝে,
প্রণয়ের নাহিক অভাব,
দেবতাও প্রেমপূজা করেন সাদরে।

রোশি। — কেন সই, দেখনা আমায়,
সম্রাটনন্দিনী আমি.
নাহি জানি অভাব কেমন,
ভালবাসা যদি মোর হ'ত প্রয়োজন,
অবিলম্বে জানালে। পিতায়,
সে অভাব হইত মোচন।
কি লজ্জার কথা!
কত শত ওমরাহ নবাব,
দীননেত্রে মাগে মোর প্রেম,
দিবানিশি পড়ি পদতলে!
কোথা পাব প্রেম?
শুধু আমি হাসি অন্তরালে,
পাগলের প্রলাপ শুনিয়া।

(জনেক বাদীর প্রবেশ)

বাদী। সাজাদি! সম্রাট এখানে আগমন কচ্চেন; বাঁদী সংবাদ দিতে এসেছে। [বাঁদী ও সখীগণের প্রস্থান।

(আরাংজেবের প্রবেশ)

রোশি। দিল্লীরাজরাজীবচরণে,
নমে পিতঃ তনয়া তাঁহার ;
কুসুম যেমতি লুটায় ভূতলে—
পূজিবারে পাদপচরণ,
বৃন্তে যার বর্দ্ধিত সে বরবপু।

আরাং। আয়ুষ্মতী হও গো জননি।
করি আশীর্ব্বাদ,
এ প্রসূন যশোপরিমল,
প্লাবিত করুক ত্বরা পারস্যপ্রদেশ।

রোশি। অনুমতি দেহ তাত জিজ্ঞাসি তোমায়,
কোন্ পুণ্যফলে,
পাইনু দর্শন তব নিশাকালে আজি ?
নির্দ্দিষ্ট নহে ত তব এ হেন সময়,
দুহিতারে দিতে দরশন।

আরাং। শুধু আকর্ষণীশক্তি।
যেই শক্তিবলে,
এ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডব্যাপার,
সদা শৃঙ্খলার দাস ;
যেই শক্তিবলে গ্রহ উপগ্রহগণ,
নিজ কক্ষে করে আবর্ত্তন ,
যেই শক্তিবলে সাগরসলিল,
ধূমাকারে হয়ে পরিণত,
উঠে শূন্যে মহাশূন্যে পাইবারে লয় ;

যেই শক্তিবলে ঘূর্ণমান ধরা'পরি,
জীবকুল অনায়াসে করিছে ভ্রমণ ;
যে অদ্ভুত শক্তি, অপত্যস্নেহের রূপে
জীবহৃদে করিছে নিবাস ;
সেই মহাশক্তি আজি,
আকর্ষণ ক'রেছে আমারে,
অসময়ে দুহিতারে দিতে দরশন।
(স্বগতঃ) কি আশ্চর্য্য !
মরুভূমে প্রফুল্লকমলসম,
আমার হৃদয়ে হেরি বাৎসল্যবিকাশ !
বুঝিতে না পারি এ হেন অপত্যপ্রীতি,
হবে কোন্ স্বার্থবিজড়িত !
ইয়া আল্লা মিনতি আমার,
হৃদয়উদ্যানজাত
সুকুমার এ হেন কুসুমে,
অবহেলে ছিন্ন করিবারে,
ফেলিও না স্বার্থপথে মোর।

রোশি। কি হেতু চিন্তিত পিতঃ ?
স্বভাবের সহসা শান্তির ভাব,
ঝটিকার পূর্ব্ব পরিচয় !
বল পিতঃ !
নিশাকালে কেন আজ তব আগমন ?

আরাং। কল্য প্রাতে দাক্ষিণাত্যে করিব গমন।
বেধেছে ভীষণ রণ,
দিল্লী ত্যজি কিছু দিন হইবে রহিতে।

রোশি। রণ, রণ,—শুধু রণ,
লাগে না কি ভাল পিতঃ,
শান্তির শীতল ক্রোড়ে করিতে শয়ন,
ভুলে যেতে সংসারের সব কঠোরতা ?

আরাং। রমণী মা তুমি ;
জান শুধু কমণীয় কোমলতাটুকু,
কি বুঝিবে বীরের হৃদয় ?
রণভেরী উল্লাসে নাচায় প্রাণ,
অস্ত্রধ্বনি লাগে ভাল সঙ্গীত হইতে।

রোশি। দাক্ষিণাত্য জয়ে পিতা কিবা প্রয়োজন ?
সন্তোষ সুখের মূল ;
ভুলো না সে প্রাচীন বচন,
তুষ্ট রহ ঐশ্বর্য্যে আপন।

আরাং। রোশিনারা !
শুন তবে অন্তরের কথা,
চিরদিন বাসনা আমার,
একচ্ছত্রা করিব ভারত,
আলমগীর নাম তাই করেছি ধারণ।

রোশি। কর যাহা ভাল বোঝ পিতঃ !
অবোধ বালিকা আমি,
কি সাধ্য আমার বল,
দিল্লীশ্বরে প্রদানি মন্ত্রণা ?
কিন্তু কেন হয় মনে—

স্ফুলিঙ্গ আসিতে পারে আর্য্যাবর্ত্তভূমে,
ভস্ম হ'তে পারে তায় দিল্লীসিংহাসন।
ক্ষমা কর পিতঃ!
যদি অনিবার্য্য সমরঅনল,
নিজে তুমি কেন যাবে রণে?
নাহি কি গো সেনাপতি তব?
মস্তিষ্ক করিলে কার্য্য,
অবযবে কিবা প্রযোজন?

আরাং। জান না কি জননি আমার,
আরাংজেব নহে অন্য সম্রাট সমান?
বিলাসে না রবে মগ্ন,
অন্যজনে দিয়া কার্য্যভার?

রোশি। শুনিযাছি সূর্য্যঅংশে উৎপত্তি ধরার,
অংশুমালী কভু আঁখি অন্তরালে,
রাখে না ত পৃথ্বিকলেবর।
সেইরূপ অঙ্গজাতা তনযা তোমাব,
হেরিবে আঁধাব ধরা তব অদর্শনে।

আরাং। বুঝিয়াছি মন্তব্য তোমার,
অগ্রে যাই আমি,
আমাব নিযোগ মত আসিও পশ্চাতে;
আসি বৎসে রজনী বাড়িছে ক্রমে।

রোশি। ভুলিও না অভাগী কন্যারে।

[আরাংজেবের প্রস্থান।

যাই দেখি কোথা গেল সহচরীগণ।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

—*—

সিংহগড় দুর্গমধ্যস্থ কক্ষ।

(শিবাজী ও রামদাস স্বামী।)

শিবাজী। গুরুদেব! শুনিয়াছি মাতার শ্রীমুখে,
কুলগুরু মহর্ষি বশিষ্ঠদেব,
রঘুবংশ ধুরন্ধর দাশরথি বীরে,
শুনাইলা যোগতত্ত্ব কথা;
কৌরবকুলশেখর শান্তনুনন্দন,
শরশয্যাপরি করিয়া শয়ন,
বীরকুল সদা যাহা করে আকিঞ্চন,
খুলি দিলা জ্ঞানের ভাণ্ডার,
ভক্তিমান পৃথাপুত্রগণে;
সেইমত আজি দেব বহুপুণ্যফলে,
আমা হেন অকিঞ্চন,
লভিয়াছে তোমা সম জ্ঞানের আকর
উদয় অচলে যবে দেব অংশুমালী
দেন দেখা, দূরে যায় নিশার আঁধার,
সেইরূপ ভবদীয় সারগর্ভবাণী,
নাশিতেছে এ দীনের হৃদয়তিমির।
উজ্জ্বল আলোকে যথা
মণিমালা হয় উদ্ভাসিত,

কিম্বা যথা গগনের আলো
স্ফটিকের মধ্য দিয়া করিলে প্রয়াণ,
সপ্তবর্ণে হয় বিশোভিত,
কিন্তু হায় কঠিন প্রস্তর,
কেবল উত্তাপটুকু করয়ে গ্রহণ;
সেই মত নরহত্যা করি,
হৃদয় মোদের দেব পাষাণ সমান;
তবমুখবিনিঃসৃত জ্ঞানের আলোক,
পারিবে না প্রতিবিম্ব প্রদানিতে তায়;
দেবালয়রত্নাবলী কোথা পাবে স্থান,
অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন অন্ধকূপ মাঝে?

রাম। বৎস! এ জগৎ কর্ম্মক্ষেত্র,
ভিন্ন রুচি জীব, ভিন্ন আকাঙ্ক্ষায়
ভিন্ন পথে হয় ধাবমান!
নিশাকালে নাবিক যেমতি
দৃষ্টি রাখি ধ্রুবতারাপানে,
পশে গিয়ে গন্তব্য বন্দরে;
তেমতি যে জন,
উচ্চে লক্ষ্য করিয়ে স্থাপন,
কার্য্যক্ষেত্রে হয় অগ্রসর,
সেই জন হয় সিদ্ধকাম।
নিজ স্বার্থ দাও বিসর্জ্জন,
কঠিন হৃদয়ে কর দুষ্টের দমন,
জন্মভূমিস্বাধীনতা করহ রক্ষণ,

পিতৃসম পালহ ধর্ম্মেরে।
দৃঢ় কর বজ্রমুষ্টি,
ধর তায় তীক্ষ্ণতরবারি।
কিন্তু বৎস রেখ সদা মূলমন্ত্র মনে,
"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

শিবাজী। গুরুআজ্ঞা শিরোধার্য্য মোর।
কিন্তু প্রভু মূঢ় নিরক্ষর আমি,
বুঝিতে না পারি—
কেমনে হইব পার কর্ত্তব্যসাগর?
প্রতিকূল উর্ম্মিমালা,
প্রতিক্ষণে আসিতেছে ধেয়ে,
নিরাশ করিতে মোরে।

রাম নিরাশা বহিয়ে হৃদে,
উচ্চকার্য্যে যেই জন হয় আগুয়ান,
কভু নাহি হয় তার পূর্ণমনস্কাম!
কর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণেতে করিয়ে অর্পণ,
ধর্ম্মে ধরি সহায় আপন
ধাও ধাও কর নিজ উদ্দেশ্যসাধন।

শিবাজী। সূক্ষ্ম ধাতুপথ দিয়া
তড়িতের ধারা যবে হয় প্রবাহিত,
আলোকিত করিয়ে তাহারে,
দশদিশি করে সমুজ্জ্বল;
সেইমত গুরুদেব,

ক্ষুদ্র এই মস্তিষ্কমাঝারে,
উপদেশবাণী তব,
বৈদ্যুতিক কার্য্য আজি করিছে সাধন।

রাম। সুখী হনু তোমার বচনে।
ঈশনাম করিয়ে স্মরণ,
উষা সহ ত্যজিবে শয়ন ;
মনে মনে ভাবিবে আপনা,
নশ্যমান জীব এই নশ্বর সংসারে।
অহঙ্কার আত্ম অভিমান,
সযতনে করো পরিহার।
সুখে দুঃখে সম জ্ঞান করি,
রবে সদা ভানুসম অচল অটল।
সত্যত্যাগ মহাপাপ ;
জেনো মনে, সত্য নিত্য অনিত্য জগতে।
বিচারের স্থলে, হযো না উৎসুক বৎস
নিজ মত করিতে জ্ঞাপন ;
বাদী প্রতিবাদী উভয়ের কথা শুনি,
তুলাদণ্ডে করিবে বিচার।
দূরে রেখ চাটুকারগণে ;
যথার্থবাদীর বাক্য অপ্রিয় হইলে,
তবু করিবে গ্রহণ,
কটুস্বাদ ঔষধ সমান।
বিলাসিতাসম শত্রু নাহিক রাজার,
মাদকসেবন, কিম্বা পরস্ত্রীগমন,

বীরধর্ম্ম নহে কদাচন।
অভিজ্ঞতা করিতে অর্জ্জন,
দেশে দেশে করিও ভ্রমণ।
শক্তিরূপা অবলার রাখিবে সম্মান ;
যায় যদি প্রাণ,
সহিবে না কভু রমণীর অপমান।
কার্য্যসিদ্ধি হইবার আগে,
করিও না স্বীয় মনোভাব প্রকটন।

শিবাজী। ছত্রে ছত্রে আজ্ঞা তব হইবে পূরণ।

রাম। বৎস! ভবানীর বরপুত্র তুমি,
দেব আঁখি ফেরে তব পাছে,
ইষ্ট মন্ত্র দিয়াছি তোমায়
"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"
হের বৎস জন্মভূমি দশা,
ম্লেচ্ছ অধিকৃতা চরণে দলিতা,
প্রপীড়িতা শোকে অভিভূতা,
এলাইতকেশা আভরণহীনা,
দীনা মলিনা বালা কাঁদে সকাতরে।
কভু মোর উঠে সাধ মনে,
তেয়াগিয়ে দণ্ড কমণ্ডলু,
ধরিতে এ করে বর্ষা খর্পর ভীষণ,
জ্বালাইতে সমর অনল
ভস্ম করিবারে যত বিধর্ম্মী তস্করে।
তাই বলি করিও জীবন পণ,

নিবারিতে মায়ের রোদন,
লুপ্ত হাসি ফুটাইতে জননী বদনে।
বৎস বিদায় এখন,
সন্ধ্যা বন্দনার কাল বহে যায় ;
রেখ সদা মনে—
"উদ্যোগিনং পুরুষ সিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।"

শিবাজী। হৃদয়মাঝারে মোর স্বর্ণঅক্ষরে,
লেখা রবে গুরুউপদেশ ;
সহস্র প্রণাম শ্রীচরণে।

[রামদাস স্বামীর প্রস্থান।

কি দারুণ দায়িত্ব রাজার।
জানি না কি সুখ সিংহাসনে ?
তিলেকের তরে শান্তি নাই প্রাণে
অবিরাম ভাবনা অপার,
কিসে হবে সুখী প্রজাগণ।
সমর, বিদ্রোহ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি,
দুর্ভিক্ষ দারুণ, সংক্রামক ব্যাধি আদি,
কতই তরঙ্গ উঠে,
রাজ্যশান্তি করিতে বিনাশ।
উন্নত পাদপ যথা—
প্রখর রবির কর ধরি শির পাতি,
রক্ষা করে আশ্রিত জীবেরে ;
সেই মত প্রজার বিপদপথে,
ব্যবধান নৃপতিমস্তক।
শুনিতেছি আসে যশোবন্ত,

বাধিয়া লইয়া মোরে দিতে উপহার,
দিল্লীর সম্রাট্‌পদে।
কি চতুর আরাংজেব!
পাঠায় রাজপুতচমূ,
মহারাষ্ট্রসেনা সনে করিবারে রণ,
করিবারে হিন্দুবলক্ষয়।
যাব আমি শিবাজীসন্দেশবহবেশে,
বুঝাইব যশোবন্ত বীরে,
সব কথা বিশদরূপেতে।
যদি নাহি হই সিদ্ধকাম,
স্মরি ভবানীর নাম,
বন্দি মাতার চরণ,
ঝাঁপদিব সমরসাগরে।
দেখাইব রাজপুতগণে,
শিবাজীর সবলাবাহিনী,
বিন্দুমাত্র থাকিতে শোণিত,
কভু নাহি পৃষ্ঠ দেয় রণে।
একি! পুলকে পূরিল কেন প্রাণ?
দশদিশি প্রফুল্লিত হেরি,
গন্ধবহ ছড়ায় সৌরভ;
ওহো! আসে সেই অদ্ভুত কামিনী।
কভু নাহি জানি কে কাঞ্চবরণী,
মাঝে মাঝে দিয়ে দেখা হয় অদর্শন,
উৎসাহে মাতায়ে মোর প্রাণ?

(ভবানীর প্রবেশ)

(গীত)

এ বিশাল বিশ্বমাঝে মনুজ অনু সমান,
তার মাঝে সাজে কিগো গর্ব্ব হিংসা অভিমান।
অম্বু বিম্ব সম কায,
ক্ষণে স্থিতি ক্ষণে লয়,
কেমনে জানিবে বল সাগবেব পরিমাণ।
কীটাণুটী সৃজিবাব,
নাহি যে শকতি যার,
কি সাহসে সে মানুষে লয অপরের প্রাণ।

কে তুমি মা বিপদবারিনি ?
সঙ্কটে করিতে ত্রাণ,
কোথা হ'তে এস মা সহসা ?
তোমার(ই) আজ্ঞায় মাতঃ,
[illegible] এই ধর্ম্মে হয়েছি দীক্ষিত ,
তোমার প্রসাদে দেবি,
করি আমি অসাধ্য সাধন।
ইষ্টদেবী করিতে স্মরণ,
যদি আমি মুদি দু'নয়ন.
হেবি তোব ও কালবরণ.
দযা করে কহ দয়াময়ি.
কে তুমি মা ছল এ দাসেরে ?

ভবানী। কেবা আমি ? কেবা আমি কি বুঝিবে বল
ক্ষুদ্র নর মত্ত সদা ঐশ্বর্য্যে আপন,

ভাবে এই ভবভূমি
চিরলীলাস্থলী তার ;
ভাবেনা'ক মনে,
এই বিশ্ব লীলাভূমি বিশ্বনিয়ন্তার,
সাধিতে অশেষসংখ্য বিধির বিধান।
সমুদ্রসৈকতে বালুকণাসম
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র নর,
তেয়াগিবে আত্মঅভিমান,
চাহে যদি জানিবারে,
কেবা সেই এ বিশাল বিশ্বমাঝে,
তখন(ই) বুঝিবে কেবা আমি ;
নতুবা তাহার, আঁখি মুদি
রুদ্রঅন্বেষণআশা হইবে বিফল।
শুন শিব্বা !
যে কারণ মোর হেথা আগমন।
গুরুকার্য্যভার ন্যস্ত তব শিরে ;
সেই কার্য্য করিতে সাধন,
লইও না স্বধর্ম্মীজীবন।

শিবাজী। চিনেছি মা নীরদ বরণি !
তুমি যে গো ইষ্টদেবী আমার
কালিকে করালি, তারা ত্রিনয়নি,
গণেশজননি, শক্তিসনাতনি,
দুর্গতিনাশিনি, অভয়ে ঈশানি,
মহিষমর্দ্দিনি, ভূতেশভামিনি,

ত্রিতাপনাশিনি, পতিতপাবনি,
বিপদবারিনি, শূলিসোহাগিনি,
অধম সন্তানে রাখ মা পায়।

[ভবানীর প্রস্থান।

শিবাজী। কৈ মা—কৈ মা—কোথা মা ?

[প্রস্থান।

(জিজিবাইয়ের প্রবেশ)

জিজি। একি বৎস ! কেন আজি উন্মাদের পারা ?
চঞ্চল নয়ন তব কার অন্বেষণে ?

শিবাজী। মাগো ! যুগপৎ মনে হলো মোর,
যেন আজি ইষ্টদেবী দিলেন দর্শন ;
এলাইত কেশপাশ আয়ত লোচন,
ললাটে সিন্দূর প্রভা বিচিত্র বরণ,
অপূর্ব্ব সে মূর্ত্তি মাতা বর্ণিবারে নারি ;
স্নেহভাবে কহিলেন মোরে,
না লইতে স্বধর্ম্মী জীবন,
বুঝিতে না পারি মাতা
সত্য কিবা নিশার স্বপন।

জিজি। নহে বৎস নিশার স্বপন ;
ভবানীর বরপুত্র তুমি
আমি মাত্র পালন কারণ।
যেই ব্রতে ব্রতী তুমি আজ
করি আশীর্ব্বাদ,
কামনা তোমার বৎস হউক পূরণ ;

জন্মভূমি স্বাধীনতা করিতে অর্জ্জন,
হলে প্রয়োজন,
হাসি মুখে দিও বৎস প্রাণ বিসর্জ্জন।

শিবাজী। মাগো! গর্ভে তব জন্মেছে যে জন,
তব স্তন্য পানে শরীর বর্দ্ধন,
দাদাজী ক'রেছে যার মনের গঠন,
ইষ্টমন্ত্র জেনো তার,
"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন"।,
কি কহিব মাতা
জ্বলে মরি মনে হলে সব কথা,
অত্যাচার—অত্যাচার যে দিকে নেহারি,
ধর্ম্মের এ অপমান সহিতে না পারি।
হিন্দুর মন্দিরে হেরি গোঅস্থির রাশি,
ধৈরয ধরিতে নারি;
হিন্দু কুলবালা যবে যবন পরশে,
অমূল্য সতীত্বরত্নে দেয় জলাঞ্জলি,
ভীরু কাপুরুষ দল,
যবে সহ্য করে অম্লান বদনে,
মনে হয় দ্বিধা হও মাতঃ বসুন্ধরে,
গ্রাস কর কাপুরুষগণে।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ হায় জন্মেছে যে দেশে,
পৃথ্বি প্রতাপের জননী যে দেশ,
সেই বীরপ্রসূ ভারতের
সহস্র বীরের শিরে,

মুষ্টিমেয় যবনের দল,
কোন্ মন্ত্রবলে মাতা পাতিল আসন ?
সেই সে কারণ,
বাদসাহ সনে চাহি রণ,
নাহি জানি পরিণামে কি আছে কপালে ?

সইবাইএর প্রবেশ)

সই। "পরিণামে কি আছে কপালে" ?
না হয় মরণ—তার বেশী কিছু নহে আর।
জন্মভূমি মহারত্নে করিতে রক্ষণ,
দাও যদি প্রাণ বিসজ্জন,
একবিন্দু অশ্রু কভু
না ঝরিবে সইএর নয়নে।
হাসি মুখে ধরে তরবারি,
মহারাষ্ট্র নারী,
প্রবেশিবে সমর প্রাঙ্গনে।
হলে প্রয়োজন,
অকাতরে জন্মভূমি তরে,
শিশুপুত্র শম্ভুজী শোণিতে,
পারি আমি করিবারে দেবতা তর্পণ।

জিজি। ধন্যা তুই বীর নারী—
ধন্যা আমি তোরে আজি বধূরূপে পেয়ে।

সই। আত্মদান বিনা,
পরাধীন জাতি কবে হয়েছে স্বাধীন ?
বক্ষের শোণিতে আগে সাগর বহিবে,

জাতীয় জীবন তবে প্রস্ফুটিত হবে।
অগ্নিকণা যথা পড়ি বিজন বিপিনে
দাবানল করে উৎপাদন,
সে স্ফুলিঙ্গ হলেও নির্ব্বাণ
দাবানলে সব বন হয় ভস্মীভূত,
সেই মত সঞ্চারিয়ে জাতীয় জীবন
যদি তুমি কর প্রাণত্যাগ,
সে জীবনীশক্তি বল কে আর রোধিবে ?
দিল্লী সিংহাসন জে'ন,
তার তেজে কম্পান্বিত হবে।

শিবাজী। সত্য কথা রাণী !
চিরদিন মহারাষ্ট্র ঘৃণিত ভারতে,
জানে তারা একমাত্র হলের কর্ষণ,
তাই আমি হল ছাড়ি কৃষকের দলে
শিখাযেছি তরবারি করিতে ধারণ।

সই। মাগো। হয়েছিল নিদ্রার আবেশ
স্বপনে দেখিনু এক অপূর্ব্ব মুরতি।
ইষ্টদেবী যেন আসি মোর পাশে,
হাতে তুলে দিলা মোর ভবানী কৃপাণ
কহিলেন মোরে,
"এ কৃপাণে নর হয় অজেয় সমরে"।
নিদ্রাভঙ্গে হেরি করে কৃপাণ সুন্দর,
আসি মা সত্বর,
বেঁধে দিতে রাজাব কটীতে।

জিজি। পুণ্যবতী বীরের জননী,
ইষ্টদেবী আজ্ঞা কর এখনি পালন।

(সইবাই এর শিবাজীর কটীদেশে তরবারি বন্ধন,
প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ)

সই। যাও বীর স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাও
শত্রু শিরোপরে,
কার সাধ্য রোধে তব গতি ?

শিবাজী। দে গো মা অমূল্য রত্ন পদধূলি শিরে।

[প্রণাম।

জিজি। এস বৎস ! হও তুমি অজেয় সমরে,
জন্মভূমি প্রতি ভক্তি রহুক অক্ষুণ্ণ,
এ হতে আশীষ অন্য কিছু নাহি জানি।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজপথ।

সদাসুখ।

সদা। ভোঃ ভোঃ মোগলগগনের উজ্জ্বলরবি, তোমার প্রখর কিরণমালা ওরই মধ্যে একটুখানি কম করে ছাড় না। বাপধন, আমরা যে অস্থির হয়ে পড়েছি। বাদশাহ আকবর যিনি তোমার বাবার বাবা তস্য বাবা ছিলেন, তিনি ত কখনও বিন্ধ্যাচল পার হয়ে আমাদের এখানে পদার্পণ করেন নি। তার মধ্যে কথা আছে; তিনি তোমার মত অতটা গুণধর ছিলেন না। পূজ্যপাদ

পিতাকে শ্রীঘরে প্রেরণ, সহোদর ভ্রাতাদের ভবযন্ত্রণা-নিবারণ প্রভৃতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মোলায়েম কার্য্যকলাপে তিনি জগতে অটল কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন কত্তে পারেন নি। ওরে বেটা হাঁদারাম, তুই পাশববলপ্রয়োগপূর্ব্বক পার্থিব রাজ্য অধিকার করবার জন্য লালায়িত, কিন্ত তিনি হিন্দু যবনে সাম্যভাবে দেখিয়ে লোকের হৃদয়-রাজ্য অধিকার করে গেছেন। সেই জন্য আজও লোকে "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা" বলে তাঁকে অভিহিত করে। তিনি জানতেন যে, হিন্দুরা বিশ্বাসঘাতকতা জানে না; তাই মহারাজ মানসিংহ তাঁর প্রধান সেনানী, আর তীক্ষ্ণবুদ্ধি তোদরমল তাঁর রাজস্বসচিব ছিলেন। তুমি উদরপরায়ণ লোকের ন্যায় অধিক ভোজনেব জন্য লালায়িত; কিন্তু সোণারচাঁদ হজম হয় কৈ? এই দাক্ষিণাত্যই অবশেষে তোমার দক্ষিণদিকের পথ পরিসর করবে। অত্যাচারের চূড়ান্ত হয়েছে; বোধ হয় তাই, "পরিত্রাণায় সাধুনাম্, বিনাশাচয় দুষ্কৃতাং, ধর্ম্মসংস্থাপনায়চ" সদাশিব শঙ্কর শিবাজীকে প্রেরণ করেছেন। ও কে আসে—ব্যাঙ্কোজী না? বেটা "বিষকুম্ভং পয়োমুখং"। মুখে শিবাজীর প্রতি বড় সদয়, অন্তরে কেবল অনিষ্টেব চেষ্টা, যেন মিছরীর ছুরী। বিমাতার বাচ্ছা আর কবে কার প্রতি তুষ্ট থাকে? একটু গা ঢাকা হই। বেটা পুষ্করের মত মুখখানা করে আস্‌ছে দেখ

[সদাসুখের প্রস্থান ও ব্যাঙ্কোজীর প্রবেশ।

ব্যাঙ্কো। "জয় শিবাজীর জয়,"
সবার(ই) শ্রীমুখে এই কথা!
কেন, ব্যাঙ্কোজী কি কেউ নয়?
শাহজীর সুবর্ণ ডিম্বেতে
জন্মেছে শিবাজী,
আর ব্যাঙ্কোজী বাণের কুটা,
ভেসে এসে লেগেছে বন্দরে!
শিবাজীর স্তুতিবাণী—
করে কর্ণে বিষ বরিষণ।
সদাসুখ চতুরের চূড়ামণি,
দৃষ্টি তার অন্তরের অন্তস্থল ভেদে।
"সদাশিব শিবাজী সুন্দর"
প্রতিজিহ্বা করে প্রতিধ্বনি।
চাতুরী ছলনা ছাড়া,
আমি কিন্তু নাহি হেরি অন্য গুণ তার।
সরস্বতী সতিনা সন্তান,
ষণ্ডামাক অকাল কুষ্মাণ্ড,
ভণ্ডযোগী এবে লেগেছে পশ্চাতে।
সে'ও করে সন্দেহ আমারে!
আরে মূর্খ! বুদ্ধি হেরি,
রামদাস নাম তোর দেছে তব গুরু।
আমার(ও) প্রতিজ্ঞা আজ হতে,
বাদশাহে করিয়ে সহায়,
শিবাজীর গর্ব্ব খর্ব্ব করি,

সিংহাসন লইব কাড়িয়ে।
কে আসে এখানে ?
সদাসুখ বুঝি ?
সদাসুখ ! ভুঞ্জ সুখ আর(ও) কিছুদিন,
তারপর কারাগারে হবে তব স্থান।

(সদাসুখের প্রবেশ)

আরে কেও.—সদাসুখ যে? অনেক দিন তোমায় দেখিনি, ভাল ত ?

সদা। আজ্ঞে অমনি সসেমিরে গোছ।

ব্যাঙ্কো। সে কি রকম ?

সদা। আজ্ঞে ঐ ভাব; অনুগ্রহ করে আপনার শাসন বিভাগে যদি আমাকে একটু স্থান দেন, তা হলে আমি চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকি।

ব্যাঙ্কো। কেন, এর মানে কি ? ছত্রপতি তোমাকে কত স্নেহ করেন, কত ভালবাসেন, তবে তাঁর রাজ্য ছেড়ে যেতে চাও কেন ?

সদা। মশাই গো, এ রাজ্যে মানুষ থাকে ? হুকুম হ'লো কি না, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সব জাতকে হাতিয়ার ধরতে হবে। এ যে বেজায় জুলুম বাবা ! হাতিয়ারের মধ্যে ত বাড়ীতে ব্রাহ্মণীর সম্মার্জ্জনী ; তারই ঠেলায় দুর্গানাম জপতে হয়।

ব্যাঙ্কো। কেন, তুমি ত যুদ্ধ বিদ্যায় বেশ পটু।

সদা আজ্ঞে ক্রমশঃ যে অপটু হয়ে পড়ছি গো ! তার উপর যে মৌতাতটা আসটা করে শরীরটেকে একটু তাজা

বাখবো তাবও ছাই যো নেই। হুকুম, যে কোন সৈনিক বা রাজকর্ম্মচাবী কোন রকম নেশাভাঙ করতে পাবে না। আচ্ছা বাবা, তোমাব প্রাণে যদি দরকোচা পড়ে থাকে, সকলেরই কি তাই? কেউ একটু সক করবে না? সৈন্য গুলোকে যেন কলেব পুতুল কবে তুলেছে; চোখেব পালট ফেলতে না ফেলতে কার্য্য হয। সবাবই মুখে এক বুলি— "শৃঙ্খলাই সেনার জীবন", শুনে শুনে কানে তালা ধরে গেল। খেতে, বসতে, নাইতে, শুতে, সকলেই যুদ্ধেব জন্য প্রস্তত। আবার দেখুন, এদিকে এত মিতব্যয়িতা, বিলাসিতায এক পযসাও খরচ করা হয় না, কিন্তু সে দিন অভিষেকেব কাণ্ডটা দেখলেন ত? সোনা জহরতে তুলোট কবে কি কম টাকাটা উড়ে গেল! এ কথা বলি কাকে? শিবাজীব পরিবর্ত্তে যদি আপনি সিংহাসনে বসতেন, তা হলে সব দিকে সুবিধে হ'ত, আর আমবাও দুদিন হাত পা ছড়িযে বাঁচতুম।

ব্যাঙ্কো। যাক্, ও কথা ছেড়ে দাও, এখন এ দিককাব কি?

সদা। কোন্ দিককাব?

ব্যাঙ্কো। বাদশাহের সঙ্গে যুদ্ধ নাকি পেকে উঠলো?

সদা। আপনি যে আমাকে অবাক্ কল্লেন দেখছি। যে সব বিষয় আপনার ন্যায় উচ্চপদস্থ জীব ভালরূপ জানেন না, এ অধম অন্তর্যামী হযে সেগুলি জেনে বসে থাকবে? কোথায় আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করবো, না আপনি আমার কাছে খপর চাইচেন? হা আমার

পোড়া অদৃষ্ট! রাজনীতির কথা আপনারাই জানেন; আমি ব্রাহ্মণসন্তান, উদরনীতিই বুঝি ভাল।

ব্যাঙ্কো। হ্যাঁ হে, কুকুরলেজের কথাটা কি সত্য?

সদা। কুকুরের লেজ! কাদের? ওহো! ওপাড়ায় কলুদের একটা কুকুরের দুটো লেজ হয়েছিল বটে।

ব্যাঙ্কো। না না, তা নয়, শুনলাম, সম্রাটের কাছ থেকে একজন দূত পত্র নিয়ে এসেছিল; শিবাজী নাকি সেই পত্রখানা কুকুরের লেজে বেধে দিয়ে তাঁর অপমান করেছে?

সদা। হাঃ হাঃ হাঃ সত্যি নাকি? বাঃ বাঃ কি মজাই হয়ে গেছে! অমন সুন্দর দৃশ্য দেখা আমার ভাগ্যে ঘটলো না! হে মশাই, কুকুরটা নাকি কেঁউ কেঁউ রবে পুচ্ছ তুলে ময়ূরের মত পেখম ধরে নৃত্য করেছিল?

ব্যাঙ্কো। (স্বগতঃ) এ বেটার কাছে থেকে কথা বার করবার চেষ্টা আমার পক্ষে বাতুলতা। লোকটা অতি চতুর।

সদা। মশাই কি ভাবচেন? সেই পেখমধরা দৃশ্য মনে করে ভাবে বুঝি বিভোর হয়ে পড়েছেন?

ব্যাঙ্কো। বড়ই ভাবনার বিষয়! আর কাকেই বা বলি? সকলেই নিজের জন্য ব্যস্ত; কেউ ত আর শিবাজীর জন্য ভাবে না।

সদা। আজ্ঞে ঠিক বলেচেন। আর তাও কি কখন ভেবে থাকে? আপনার যতটা উৎকণ্ঠা হবে, আর কি কারও ততটা হতে পারে? সকলেই নিজের উদরপূর্ত্তি করবার জন্য উদ্‌গ্রীব। দ্বাপরে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের বিমাতৃপুত্র-প্রেম শুনেছিলেম, আর কলিতে এই আপনার দেখছি।

আহা, শিবাজীর জন্য ভেবে ভেবে আপনার শরীর কালি হয়ে গেল।

ব্যাঙ্কো। তা—সদাসুখ এখন আমি আসি. আবার দেখা হবে এখন।

[প্রস্থান।

সদা। ও বাবা' তোমার পেটে এত? "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ", বাছাধনের ভেতরে ভেতরে আগুন জ্বলছে, তাই মুখে ধোঁয়ার রঙটা দেখা দিয়েছে। আচ্ছা বাবা, আমিও তক্কে তক্কে রইলুম, তোমার দৌড়টা একবার দেখবো। গোয়েন্দাগিরি কাজটা আমাব বাড়লো আর কি।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

— —

পুনা—রাজসভা।

শিবাজী, তানাজী, নেতাজী, অন্নজী ও রঘুনাথপন্থ।

শিবাজী। বন্ধুগণ! তোমাদেরই ধীশক্তি ও বাহুবলের উপর নির্ভর করে, আজ মহারাষ্ট্রীয়গণ স্বীয় পদে দণ্ডায়মান হয়েছে, আজ তারা একটী জাতি বলিয়া পরিগণিত হয়েছে, তাদের জীবনীশক্তি ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়েছে। তোমাদেরই অসামান্য অধ্যবসায় ও প্রতিভা বলে, ম্লেচ্ছাধিকৃত দাক্ষিণাত্যে আবার হিন্দুরাজ্য

স্থাপিত হয়েছে, ব্রাহ্মণগণের সাম গান গগনমার্গে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, গোবৎসাদি নিরুদ্বেগে বিচরণ ক'রছে, হিন্দুললনা নিঃশঙ্কচিত্তে কালাতিপাত ক'রছে ; তোমাদেরই সাহায্যে, সামান্য জায়গীরদারপুত্র আজ ছত্রপতি উপাধি ধারণে সাহসী হয়েছে।

তানাজী। ছত্রপতি! আপনি আমাদিগকে অযথা গৌরব প্রদান ক'রছেন। চন্দ্রাদি উপগ্রহগণ যেমন সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত হয়ে জগতে আলোক বিতরণ করে, সেইরূপ আমরা আপনারই শক্তিতে শক্তিমান্, আপনারই তেজে তেজস্মান্। আমাদের যে সখা বলে কোল দিয়েছেন, এতেই আমরা গৌরবান্বিত, এতেই আমরা ধন্য!

নেতাজী। কে এই ঘৃণিত মহারাষ্ট্র জাতিকে গৌরবশিখরে আরূঢ় ক'রেছে? কে এই অবলাদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছে? কে আমাদের প্রাণে জন্মভূমির প্রতি ভক্তি-বীজ অঙ্কুরিত করেছে! সব আপনই। এখন যদি ধর্ম্মের জন্য আত্মোৎসর্গ ক'রতে পারি, স্বদেশের জন্য জীবনপাত ক'রতে পারি, তবেই নিজেদের ধন্যজ্ঞান ক'রব।

শিবাজী। ভাই সব, আমি কে? আমি ত বর্ণজ্ঞানহীন নিরক্ষর মূঢ় ; সমস্তই সেই জগজ্জননী, শক্তি সনাতনী ভবানীর ইচ্ছা। শিশুকালে যখন পূজনীয় দাদোজী কোণ্ডদেবের মুখে, রামায়ণ, মহাভারতের বীরগাথা শ্রবণ ক'রতেম, তখন আমার প্রাণ উৎসাহে পরিপূরিত হ'ত, মা'র মুখে মাতৃভূমির দুর্দ্দশার কথা শ্রবণ করে আমার চক্ষু জলে ভ'রে যেত, গুরুদেব রামদাস স্বামীর মুখে হিন্দু

ধর্ম্মের নির্য্যাতন শ্রবণ ক'রে, প্রাণে শেল বিদ্ধ হ'ত। তা'ই আমি বিদ্যাশিক্ষায় অমনোযোগী হয়ে বাল্যকালেই দাদোজীর নিকট যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা ক'রতেম, তা'ই আমি তোমাদের সঙ্গে দুরারোহ পর্ব্বতশিখরে অধিরোহণ করতঃ, দিনের পর দিন অতিবাহিত করে, কেবল গুপ্ত পথের অনুসন্ধান করতেম। কিরূপে জন্মভূমির অধীনতা নিগড় ছিন্ন করে, হিন্দুরাজ্যের, হিন্দু ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ক'রব, এই চিন্তাই আমার ধ্যানজ্ঞান ছিল।

অন্নজী। শঙ্করের কৃপায় আমাদের সে বাসনা পূর্ণ হয়েছে। আজ মহারাষ্ট্র স্বাধীন, বিজাপুর পাঠান বা দিল্লীর মোগল, কাহারও অধীনতাপাশে মহারাষ্ট্র আর আবদ্ধ নয়। আজ হিন্দুর দেশে হিন্দু রাজা, আজ স্বদেশে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

শিবাজী। যে দিন ধূর্ত্ত, বিশ্বাসঘাতক আফ্‌জলখাঁর কপট স্নেহালিঙ্গনপাশ ছিন্ন করে, অঙ্গরাখালুক্কায়িত লৌহ-বর্ম্মে তা'র গুপ্ত ছুরিকা ব্যর্থ করে, তারই বক্ষে বাঘনখ প্রবিষ্ট করিয়ে দিই, যে দিন বিজাপুরের বিপুল বাহিনী অবলীলাক্রমে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে, দুর্গের পর দুর্গ হস্তগত করি, সেই দিন আমার আশালতা অঙ্কুরিতা হয়। সেই দিন আমার মনে হয় যে, একতা ও অধ্যবসায়ের নিকট অসম্ভব কিছুই নাই।

রঘুনাথ। যদি আপনার পিতা বিজাপুরের অধীন সেনাপতি না হ'তেন, যদি নবাব কাপুরুষের ন্যায় তাঁর প্রাণবধ ক'রতে উদ্যত না হ'তেন, যদি পিতা'র অনুরোধে

আপনি সন্ধি না ক'রতেন, তা' হ'লে এতদিন সমস্ত বিজাপুর ও গোলকণ্ডা আমাদের করতলগত হ'ত।

শিবাজী। সত্য কথা—কিন্তু পিতার বিপদ শুনে আমি নিশ্চিন্ত থা'কতে পা'রলেম না। আমি কোন্ প্রাণে পিতার মৃত্যুর কারণ হই?

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ ॥"

কাযেই তাঁ'র অনুরোধ আমি অবহেলা ক'রতে পা'রলেম না, আমাকে সন্ধি ক'রতে বাধ্য হ'তে হ'ল।

তানাজী। সে অতি উত্তম কার্য্যই হ'য়েছে। বিজাপুরের হস্ত হ'তে আমরা দক্ষিণ মহারাষ্ট্র অধিকার করেছি; তাহার সহিত সন্ধি না হ'লে, মোগলদিগের নিকট হ'তে উত্তর ভাগ অধিকার ক'রবার সুযোগ ও অবসর পেতেম না।

শিবাজী। সে কথা সত্য; কিন্তু এক্ষণে বাদশাহের সহিত সমরানল প্রজ্জ্বলিত হ'ল; জানিনা কপালে কি আছে? দিল্লীর অর্থবল ও সৈন্যবল অপরিমেয়; মোগলসৈন্য সুশিক্ষিত; তদুপরি রণশাস্ত্রকুশল মোগল ও রাজপুত সেনাপতিগণ সৈন্যচালনা ক'রবেন; আমার মুষ্টিমেয় অর্দ্ধশিক্ষিত সৈন্য সম্মুখ সমরে কতক্ষণ প্রতিযোগী হ'তে সক্ষম হবে?

নেতাজী। রাজপুত ও মোগল সুশিক্ষিত বটে, কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়গণও দুর্ব্বল হস্তে অসিধারণ করে না। মোগল সৈন্য সংখ্যায় অধিক হ'লেও এই পর্ব্বত সমাকুল প্রদেশে সহজে আমাদের অনিষ্ট সাধনে সক্ষম হ'বে না।

বিশেষতঃ, জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার্থ, মাতা ভগিনীর মানরক্ষার্থ আত্মদানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মহারাষ্ট্র সৈন্যগণের সমরোৎসাহে ও বেতনভুক্ মোগল সৈন্যগণের কর্ত্তব্য নিষ্ঠায়, প্রভেদ যে অনেক, ছত্রপতি!

শিবাজী। কূটনীতিবিশারদ সম্রাট, বীরকুলচূড়ামণি যশোবন্ত সিংহকে এবং চতুরশিরোমণি সায়েস্তাখাঁকে আমার বিরুদ্ধে প্রেরণ ক'রছেন, আমিও বাদশার অস্ত্রেই বাদশাহের সহিত যুদ্ধ ক'রব, কৌশলেই আরাংজেবের কৌশলজাল ছিন্ন ক'রব। মোগলেরা যদি পুনঃ অধিকার করে, তাহ'লে অনতিদূরে পর্ব্বতোপরি সিংহগড়দুর্গে আমি কিছুদিনের মত অবস্থান ক'রব।

(সদাসুখের প্রবেশ)

এই যে সদাসুখ, সংবাদ কি?

সদা। সংবাদ বেশ একপ্রকার মুখরোচক বটে। বাদশাহের প্রিয়তমা কন্যা, মাত্র সহস্র শরীররক্ষকে পরিবৃতা হয়ে, দাক্ষিণাত্যে পিতৃদর্শনে গমন ক'রছেন।

শিবাজী। বড় সুখী হলেম। সাহাজাদীকে যেরূপে হোক বন্দী ক'রতে হ'বে। এ কার্য্য সম্পন্ন হ'লে, বাদশাহ আমাদের করগত হবেন এবং অতি উত্তম সর্ত্তে আমরা সন্ধি স্থাপন ক'রতে সক্ষম হ'ব। সদাসুখ, তুমি কোন্ প্রকারে সাজাদির শিবিকা ও শরীররক্ষকদিগকে চাকোন দুর্গের সন্নিকটস্থ গিরিশঙ্কটে প্রবেশ করাবে।

সদা। ছাই ফে'লতে ভাঙ্গা কুলো কি এই সদাসুখ? অনেক ত বড় বড় হোমরাও চোমরাও সব বা'র খাড়া আছেন,

তাঁ'রাই একজন কেন যান না? এই বুড়ো বয়সে কি ম্লেচ্ছের হাতেই কবর দেওয়াবেন?

শিবাজী। সদাসুখ, এ কার্য্যে তুমি ভিন্ন আর কা'কেও আমি বিশ্বাস ক'রতে পারি না; এতে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা এবং চতুরতার আবশ্যক। তানাজী দুই শত মাত্র সবলা সৈনিক সহ পর্ব্বতোপরি অপেক্ষা ক'রবে। আর ব্যাঙ্কোজি, চাকান দূর্গ এক্ষণে তোমার অধীনে রইল। সাহাজাদীকে বিশেষ যত্ন সহকারে চাকান দুর্গে রক্ষা ক'রবে। এই ভীষণ সময়ে আমার সাহায্যের জন্য তোমাকে ত্রিবাঙ্কুর থেকে এখানে আহ্বান করেছি; আশা করি,তুমি মহারাষ্ট্রীর নামের গৌরব রক্ষা ক'রবে।

ব্যাঙ্কোজী। সাহজীপুত্র এবং শিবাজীর ভ্রাতার যাহা কর্ত্তব্য, এ দাস তাহা যথারীতি পালন ক'রবে। মোগল দে'খবে যে, ব্যাঙ্কোজী ও শিবাজীর দেহে একই শোণিত প্রবাহিত।

সদা। তা'হ'লে যমালয়ের অভিমুখে অগ্রসর হ'বার জন্য এই বেলায় শুভযাত্রা করি।

[প্রস্থান।

(বাজীপবভুর প্রবেশ)

শিবাজী। এস সেনাপতি। তোমার বীরত্ব ও কার্য্যকুশলতায় আমরা যে প্রীতিলাভ করেছি, আমাদিগকে তুমি যেরূপ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছ, তা' বাক্যে প্রকাশ করা অসম্ভব। পুষ্প প্রস্ফুটিত হ'লে, গন্ধবহ যেরূপ অগ্রেই সংবাদ প্রদান করে, সেইরূপ তোমার

যশঃসৌরভ, তোমার আগমনের পূর্ব্বেই, আমাদিগকে পরিপ্লুত করেছে। প্রতাপগড় দুর্গ অধিকার করে তুমি যে সৎসাহসের পরিচয় প্রদান করেছ, তা'র উপযুক্ত পুরস্কার প্রদানে আমরা সক্ষম নই।

বাজী। ছত্রপতি। আমি সামান্য উপলক্ষ মাত্র। আপনারই উদ্ভাবিত পন্থা অনুসরণ করে, আপনারই আদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করে, আমি প্রতাপগড় দুর্গ অধিকার করেছি; আমি প্রশংসার যোগ্য নই। অপরাপর লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে একটী মহামূল্য রত্ন আপনার জন্য আনয়ন করেছি; কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ ক'রলে এ দাস চরিতার্থ হবে।

শিবাজী। তোমার প্রদত্ত উপঢৌকন আমরা সাদরে গ্রহণ ক'রতে প্রস্তুত।

(বাজীপ্রভুর প্রস্থান এবং রোমেনা সহ পুনঃ প্রবেশ)

বাজী। এই অসামান্যা সুন্দরী আপনার সেবার জন্য প্রতাপগড় হ'তে আনীতা হয়েছে।

রোমেনা। মহারাষ্ট্রপতি। আমি তোমাদের হস্তে বন্দিনী। কিল্লাদারপত্নী আজ তোমাদের কৃপার ভিখারিণী। পূর্ব্বে আমার ধারণা ছিল যে হিন্দু, রমণীর মান রক্ষার জন্য, অবলীলাক্রমে জীবন বিসর্জ্জন ক'রতে পারে, কিন্তু আজ তোমাদের ব্যবহার দেখে আমার সে ধারণা বিলুপ্ত হ'ল। শুনেছিলাম যে, মহারাষ্ট্রীয়গণ দস্যু, দস্যুর নিকট এরূপ পাশব আচরণ ব্যতীত আর কি আশা করা যেতে পারে?

শিবাজী। বাজীপরভূ! সত্যই এ রত্ন অমূল্য! শুভে! মহারাষ্ট্রীয়গণ দস্যু হ'তে পারে, কিন্তু তা'রা হিন্দু! পরস্ত্রী হিন্দুর জননী, আজ হ'তে তুমি আমার মা! আমি তোমার সন্তান!

সকলে। জয়, জয় ছত্রপতি!

শিবাজী। তানাজী! কিল্লাদারপত্নীকে সসম্ভ্রমে কিল্লাদারের নিকট প্রেরণ করবার ভার তোমার। সেনাপতি! এই কি হিন্দুর ধর্ম্ম? এই কি মহারাষ্ট্রীয়ের কর্ম্ম? তুমি জান, গো, ব্রাহ্মণ ও রমণীকে প্রতিপালন করা, রক্ষা করা, সম্মান করাই শিবাজীর মূল মন্ত্র। তুমি কি আমাকে এতদূর লম্পট পশু বলে মনে কর যে উপভোগের জন্য আমার নিকট পরস্ত্রী প্রেরণ ক'রতে সাহসী হও? আজ হ'তে আর দুর্গভার তোমার হস্তে ন্যস্ত হবে না। নেতাজী, বাজীপরভূর হস্ত হ'তে সে ভার তুমি গ্রহণ ক'রবে। মা! অসঙ্কোচে তুমি আমার আবাসে কিয়দ্দিন অবস্থান কর।

(সইবাইএর প্রবেশ)

সই। এস, পুণ্যবতি! আমার আতিথ্য গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ ক'রবে এস।

রোমেনা। আমি যবনী—তোমাদের অস্পৃশ্যা।

সই। অভ্যাগতা অতিথি, মুসলমান হ'লেও, হিন্দুর পূজনীয়া, বিপদগ্রস্তা, যবনী হলেও, হিন্দুর বরণীয়া। এস ভগিনি হিন্দুর গৃহ শোভনা ললনা—আমার আতিথ্য গ্রহণ করে, দস্যুপত্নীর অন্ধকার গৃহ আলো ক'রবে এস।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—:•:—

সহ্যাদ্রি গিরিশঙ্কট।

সদাসুখ ও রহিম খাঁ।

সদা। ওই দেখুন সেই পার্ব্বত্য পথ। এই গিরিশঙ্কটের মধ্য দিয়া গমন ক'রলে, আপনারা নির্দ্দিষ্ট সময়াপেক্ষা দুই দিন পূর্ব্বে পঁহুছিতে পা'রবেন।

রহিম। তুমি এ প্রদেশের পথঘাট বিশেষরূপ অবগত দেখছি। তোমার সাহায্য না পেলে আমাদের অত্যন্ত কষ্ট হ'ত। এই অযাচিত সাহায্যের জন্য আমি তোমাকে যথেষ্ট ইনাম দেব

সদা। খোদা হুজুরের মঙ্গল করুন। আপনাদের পাঁচ জনের কৃপায় এই বৃদ্ধ বয়সে, বিদেশী লোককে পথ প্রদর্শন করেই কোন মতে দিনপাত কার।

রহিম। (স্বগত) লোকটা মহারাষ্ট্রদেশের পার্ব্বত্য পথ দেখছি উত্তমরূপ জানে। এটাকে হাত ক'রতে পা'রলে খুব উপকার হ'বে।

সদা। হুজুর, কি ভাবছেন?

রহিম। তুমি যদি সেনাগণের পথপ্রদর্শকের কার্য্য কর, তা'হ'লে সৈনিক বিভাগে তোমাকে কার্য্য করে দিতে পারি। আর যদি তুমি পবিত্র ইসলাম্ ধর্ম্মে দীক্ষিত হও, তা'

হ'য়ে বাদশাহের কৃপায় সময়ে তুমি একজন ওমরাহের মধ্যে পরিগণিত হ'তে পা'রবে।

সদা। ও বাবা! বাদশাহ। জনাব আমার ইনামে কায নেই, "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা"! আপনি ঈশ্বরপ্রেরিত লোক। আপনার কার্য্যে ইনাম গ্রহণ ক'রলে আমার কুষ্ঠ ব্যাধি হ'বে। ওখানে যে প্রহরীবেষ্টিত শিবিকা রয়েছে, ওতে কি জনাবের বেগম আছেন?

রহিম। ইয়ে—আল্লা!

সদা। জনাব! দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ক'রলেন যে? বেগম সাহেব কি পীড়িতা?

রহিম। আমি সাদি করি নি?

সদা। ও তবে বুঝি আপনার কন্যা শিবিকায় আছেন?

রহিম। আমি বিবাহই করি নি, তা কন্যা পাব কোথা?

সদা। তা বটে।

রহিম। লোকটা দেখছি অতি আহম্মুক। ওই শিবিকায়, বাদশাহ আলমগীরের প্রিয়তমা কন্যা আছেন, উনি দাক্ষিণাত্যে পিতৃসন্নিধানে গমন ক'রছেন।

সদা। এঁ্যা—বলেন কি হুজুর! আজ আমার জন্ম সার্থক, কর্ম্ম সার্থক, জীবন সার্থক! বাদশাহের কার্য্যে আজ আমি পদ সঞ্চালন ক'রতে সক্ষম হয়েছি।

রহিম। দেখ, তুমি এখানে ক্ষণেক অপেক্ষা কর, আমি অগ্রে গিরিশঙ্কটটা স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করি, পরে শিবিকা গমনের অনুমতি দেব। মহারাষ্ট্রীয় দস্যুগণ বড়ই কৌশলী। (অগ্রসর হওন)

সদা। আজ যদি আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়, তা'হ'লে দাম্ভিক বাদশাহের দর্প চূর্ণ হবে। এর ফলে মহারাষ্ট্রে সমরানল দ্বিগুণতর ভাবে প্রজ্বলিত হবে, কি কপট সম্রাট সন্ধি সংস্থাপন করবে তা ভবানীই জানেন। দে'খ মা, মান রক্ষা ক'র।

রহিম। পথ সুগম বটে, কিন্তু দুই তিন জনের অধিক পাশাপাশি যাওয়া অসম্ভব।

সদা। জনাব, একটি নিবেদন এই যে, প্রত্যাবর্ত্তনের সময় যদি গোলামকে সঙ্গে করে দিল্লীতে নিয়ে যান, তা'হ'লে পার্থিব স্বর্গ দেখে জীবন সার্থক করি। আর ক'দিনই বা বাঁ'চব?

রহিম। আচ্ছা সে তখন হ'বে, এখন যাওয়া যাক চল। শিবিকা লয়ে অগ্রসর হও।

সদা। তা'হ'লে জনাব, আমি পথ দেখা'তে দেখা'তে যাই? এস—এস—এই দিকে —হাঁ—এস।

(শিবিকার গিরিশঙ্কটের মধ্যে প্রবেশ এবং পর্বত হইতে একখানি প্রস্তর পড়িয়া পথ রুদ্ধ হওন)

রহিম। এ কি! কি হ'ল! সয়তানি! সয়তানি! বন্ধুগণ, আমরা দস্যুগণ কর্ত্তৃক প্রতারিত! বাদশাজাদির শিবিকা অবরুদ্ধ! অগ্রসর হও, পর্ব্বতমূষিকদিগকে পদতলে দলিত কর।

মোগলসৈন্য। আল্লা আল্লা হো!

(পর্ব্বতোপরি-লুক্কায়িত মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণের আবির্ভাব এবং "হর হর মহাদেও" ধ্বনি, উভয় পক্ষের যুদ্ধ, রহিম খাঁর মৃত্যু।)

সপ্তম দৃশ্য।

শিবিরাভ্যন্তরস্থ কক্ষ।

যশোবন্তসিংহ ও ছদ্মবেশী মহারাষ্ট্র দূত।

যশো। কি তব প্রস্তাব দূতবর ?

দূত। আসিয়াছি খেদ করিবারে।

যশো। কিসের এ খেদ ?

দূত কিসের এ খেদ !

বাজস্থান গরবিত গৌরবে যাঁহাব,
মাড়োয়ার রাজছত্র ধৃত শিরোপবি,
প্রতাপরাণার বংশে বিবাহ যাঁহার,
ধর্ম্মের রক্ষক সেই বীরত্বআধার
যশোবন্ত আজি মিলিত মোগল সনে !
কহ দেব ! কেন এত যুদ্ধসজ্জা ?
বাজিছে বিজয় ভেরী উড়িছে পতাকা ?
কেন এ উৎসাহ এত ক্ষত্রিয় রাজার ?
করিছ স্বধর্ম্মরক্ষা ?
দলিছ কি জাতীয় শত্রুরে ?
স্বাধীনতা করিছ স্থাপন ?
মন্দবুদ্ধি আমি, কি বুঝিব বল
কোন্ যশোরাশি আজ করিছ অর্জ্জন ?
হিন্দুমধ্যে শ্রেষ্ঠ বাজপুত,

মহারাষ্ট্র পুত্রসম তার,
পিতাপুত্রে যুদ্ধ বল কভু কি সম্ভবে ?
অমানিশা অন্ধকারে ডুবেছে ভারত,
ধ্রুবতারাসম রাজপুতজাতি শুধু
একমাত্র আশার আলোক ;
কোন্ প্রাণে হিন্দু বল সে আলো নিভা'বে ?
রাজপুতসনে রণ ভবানীনিষেধ।

যশো। পীযূষপূরিত দূত বচন তোমার,
কিন্তু কি উপায় মোর ?
রাজপুতকুলকালি দিল্লীদাস আমি।

দূত। কোন্ ধর্ম্মমতে কহ, দেব, শুনি,
জাতিত্ব ভ্রাতৃত্বে আজি দিলে জলাঞ্জলি ?
কোন্ ধর্ম্মমতে করিবে স্বধর্ম্মনাশ,
হিন্দুরক্তে ভাসা'বে ভারত ?
কোন্ ধর্ম্মমতে গাহিবে যবনজয়,
হিন্দুধর্ম্ম দিবে রসাতলে ?

যশো। সব বুঝি—কিন্তু বল—
কেমনে মিত্রতা করি শিবাজী সহিত ?
সত্যভঙ্গকারী সে যে বড়ই চতুর।

দূত। মহারাজ !
সাজে না অলীক নিন্দা আপনার মুখে ;
যাও রাজা দেশে দেশে, নগরে নগরে;
করহ সন্ধান—
কবে কোন্ হিন্দুপাশে করি বাক্যদান,

প্রভু মোর করে নি পালন?
সনাতন হিন্দুধর্ম্ম করিতে স্থাপন,
গো ব্রাহ্মণ করিতে রক্ষণ,
কবে বল শিবাজী কাতর?
ম্লেচ্ছ জেতা, বিজিত আমরা,
সম্ভবে কি সাম্যভাব বিজিত জেতায়?
বজ্রনখ করিলে ধারণ,
মৃত্যুভাণ করে নাগরাজ;
মৃত ভাবি খগরাজ পশ্চাৎ ফিরিলে
দংশনের চেষ্টা করে সময় বুঝিয়া;
এ যে স্বভাবের রীতি।
অত্যাচারে জর্জ্জরিত মোদের হৃদয়,
ধন, বল, মান, প্রাণ, জাতীয় গৌরব,
বক্ষের শোণিত সম স্বাধীনতাধন,
করেছে হরণ সব ম্লেচ্ছমুসলমান;
সখ্যভাব তাহাদের সনে?
সত্যের সম্বন্ধ কভু সম্ভবে কি তা'য়?
চিরপরাধীন মোরা, দরিদ্র এ দেশ,
রণশিক্ষা নূতন মোদের,
ধন নাই, অর্থ নাই, নাহি আছে বল,
কেমনে যুঝিব তবে দিল্লীশ্বর সনে?
জীবনপ্রারম্ভ এই দরিদ্র জাতির,
চতুরতা ভিন্ন আর কি আছে উপায়?

বশো। ক্ষান্ত হও দূতবর, ক্ষমা কর মোরে;

ঘূর্ণিত মস্তিষ্ক মোর.
হিতাহিত বুঝিতে না পারি।

দূত। বুঝিতে কি বাকি আছে? নরনাথ!
লভ স্বাধীনতাধন,
যশোরাশি করহ অর্জ্জন,
রক্ষা কর দেব দ্বিজে,
গোবৎসাদি করহ পালন।
শিবাজী কিঙ্কর তব, হিন্দুকুলরবি!
দেহ আজ্ঞা উদ্ঘাটিত হবে দুর্গদ্বার,
হাস্যমুখে, হিন্দুরাজে
কর দিবে মহারাষ্ট্র প্রজা।
মাড়োয়ারপতি!
মহারাষ্ট্রসিংহাসন করহ গ্রহণ,
প্রভুর আমার নাহি অন্য আকিঞ্চন।

যশো। অলঙ্ঘ্য তোমার যুক্তি, ওহে দূতবর!
হতভাগ্য আমি কিন্তু দিল্লীর নফর।
কেমনে বিশ্বাসহন্তা হবে রাজপুত?
বল বল এ কার্য্য কি হবে ভদ্রোচিত?

দূত। কাফের হিন্দুর প্রতি জিজিয়ার কর,
সে কি ভদ্রোচিত? বীরবর!
স্থানে, স্থানে, দেবালয় হইছে বিচূর্ণ,
দেশে দেশে ব্রাহ্মণেরা সহে অপমান,
অনাহারে, শুষ্ক কণ্ঠে
মরে প্রজা, তারস্বরে করিয়ে চীৎকার,

সে কি ভদ্রোচিত ? বীরবর !
লজ্জাবতী হিন্দুর ললনা
কুলে দেয় জলাঞ্জলি মোগলপরশে ;
দেখ চেয়ে, পুণ্য কাশীধামে
চূর্ণীকৃত হিন্দুর মন্দির
সে প্রস্তরে—বলিতে হৃদয় ফাটে—
উঠেছে মস্‌জিদ্ ঐ গগন ভেদিয়া,
এও কিহে ভদ্রোচিত বল ? বীরবর !

যশো। আর না—আর না—
আর কিছু শুনিতে চাহি না !
বল মোরে, শিবাজী মহাত্মা কোথা ?
এক পণে বদ্ধ হব মহারাষ্ট্র সনে.
রাজপুত বাক্য কভু অন্যথা করে না।

দূত। সম্মুখে নফর তব, বীরচূড়ামণি !

যশো। তুমি—তুমি—তুমি কিহে হিন্দু আশাতক ?
সখা—সখা—দেহ আলিঙ্গন,
সন্তপ্ত প্রাণের জ্বালা হউক শীতল।

উভয়ের আলিঙ্গন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সিংহগড়দুর্গমধ্যস্থ কক্ষ।

(শিবাজী, তানাজী, নেতাজী, অন্নজী, ও রঘুনাথপন্থ।)

শিবাজী। পুনা আজি শত্রুকরগত !
যেই গৃহে বাল্যকালে করেছি ক্রন্দন,
জননীর পাশে বসি
শুনিয়াছি রামায়ণগাথা,
স্বর্গীয় দাদাজী যথা ছিলেন রক্ষক,
সেই গৃহ বলিতে হৃদয় ফাটে,—
মোগল সায়েস্তাখাঁর বিলাসকেতন !
সিংহগুহা, জম্বুক-আবাস !

তানাজী। দেহ আজ্ঞা বাল্যসহচরে,
পুনা করি অবরোধ,
দেখি কত বল মোগলবাহুতে।

রঘু। দুর্ভেদ্য পুনার দুর্গ ;
গুপ্তচর দিয়াছে সংবাদ,
অসংখ্য মোগলসেনা সদাই সশস্ত্র।

নেতাজী। দুর্গজয়ে কবে ডরে শিবাজীসৈনিক ;

ভুলেছ কি পেশোযাপ্রবর,
কতই অভেদ্য দুর্গ করেছে গ্রহণ?

রঘু। অদূরে নগরদ্বারে যশোবন্ত বীর,
রাজপুতসেনা সনে করে অবস্থান।

অন্নজী। সত্য বটে বীর রাজপুত;
কিন্তু ভীরু নহে মহারাষ্ট্রগণ,
না ধরে দুর্ব্বল করে বর্ষা করবাল।

শিবাজী। পরাজিত দেশে কভু
সম্ভবে কি সম্মুখসমর?
রাজপুত মোগলমিলিত,
দক্ষিণে পরমশত্রু বিজাপুর দেশ,
শ্রবণ বধির করে দীন্ দীন্ রবে;
মধ্যস্থলে একা মহারাষ্ট্র,
শিশু অভিমন্যু যথা চক্রব্যূহ মাঝে।

তানাজী। সম্মুখসমর কিম্বা গোপনেতে রণ,
রাজপুত অথবা মোগল,
আফগান্ পোর্টুগীজ কিবা,
ভবানীকৃপায় তানাজী না ডরে।
যা হবার হবে,
পুনা মোরা করিব গ্রহণ।
শৈশবের মধুময় স্মৃতি
যথা রয়েছে নিহিত,
ভদ্রাসন অমূল্য রতন,
সে ভবন ম্লেচ্ছকরগত!

রঘু। চতুর সায়েস্তাখাঁ দিয়াছে আদেশ,
অনুমতি বিনা তার,
একজন মহারাষ্ট্র
না আসিবে নগর ভিতর।

নেতাজী। তবে অনিবার্য্য সম্মুখসমর।

শিবাজী। শুন বীরগণ!
অদ্য দিবা অবসানে প্রফুল্লিতমনে,
থে'ক সবে হইয়ে প্রস্তুত;
হবে এক উদ্বাহবন্ধন,
যেতে হবে আমাদের তাহে নিমন্ত্রণ।

তানাজী। সুখে দুখে সম্পদে বিপদে,
দাস তব চিরসহচর।

অন্নজী। কোথায় বিবাহ দেব?
সমারোহ হইবে কি তায়?

শিবাজী। বিবাহ পুনায়,
গোপনে আপাতঃ হবে কার্য্যসমাধান,
জয়ধ্বনি কিন্তু তার,
ব্যাপ্ত হবে সমগ্র ভারতে।

রঘু। বাধা না থাকিলে মহারাজ,
প্রকাশিয়া কহ তব অভিপ্রায় কিবা?

শিবাজী। সংগৃহীত আদেশপত্রিকা,
পঞ্চবিংশ মহারাষ্ট্র
বরযাত্র যাইবে পুনায়।
গুহ্যকার্য্যবশে যশোবন্ত বীর,

পুনা হতে বহুদূরে করে অবস্থান।
পুনার প্রাসাদপার্শ্বে আম্রবন মাঝে,
মোরা সবে রহিব লুকায়ে ;
নিশা দ্বিপ্রহরে,
প্রবেশিব প্রাসাদ ভিতর
অদূরে পর্ব্বততলে,
রবে মোর নির্ব্বাচিত সবলা সৈনিক।
কহ তবে পেশোয়াপ্রবর,
এ প্রস্তাবে কিবা তব মত ?

রঘু। অতি ভয়ানক কথা মহারাজ !
বিবরের সুপ্তসর্পে তুলিছ জাগায়ে,
নিদ্রিত শার্দ্দূলমুখে প্রদানিছ কর,
হতে পারে বিষম বিপদ।

শিবাজী। বিষম বিপদ !
করিছ কি প্রাণের আশঙ্কা ?
তুচ্ছ প্রাণে কিবা প্রয়োজন ?
ভেবেছ কি রঘুনাথ,
কি ঘোর বিপদ আজ আমাদের শিরে ?
প্রবাসে রহিলে যাহা ভাবি সর্ব্বক্ষণ,
যার নামে তনু হয় রোমাঞ্চিত,
চক্ষে বহে আনন্দপ্রবাহ,
স্মরণে যাহার দুখ যায় দূরে,
ছোটে প্রাণে সুখের লহর,
রহে গাঁথা হৃদিমাঝে পরমাণু যার,

প্রাণ হতে প্রিয়তর জননীসমান,
"স্বর্গাদপি গরীয়সী" সেই জন্মভূমি
হের আজ যবনবিজিত;
বল দেখি তুচ্ছ প্রাণে কিবা প্রয়োজন?

সকলে। হর হর মহাদেও।

রঘু। তুচ্ছ প্রাণে নাহি প্রয়োজন।

শিবাজী। তুচ্ছ প্রাণে নাহি প্রয়োজন;
জন্মভূমি যবনবিজিত,
রাজশ্রী দুয়ারে বসি কাঁদে সকাতরে,
দিবানিশি বহি শিরে অপমানবোঝা,
বিধেয় কি হেয় প্রাণ করিতে ধারণ?

সকলে। হর হর মহাদেও।

তানাজী। তার চেয়ে মরণ মঙ্গল।

শিবাজী। তার চেয়ে মরণ মঙ্গল;
জন্মভূমি পরপদানত,
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম হের লুপ্তপ্রায় আজি,
গোব্রাহ্মণ সহে নিপীড়ন,
শুনি ওই দেবতার করুণক্রন্দন,
করিব কি জীবনধারণ?

সকলে। হর হর মহাদেও।

নেতাজী। ধরিব না বৃথা এ জীবন।

শিবাজী। ধরিব না বৃথা এ জীবন;
জন্মভূমি শত্রুপদানত,
সোণার ভারত দেখ হয়েছে শ্মশান,

দাস মোরা কুক্কুর সমান ;
প্রিয়তমা ভগ্নি ভার্য্যা জননী মোদের,
ত্রাসেতে লুকায়ে রয় যবনের ভয়ে,
পতি পুত্র ভ্রাতা বল,
কোন্ প্রাণে সে দৃশ্য দেখিবে ?

সকলে। হর হর মহাদেও।

শিবাজী। করনি কি মাতৃস্তন্য পান ?
ধমনীতে নাহি কি শোণিত ?
প্রাণ কি এতই বড় ?
প্রার্থনীয় নহে কি এ হ'তে
রণাঙ্গনে করিতে শয়ন ?
রাখিতে বিপুল কীর্ত্তি এ মহীমণ্ডলে ?
লভিতে অক্ষয় স্বর্গ নশ্বর জীবনে ?
বল দেখি কি লাগিয়ে জীবনধারণ ?

সকলে। হর হর মহাদেও।

অন্নজী। ছার প্রাণ দিব বিসর্জ্জন।

শিবাজী। ছার প্রাণ দিব বিসর্জ্জন ;
শুন বীরগণ—
পুনা আজ করিব গ্রহণ,
কিম্বা দিব প্রাণবিসর্জ্জন,
"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন"।

তানাজী। ছত্রে ছত্রে আজ্ঞা তব করিব পালন।

শিবাজী। এস এস পেশোয়াপ্রবর,
এস বাল্যসহচরগণ,

প্রাণভরে সবে আজ করি আলিঙ্গন,
হতে পারে এই শেষ জন্মের মতন।
শীঘ্র সব কর আয়োজন,
বন্দি আসি মাতার চরণ।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—:•:—

সিংহগড়দুর্গমধ্যস্থ কক্ষ।

জিজিবাই ও সইবাই।

সই। মা গো, যেই দিন হ'তে,
পুনার দুর্ভেদ্য দুর্গ
মোগলের করকবলিত,
নিদ্রা নাহি যান ছত্রপতি!
নিশাশেষে, অশেষ যতনে
যদি বা মুদেন আঁখি ক্ষণেকের তরে,
রণোন্মাদ-চিহ্ন হেরি বদনে তাঁহার,
কখন বা "কই তরবারি",
কখন বা "নাহি ভয়, হও অগ্রসর"
বলি, শয্যা ত্যজি উঠেন বসিয়া;
কি হবে জননি?
অনিদ্রায় স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় পাছে,
তাই মা গো, ভয় হয় মনে

জিজি। ভয়? স্বাস্থ্যভঙ্গ হেতু?
সে ভয় নাহিক মম,
ভয়, পাছে জন্মভূমি রক্ষা হেতু,
সমরপ্রাঙ্গণে নাহি দেয় দেহ বিসর্জ্জন;
ভয়, পাছে পশু সম
অধীনতা শৃঙ্খল পরিয়া,
গৃহকোণে মৃত্যু হয় তার।
শিবা শঙ্করী সন্তান,
আমি মাত্র গর্ভে ধরি করেছি পালন;
ভবানীর বরপুত্র হয়ে,
মোগলের অপমান স'হে,
রহে যদি নিশ্চিন্ত হৃদয়,
জানিব নিশ্চয়, সনাতন হিন্দুধর্ম্ম
অচিরে ডুবিয়া যাবে,
যবন ধর্ম্মের প্রবল বন্যায়;
ভারতের স্বাধীনতা আশা
চিরতরে হইবে বিলুপ্ত।

(শিবাজীর প্রবেশ)

শিবাজী। নহি মা গো নিশ্চিন্তহৃদয়,
জন্মভূমি, জন্মগৃহ,
যবনের পদনিষ্পেষিত,
কেমনে হইব মাতঃ, নিশ্চিন্তহৃদয়?
হের রণসাজ মোর,

পিধানে, জননি, হের ভবানী কৃপাণ,
জননীর আশীর্ব্বাদ মম উরস্ত্রাণ,
শিরস্ত্রাণ মাতৃপদধূলি। [পদধূলি গ্রহণ।
জয় কালি বলি,
প্রবেশিব সমর ভিতর,
পুনার সে হৃতদুর্গ করিব গ্রহণ।

জিজি। যাও, বৎস, নির্ভয় হৃদয়ে,
নিশ্চয় হইবে রণজয়,
রহিলাম অনশনে তব প্রতীক্ষায়,
পুনার প্রাসাদে পুনঃ করিয়া প্রবেশ,
অনশনব্রত ভঙ্গ করিব আমার।

শিবাজী। অনশন! অনশন কেন গো জননি!

জিজি। যেই দিন হ'তে পুনা পরকরগত,
আছি অর্দ্ধাশনে,
আজি হতে অনশন' ব্রত করিনু ধারণ।
শুনহ কারণ,
রণক্লান্তি আসিবে যখন
হবে তব মনে,
মাতা মোর আছে অনশনে
রণজয় বার্ত্তা আশে,
আসিবে দ্বিগুণ বল বাহুতে তোমার।

শিবাজী। মা গো! ধন্য আমি,
তব গর্ভে লভিয়া জনম;
ভারতের হিন্দুগৃহে বিরাজিবে যবে,

তব সমা আদর্শা জননী,
হাসিমুখে সন্তানের করে
তুলি দিবে করাল কৃপাণ,
রণস্থলে সন্তানের ছিন্নমুণ্ড হেরি,
গণ্ডবহি বহে যাবে আনন্দাশ্রু ধারা,
সেই দিন হইবে ভারতে,
বিধর্ম্মীর দাসত্ব মোচন।
সই! শিক্ষা কর মাতার নিকট,
ক্ষত্রিয়বালার কর্ত্তব্য পুত্রের প্রতি।
ধরিয়াছ গর্ভে তুমি ক্ষত্রিয় নন্দন,
নয়নের আনন্দ বর্দ্ধন,
শম্ভাজী সন্তান তব,
তার প্রথম শিক্ষার ভার
ন্যস্ত তব করে,
ভারতের ভবিষ্যৎ আশার আলোক,
ক্ষীণজ্যোতি নাহি হয় যেন।

সই। দেব, আজ্ঞা তব শিরোধার্য্য মম;
শম্ভা সিংহের নন্দন,
সিংহ শিশু সম পালিব তাহারে,
বীরত্বকাহিনীপূর্ণ পুরাণের কথা,
পড়াইব, শুনাইব তায়,
গ্রীষ্মে সূর্য্য করে—শীতে নগ্ন গাত্রে,
নগ্নপদে, পর্ব্বত উপরি
তারে করাব ভ্রমণ;

ক্রীড়া—মল্লযুদ্ধ,
ক্রীড়নক—ভল্ল, তরবারি,
শয্যা—অশ্বপৃষ্ঠ হইবে তাহার ;
আত্মত্যাগ মহামন্ত্রে
প্রণোদিত করিব শম্ভারে,
শ্রীচরণে অঙ্গীকার এই মম।

জিজি। বীরাঙ্গনা! এই তব উপযুক্ত বাণী।
বৎস। তানাজি প্রভৃতি সহকারীগণ
ভগ্নোদ্যম নহে কেহ?

শিবাজী। পূর্ণোদ্যম সবে ভবানী কৃপায়,
রহিয়াছে দুর্গ দ্বারে মম প্রতীক্ষায়,
আসিয়াছি আমি,
পদধূলি ধরি শিরে লইতে বিদায়।

জিজি। চল ভবানী মন্দিরে,
বিজয়সিন্দুরটীকা করিবে ধারণ।

[সকলের প্রস্থান।

—•—

তৃতীয় দৃশ্য।

পুনা—বিলাস কক্ষ।

সায়েস্তা খাঁ, নর্ত্তকীগণ ও ওমরাহগণ।

নর্ত্তকীগণ।

(গীত)

তোমার শুকনো ফুলের ভালবাসা।
মিছে তোমার আশার আশে,
সার হলো মোর পথে বসা॥
ভেবেছিনু মালা গেঁথে,
রা খব তোমায় হৃদয়েতে,
সে আশা ফুরিয়ে গেছে,
যায় নি তবু আশার নেশা॥

সায়েস্তা। আজ গান তেমন জ'মছে না কেন বল দেখি?

১ম ওম। জ'মবে কি হুজুর? প্রাণটার ভিতর সকলেরই কেমন একটা ছমছমানি রয়েছে কি না, তাই গান বাজনা কেমন কেমন লাগছে।

সায়েস্তা। ছমছমানি আবার কিসের?

১ম ওম। তা আমার কথা বিশ্বাস করুন আর না করুন, আমার প্রাণে লেগেছে তাই হুজুরের কাছে নিবেদন করেছি। মারাঠাদের সাদির মিছিল যখন যায়, তখন আমি নবাব বাটীর ফটকে দাঁড়িয়ে; বরযাত্রগুলো যে রকম করে প্রাসাদের দিকে চাইতে চাইতে

গেল তা আর কি ব'লব? সে চাউনি দেখে আমার প্রাণটা যেন কেঁপে গেল।

২য় ওম। আরে রেখে দাও তোমার চাউনি। ছ্যা ছ্যা, তুমি কি হে? এমন কাপুরুষ ত কখন দেখি নি।

১ম ওম। হ্যাঁ ভাই—তা' কি ক'রব বল? যখনই আমি পাহাড়ের উপর ওই সিংহগড় দুর্গটার দিকে চাই, আমার প্রাণটা যেন চমকে উঠে। শিবাজী যে কৌশলী, কবে যে কি করে ব'সবে তা'র ত ঠিক নেই। শুনেছি যে সে যাদু জানে।

২য় ওম। আরে রেখে দাও তোমার যাদু! পীরের কাছে আবার মামদোবাজী! নবাব-উল-মুলুক সায়েস্তাখাঁর কাছে আবার কৌশল! হুজুর সে দিক ঠিক ক'রে দিয়েছেন। বিনা হুকুমে একজন মহারাষ্ট্রও নগরের বাইরে থেকে ভিতরে আসতে পা'রবে না।

সায়েস্তা। আজ রাত্রে যে বিবাহের মিছিল দেখে তুমি ডরিয়ে উঠেছিলে, সে বিবাহের জন্য ছাড়াচিঠি নিতে কাল একটা বুড়ো বামুন এসেছিল দেখেছ ত? বামুনটা যেন নেলাক্ষেপা গোছ। আমিও কথায় কথায় তার কাছ থেকে শিবাজীর গতিবিধি সম্বন্ধে অনেক তথ্য জেনে নিলাম। তা'র পর মাত্র পঁচিশটী বরযাত্র, আর জন কতক বাদ্যকারের ছাড়চিঠি দিলাম।

১ম ওম। বান্দার গোস্তাকি মাফ হয়—কিন্তু ও বুড়ো বামুনটাকে হুজুর যত বোকা ঠাউরেছেন, ও তা' নয়। আমার বিশ্বাস ও শিবাজীর কোন গুপ্তচর।

সায়েস্তা। তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

২য় ওম। একদম হুজুর—একদম। ওকে হকিম বন্দোবস্ত করে দিন।

১ম ওম। যখন আপনি শিবাজীকে কটু বলেন, তখন তা'র দীপ্তোজ্জ্বল নয়নের কটাক্ষ দেখেছিলেন কি? যখন আপনি হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা করেন, তখন তা'র ললাটের শিরা দেশের স্ফীতি লক্ষ্য করেছিলেন কি? যখন আপনি মহারাষ্ট্রীয় জাতিকে অযথা গালাগালি দেন, তখন তা'র নীরবে দন্তে দন্তে সংঘর্ষণ দেখেছিলেন কি? যদি দে'খতেন, তা'হ'লে আমার ন্যায় আপনারও বিশ্বাস হ'ত যে, সে ব্যক্তি সামান্য ব্রাহ্মণ নয়, শিবাজীর কোন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী। এ বিবাহের ছাড়চিঠি সংগ্রহের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন গুপ্ত রহস্য লুক্কায়িত আছে।

২য় ওম। হুজুর, এর উপর নিশ্চয়ই সয়তানের দৃষ্টি পড়েছে। মোল্লাদের দিয়ে এর গলায় একখানা কবজ বাঁধিয়ে দিন।

সায়েস্তা। আচ্ছা তাই যদি হয়, তোমার চখের সামনে দিয়ে ত মিছিল চলে গেল, আবার তুমি তর্ক কর? সায়েস্তা খাঁ কি বালক যে, কোন সন্দেহের কারণ থা'কলে সে নিশ্চিন্ত থাকে? তোমার সন্দেহের কারণ আমাকে জানা'বার পর আমারও মনটা কেমন হয়, আমি স্বয়ং সকলের অলক্ষ্যে মিছিল দেখেছি। যে ক'টী লোকের ছাড় চিঠি আমি দিয়েছি, তার অধিক একটীও লোক যায় নি, আর তাদের ব্যবহারেও কোন প্রকার সন্দেহের

উদ্রেক হয় নি। যাক, এখন ও সব কথা ছেড়ে দাও, একটু আমোদ কর। সিরাজি দেও, সকলে স্ফূর্ত্তি কর।

নর্ত্তকীগণের গীত।

ঢাল আরও ঢাল—আরও ঢাল।
বিলাস বাসরে মধুর মদিরা বড় ভাল—বড় ভাল।
আমরা কুসুম হয়ে ফুটে রই,
ভ্রমর হয়ে আবার তখন চুবি ক'রে মধু খাই,
মলয় সনে মিলিয়ে গিযে অঁাধারে দিই আলো—দিই আলো।

২য় ওম। কেয়া বড়িয়া—কেয়া বড়িয়া!

১ম ওম। হুজুর, মহারাজ যশোবন্ত সিংহ সমস্ত রাজপুত সেনা লয়ে গতপরশ্ব কোথায় গেলেন?

২য় ওম। আরে তুমি বড় দিকদারি করে তু'ললে যে হে! যেই একটু আমোদ আহ্লাদের কথা হচ্ছে, আর তুমি অমনি ভেনোর ভেনোর ক'রতে সুরু ক'রলে?

সায়েস্তা। বিজাপুরের বিদ্রোহীগণ যা'তে এই পার্ব্বত্য দস্যুদের সহিত যোগদান ক'রতে না পারে,সে ভার আমি যশোবন্তের হস্তে দিয়েছি। তাই তিনি সে পথ রোধ ক'রবার জন্য সসৈন্যে পুনা ত্যাগ করেছেন। আমাদিগের দুর্গে এক্ষণে যে পঞ্চ সহস্র সৈন্য আছে তাই যথেষ্ট।

১ম ওম। হুজুর, বান্দার আর একটী নিবেদন এই যে, অদ্য রাত্রি নৃত্যগীতে অতিবাহিত না ক'রে, একটু সতর্ক থা'কলে বোধ হয় ভাল হয়।

২য় ওম। তোমার সক হয় তুমি দেউড়ীতে ব'সে সতর্ক হ'য়ে থাক গে। ভ্যালা পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে

যা'হোক! রাজপুরী সশস্ত্র প্রহরী বেষ্টিত, অভেদ্য দুর্গ মধ্যে যমের কিঙ্করসম মোগলসৈনিক,এর উপর আবার কি সতর্ক হবে রে বাপু? এস ত-বিবিজানেরা, সব এক এক পাত্র টেনে নাও ত।

১ম ওম। স্থির হও, শিবাজীকে আমি খুব ভালরূপ.জানি। এই মুহূর্ত্তে যদি শিবাজী এই গৃহে উপস্থিত হয়, তবুও আমি বিস্মিত হই না।

সায়েস্তা। তোমার কথা সত্য হ'লে আমি বড়ই প্রীত হই। তা'হলে এত কষ্ট, এত যুদ্ধ, এত রক্তস্রোত সমস্তই নিবারিত হয়। বিনা কষ্টে তা'হলে পর্ব্বতমূষিককে আবদ্ধ করে দিল্লীতে প্রেরণ করি। খোদা তোমার কথাই যেন পূর্ণ করেন।

(সহসা শিবাজী, তানাজী, নেতাজী, অন্নজী সদাশ্বব প্রভৃতির প্রবেশ।)

শিবাজী। সায়েস্তা খাঁ! খোদা তোমাদের ইচ্ছাই পূর্ণ করেছেন। পর্ব্বতমূষিক তোমার সম্মুখে, সাধ্য হয় তাহাকে বন্দী কর।

২য় ওম। এঁ্যা—এঁ্যা—এঁ্যা—

(স্ত্রীলোকগণের আর্ত্তনাদ)

শিবাজী। তোমাদের কোন ভয় নাই। স্ত্রীলোক মাত্রেই আমাদের জননী, তোমরা এ গৃহ হ'তে প্রস্থান কর।

[স্ত্রীলোকগণের প্রস্থান।

সায়েস্তা। তুমি কি রূপে এখানে এলে ?

শিবাজী। সে জবাবদিহি ক'রবার কোন প্রয়োজন দেখি না নবাব! তুমি আমার বন্দী।

সায়েস্তা। প্রাণ থাকতে নয়।

১ম ওম। তুমিই না সেই ব্রাহ্মণ?

সদা। জনাব! হুজুর! আমিই ছাড় চিঠি নিতে এসেছিলেম। গোলামের প্রতি কি আদেশ?

শিবাজী। তানাজী! সায়েস্তাখাঁকে বন্দী কর।

(সকলের পরস্পর যুদ্ধ বেগে আবদুল ফতে খাঁ ও কয়েক জন প্রহরীর প্রবেশ।)

আব। দস্যু! কাফের! আজ তোকে উচিত মত শিক্ষা দিব। (শিবাজীকে আক্রমণ)

শিবাজী। নবাবপুত্র! কুক্ষণে তুমি শিবাজীর পথে পড়েছ? শিবাজী, শত্রুর এইরূপে উচ্ছেদ সাধন করে।

(আবদুল ফতে খাঁকে আঘাত, তাহার মৃত্যু।)

১ম ওম। জনাব! জনাব! পারেন ত এখনও পলায়ন করুন, নতুবা মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

(সায়েস্তাখাঁর গবাক্ষ মধ্য দিয়া পলায়ন, সদাসুখের তাহার হস্তে আঘাত।)

সদা। আহা হা! শুধু তিনটী অঙ্গুলি রেখে গেল। আর কিছু পারলুম না।

শিবাজী। রাজপুরী অধিকৃত হয়েছে। তানাজী সঙ্কেত কর।

(তানাজীর বন্দুকের আওয়াজ করণ, দূরে অগ্নি প্রজ্বলিত হওন ও সদাসুখের প্রস্থান।)

তানাজী। ওই দেখুন, অগ্নি প্রজ্জলিত হয়েছে। পাঁচশত বন্দী-বর্দ্দের শৃঙ্গে সহস্র মশাল একত্রে প্রজ্জলিত হয়েছে।

অগ্নি দর্শনে বলীবর্দ্দগণ চারিদিকে অরণ্য মধ্যে ধাবিত হচ্চে। ওই দেখুন, মোগল সৈন্য দুর্গ পরিত্যাগ ক'রে, নগরদ্বার অরক্ষিত রেখে, বলীবর্দ্দপশ্চাতে ধাবিত হ'ল।

নেতাজী। ছত্রপতি যা ভেবেছিলেন ঠিক তাই হ'ল। মোগল ভেবেছে যে মহারাষ্ট্রীয়গণ নগরলুণ্ঠন ক'রে পলায়ন করছে, তাই আলোক দর্শনে ভ্রমক্রমে তারা বলীবর্দ্দের পশ্চাতে ধাবিত হ'ল।

শিবাজী। তানাজী! দ্বিতীয় সঙ্কেত কর।

(তানাজীর পুনর্ব্বায় বন্দুকের আওয়াজকরণ।)

অন্নজী। ওই যে—ওই যে—মবলা সৈনিকগণ দলে দলে নগর মধ্যে প্রবেশ ক'রছে।

শিবাজী। নেতাজী! শীঘ্র যাও, নগর দ্বার রোধ কর।

[নেতাজীর প্রস্থান।

যাও অন্নজী, মোগল সৈন্য প্রত্যাবর্ত্তন ক'রলে, তা'দের কামানেই তা'দের সম্বর্দ্ধনা ক'র।

সকলে। হর হর শঙ্কর মুরারে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

—ঃ০ঃ—

মোগলশিবিরসন্নিহিত বনপথ।

সদাসুখ।

সদা। সাধে বলি, গোয়েন্দাগিরির মাত্রাটা কিঞ্চিৎ বা'ড়ল। এই দেখ না, ব্যাঙ্কোবিহারী আমার রাত দুপুরে কোথায় উধাও হয়েছেন, কেউ ব'লতে পা'রলে না। পাছে ঘোড়ার খুরের দাগ দেখে ধরা যায়, তাই পদব্রজেই রওনা। এই রাত্রে মশায়, আলো নিয়ে পাদুকার ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন ধরে ধরে, এতদুর পর্য্যন্ত এসে পৌছনা গেছে; আর ত কিছু দেখা যায় না। প্রভু কি এখান থেকে হাতে হেঁটে গেছেন না কি? আচ্ছা. শিবাজী আর ব্যাঙ্কোজী ত এক পিতার ঔরস-জাত, তবে তাঁ'র স্বভাবই এত উন্নত, আর এ বেটার চরিত্র এত নীচ কেন? আর কেন—মাতৃকুলের দোষে। মহর্ষি বিশ্বশ্রবার পুত্র দশানন, নিকষার গর্ভসম্ভূত বলে রাক্ষসী প্রবৃত্তি পেয়েছিল। অদূরে ত মোগলশিবির, বেটা নিঘ্‌ঘাত এইখানে এসে জমেছে; বিশ্বাসঘাতকতা করে সব গুপ্তসংবাদ দিতে এসেছে। আর ব'ললে ত শিবাজী শু'নবেন না; বলেন, হাজার হোক. ভাই,ওকি বিশ্বাসহন্তা হ'তে পারে! আরে বাপু, তা যদি না পা'রবে, ত নিজের শাসনবিভাগ ছেড়ে, বিনা

আহ্বানে, এই ডামাডোলের সময়, এখানে এসে হাজির কেন? আর বেটার ছমছমে চাউনিতেই মেরে রেখেছে। বাবা, যত ঢাকবার চেষ্টা কর্‌না কেন, প্রাণে পাপের আঁচড় লা'গলেই, তোমার চ'খ সব ব'লে দেবে। কে বাবা বিটকেল চেহারা রাত দুপুরে? বোধ হয়, মোগলশিবিরের কোন লোক পোকা মাকড় ধ'রতে বেরিয়েছেন আর কি? লুকান হবে না, সন্দেহ ক'রবে।

(জনৈক মোগলসৈনিকের প্রবেশ।)

সৈনিক। কে তুমি?

সদা। বেচারা রাইয়ত।

সৈনিক। এখানে এত রাত্রে দরকার কি?

সদা। আহা বাবা, সে কথা আর কি ব'লব? আমার একটী কইলে বাছুর হারিয়েছে। সন্ধ্যার পর থেকে খুঁজতে খুঁজতে, খুরের দাগ ধরে বাবা এত দূর এসে পড়েছি; বোধ হয় তোমাদের শিবিরেই গেছে। দোহাই তোমার জনাব, সেটীতে আর কাবাব তৈয়ের ক'র না। বুধী আমার এতক্ষণ হম্বা হম্বা রব ক'রছে।

সৈনিক। তুমি বক্ বক্ করে অস্থির হয়ে প'ড়লে যে হে!

সদা। স্থির থা'কতে আর পারছি কই, হুজুর! প্রাণটার ভেতর যেন খামচে খামচে ধ'রছে। তা ধর্ম্মাবতারের আমার দয়ার শরীর; যদি সমস্তটা ফিরিয়ে না দাও, অন্ততঃ মুণ্ডটি ফিরিয়ে দিতে হ'বে। তা' হ'লে বৎসহারা

গাভীটিকে পানিয়ে নিতে পা'রব, না-হলে বাবা বু'ঝতে পার'ছ ত, আফিংখোর লোক দুধ অভাবে মারা যাব।

সৈনিক। (স্বগতঃ) এ বেটা পাগল না কি! না, ভাল গতিক নয়, শিবিরে নিয়ে যেতে হ'বে। আমার বোধ হয়, চর। (প্রকাশ্যে) ঠিক বল, কি জন্যে এখানে দাঁড়িয়ে ছিলে?

সদা। কেন বাবা, কোরাণ ছুঁয়ে ব'লতে হবে না কি? তোমাদের উপরওয়ালা বাদশার দিব্য, সব সত্য বলেছি। তবে কি রঙের বাছুর সেটি বলা হয় নি।

সৈনিক। ও সব নেকাপনা রাখ, তোমায় মোগলশিবিরে যেতে হ'বে।

সদা। কেন বাবা—এত কৃপা কেন? আজ কাল কি হুজরদের ভগবতীতে শানে না, তাই নরমাংস ধরেছেন? তা এ পাকা মাংস ত বড় জুতকর হ'বে না।

সৈনিক। তবে রে পাজী, চল্! (হস্তধারণ)

সদা। আহা হা, ছেড়ে দাও না, বন্ধু! তুমি রহস্য বোঝ না? দিল্লীর দরবারে থাক, আর রসিকতা বু'ঝতে পার না? আমার কঠিন কর ধ'রে তোমার কোমল অঙ্গে ব্যথা লা'গবে যে।

সৈনিক। তোর পাগলামোর নিকিছু করেছে, চল্।

[সদাসুখকে লইয়া প্রস্থান।

(ব্যাঙ্কোজীর প্রবেশ।)

ব্যাঙ্কো। ও কে, সদাসুখ না? টানাটানি করে কাকে? দিই বেটাকে ধরিয়ে, আপদ চুকে যা'ক্। না—ও বেটা

যে চতুর, কোন কৌশলে নিশ্চয় মুক্তিলাভ ক'রবে; আর ফিরে এসে যদি আমার কথা সকলকে ব'লে দেয়, তবেই ত মুস্কিল। বেটা এত রাত্রে এখানে কি ক'রতে এসেছিল? আমার সন্ধানে আসে নি ত? ও বাবা, একটা মোগল সৈনিককে বেধে আ'নছে যে! ভাগগিস্ বেটার মুখ শুদ্ধ বেঁধেছে, নইলে ত এখনই ভুর ভেঙ্গে দিত।

(রজ্জুবদ্ধ সৈনিককে লইয়া সদাসুখের প্রবেশ।)

সদা। এস, এস, হৃদয়েশ্বর! অধিনার প্রতি আজ কেন এ ছলনা? এই যে কিছু পূর্ব্বেই আপনি আমার পাণিগ্রহণ করেছেন। তবে এখন গররাজি হলে করি কি?

সৈনিক। গোঁ—গোঁ—গোঁ—

সদা। বদ আওয়াজ মার কেন নাথ? আমি তোমায় প্রেম-ডুরিতে বেধেছি; সে বাধন কা'টবার চেষ্টা বৃথা। যদি তোমার মনে এই ছিল, তবে কেন আমার পাণি-পীড়ন ক'রলে? এখন কুলমান মজায়ে আমায় অকূলে ভাসাতে চাও? এস, চলে এস।

ব্যাঙ্কো। একি! সদাসুখ ব্যাপার কি? তুমি হঠাৎ এখানে যে?

সদা। এ কেও! সখিরে, একবার হাত লাগাও! প্রাণেশ্বর বড় বাড়াবাড়ি ক'রছেন, প্রেমডুরিতে বেজায় টানাটানি ক'রছেন।

ঙ্কো। সদাসুখ, ব্যাপারখানা কি খুলে বল না?

সদা। নাথের আমার সখীকেই পছন্দ হয়েছে, কত রকমই চক্ষু ঠে'রছেন! মশায় ভাগগিস্ এসে পড়লেন, নৈলে ধরে নিয়ে গিয়ে কোতল করেছিল আর কি! সে যা হোক, এখন মোগলশিবিরে গিয়ে কিছু সুবিধা ক'রতে পা'রলেন কি? সত্য ব'লতে কি, আপনি এত দিন এসে না প'ড়লে, রাজ্যের সর্ব্বনাশ হয়েছিল আর কি!

ব্যাঙ্কো। (স্বগতঃ) লোকটার কাছে সব গোপন করা হ'বে না, তা হলে সন্দেহ ক'রবে। (প্রকাশ্যে) বাদশাহের অপমান, তাঁর অনুমতি না পেলে সন্ধির প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারে না। তুমি এত রাত্রে শত্রুশিবিরের সন্নিকটে এসে ভাল কর নি।

সদা। মশাই গো, সাধে এসেছি? রোগের ঝোঁকে এসে পড়েছি; না হলে এত কাহিল কেন? নিশিতে ডাকে শোনেন নি? ঘুমের ঘোরে উঠে বেড়ান, আমার একটা রোগ। আজ ত তবু বনের ধারে এসে পড়েছি। একদিন আস্তে আস্তে বেরিয়ে গিয়ে পথ ভুলে তাল গাছে উঠে পড়েছিলুম।

ব্যাঙ্কো। বটে, বটে! তা'র পর?

সদা। তা'র পর আর কি? সেই গাছে এক শকুনিদম্পতীর গৃহস্থালী। বাটীর কর্ত্তাটী মনে ক'রলেন, পু'ষব বলে তাঁর সুঠাম বাচ্ছাগুলি পা'ড়তে এসেছি; অমনি শান দেওয়া ঠোঁটে ঠোকরাতে সুরু ক'রলেন। দু এক ঘা খেয়েই নিদ্রাভঙ্গ; চেয়ে দেখি, তালগাছের উপর। আজকেও সেই দশা; ঘুমের ঘোরে উঠে এসে বনে;

ধারে কানামাছির মত ঘুরপাক খাচ্ছি, এমন সময় সৈনিকপুঙ্গবের কোমল করমর্দ্দনে নিদ্রাভঙ্গ। মনে ক'রলুম, বেটা জবাই ক'রবার জন্যে বাড়ি থেকে সিঁধ মেরে আমাকে চুরি ক'রে আনছে। এমন সময় দেখি, বাদশার জাত আমার পাণিপীড়ন করেছেন। প্রাণেশ্বর, হেঁচকা মের না।

ব্যাঙ্কো। হাঃ হাঃ হাঃ, চল, এখন যাওয়া যাক।

সদা। আপনি এসে পড়ে আমায় সীতাউদ্ধার গোছ উদ্ধার না ক'রলে গিয়েছিলুম আর কি! আপনার ঘোড়া কোথা?

ব্যাঙ্কো। না ঘোড়া আনি নি, পদব্রজেই এসেছি।

সদা। কেন, আপনার পিয়ারের ঘোড়াটী কি আসন্নপ্রসবা?

ব্যাঙ্কো। পাছে অশ্বের পদশব্দে, নিদ্রিত নাগরিকগণের নিদ্রাভঙ্গ হয়, সেই আশঙ্কায় অশ্ব ত্যাগ ক'রে এলুম।

সদা। বাঃ বাঃ বাঃ, কি চমৎকার! শিবাজী প্রভু দয়ালু বটেন, কিন্তু আপনার কাছে দাঁড়াতেই পারেন না। (স্বগতঃ) এমনি দু' একটী দয়ালু দেখা দিলেই, দয়ার বাজারটা কিছু মহার্ঘ হয়ে প'ড়বে। (প্রকাশ্যে) প্রাণনাথ! আর মায়া বাড়িও না, চলে এস।

[সকলের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য।

—o—

চাকানদুর্গমধ্যস্থ উদ্যান।

রোশিনারা।

গীত।

তুলিয়ে বিষাদ লহরী,
লাজ ভয়ে মাখা একটী কমল, ভাসিছে আপনা পাশরি।
যদি খোঁজ তুমি উহার প্রাণ,
দেখিবে কোরকে কীটের স্থান,
নীরবে দংশন সহিছে কেমন, নাহি জানে কোন চাতুরী।
জড় সড় ভাবে চাহিয়ে রয়,
শুধাইলে কোন কথা না কয়,
অকূলে ভাসিছে কি যেন ভাবিছে গনি মাব রূপ মাধুরী।

(শিবাজীর প্রবেশ।)

শিবাজী। ধীরে—ধীরে বহ মলয়মারুত,
আর(ও) সুধা ঢাল সুধাকর ;
প্রকৃতি সুন্দরি !
যত পার বিলাও মাধুরী ;
কনক প্রতিমা আজি ছড়াতে সুষমা
উদয় উদ্যানে মোর।
ঘুমে মোর নাহি কি চেতনা ?
একি স্বপনছলনা ?

কিম্বা হেরি প্রকৃত ঘটনা ?
এত রূপ ধরে একাধারে ?
কমলার মত কঠিন হইয়ে,
রূপ কি লুকায়ে ছিল মোগল আলয়ে ?
এই কি সে রোশিনারা দিল্লীর দুহিতা ?.

রোশি। কে তুমি গা, বৃক্ষ অন্তরালে ?
কোথা আমি—কে হরেছে মোরে ?
তুমি বুঝি দস্যুপতি ?
অর্থলোভে ধরেছ আমায় ?
বাদশাহবালা আমি ;
পাঠাইয়া দাও মোরে পিতৃসন্নিধানে,
আশাতীত পুরস্কার মিলিবে নিশ্চয়।

শিবাজী। অর্থ সাধ নাহিক সাজাদি !

রোশি। তবে কেন হরিলে আমায় ?
জান না কি ভস্ম হবে সম্রাটের কোপে ?
প্রাণে তব নাহি ডর কপট কাফের ?

শিবাজী। মাতার কৃপায় মরণে না ডরি,
মৃত্যু মোর চিরসহচর ;
জেনে শুনে কালসর্প ধরে যেই জন,
সে কি কভু ভীত হয় দংশনে তাহার ?

রোশি। বুঝিতে না পারি তব আচরণ।
যত দিন আসিয়াছি হেথা,
শুধায়েছি কত লোকে,
"কোথা আমি, কে হরেছে মোরে" ?

না করে উত্তর কেহ, মৌনভাবে রয়।
হেরি তব বীরবপু, উন্নত ললাট,
হাসিমাখাপ্রশান্তবদন,
কৃপা কর সংশয়ে রেখ না আর,
মৃত্যু ভাল সংশয় হইতে।

শিবাজী। শুন সুলোচনা, নাহিক ভাবনা,
আছ তুমি শিবাজী সকাশে।

রোশি। শিবাজী সকাশে!
শুনিয়াছি, দস্যু সেই পার্ব্বত্য কাফের,
দস্যুকরকবলিতা আমি!

শিবাজী। ক্ষতি কিবা তায়, নাহি কোন ভয়,
জানে দস্যু রমণীর রাখিতে সম্মান।

রোশি। নাহি জানি ভয় সে কেমন।
বিজনবিপিনে সিংহিনী যেমন,
শুনে যদি মেঘের গর্জ্জন,
ভীতা নাহি হয় কদাচন,
ঘৃণাভরে বিস্ফারিত করে দুনয়ন;
সেই মত তৈমুরকামিনী,
কভু নাহি শুনি,
ভীতা হয় কাফেরের পাশে।

শিবাজী। সাজাদীর উপযুক্ত বাণী।
শুন সুকেশিনি, হরণকাহিনী;
সন্ধিলালসায় প্রতিভূআশায়,
আনীতা সাজাদী আজি কঙ্কণপ্রদেশে।

কিন্তু হেরি তব বিরসবদন,
কে আছে এমন,
রুদ্ধ করি রাখিবে তোমারে ?
নন্দনকাননজাত কোমল কুসুম,
শোভে কি গো এ মহামণ্ডলে ?
সরসীর নীর ছাড়ি কমলকলিকা,
কবে ফোটে বন্ধুর পর্ব্বতে ?
ক্ষমা কর সুহাসিনি !
কিছু দিন রহ এই দরিদ্রকুটীরে,
সত্বরে যাইবে তুমি আপন প্রাসাদে।

রোশি। বীরবর !
কিরূপে জানাব বল কৃতজ্ঞতা মোর ?
সমাচার প্রেরিও প্রভুরে তব,
রোশিনারা ঋণী তাঁর পাশে !
বাসনা আমার,
নিজমুখে ধন্যবাদ প্রদানি তাঁহায়।

শিবাজী। কি ফল লভিবে বল,
দস্যুসনে করিয়ে সাক্ষাৎ ?

রোশি। আর লজ্জা দিও না আমায়।
জনশ্রুতিকুজ্ঝটিকা,
আবরি রাখিয়াছিল শিবাজী রাজেরে ;
তরুণ তপনসম আপন নয়ন,
প্রকাশ করিয়া দিল বিচিত্র বরণে।
বল বল, কোথা সেই শিবাজী ভূপাল ?

শিবাজী। বাদসাহ বালা!
সম্মুখে নেহার তব সেই দস্যুপতি!

রোশি। নরমণি! হেন বাণী না সাজে তোমায়।

শিবাজী। আছে কার্য্য সাজাদি সুন্দরি!
অপরাধ লয়ো না আমার,
দেখা দিব সত্বরে আবার।

[প্রস্থান।

রোশি। চলে গেলে! কেন গেলে চলে?
রহিলে না আর কিছুক্ষণ?
কার্য্য ফেলি কেন বা রহিবে?
যাক্ চলে যথা ইচ্ছা হয়,
কিবা আসে যায় তাহে রোশিনা তোমার?
কিবা আসে যায়?
প্রাণ যেন শূন্য বোধ হয়।
একি ভাব অন্তরে আমার?
কেন প্রাণ হতেছে চঞ্চল?
যেন কিছু ভাল নাহি লাগে।
কি জানি কি যেন মনে হয়!
সরম মরমে পশি কহে চুপি চুপি,
"রোশিনারা! আর তোর নাহি সেই দিন,
দর্প তব চূর্ণ হয়ে গেল।"
যেন আমি আব নহি ত আমার,
নূতন অবনী এই নূতন সংসার।

সহসা অন্তরে মোর কি হ'ল অভাব ?
কার প্রতিবিম্ব পড়ে হৃদয়দর্পণে ?
এ কি জ্বালা ঘুচিলে ঘুচে না !
চাহি না এ নবভাব, নূতনজীবন,
দয়া করে কে দিবে গো ফিরে,
পুরাতন চিরপরিচিত,
ক্ষুদ্র সেই আমিত্ব আমার ?

(সইপাইএর প্রবেশ।)

সই। একি ভঙ্গি ! চঞ্চল নয়ন কেন ?
আনত বদনে কেন হেরি উদ্বেগের ছায়া ?
দস্যুপতি কটু কিছু বলেছে তোমায় ?

রোশি। বোন্ ! বোন্ ! ক্ষম অপরাধ,
না জানিয়ে কটুবাণী বলেছি তোমায় ;
দেব তুল্য পতিরে তোমার,
কহেছি অযথা কথা।
ভাগ্যবতী তুই বোন্ এ মর জগতে,
হেন বীর পাত্র পতি।

সই। ক্ষমা ভিক্ষা কার কাছে মাগ সাহাজাদি ?
আমরাই দোষী তব পাশে,
কত কষ্ট দিয়েছি তোমায়,
অনিচ্ছায় এনে তোমা কঙ্কন প্রদেশে।
আতিথ্য সৎকারে যদি তুষ্ট তুমি হও,
ভাগ্য বলি মানিব আমার।

রোশি। মুখে মোর না সরে বচন।
কিন্তু যবনীর আশীষ বচনে,
যদি তুমি ঘৃণা নাহি কর,
তবে অন্তরের অন্তঃস্থল হ'তে,
শুধু এই মাত্র বলি,
আজীবন হ'ও সুখী, দেবপতি সনে।

সই। শির পাতি লইলাম আশীষ বচন ;
কিন্তু বোন্ কর আশীর্ব্বাদ,
যেই ব্রতে ব্রতী মোরা আজ,
সেই ব্রত করিতে সাধন,
জনে জনে মহারাষ্ট্র,
অকাতরে হৃদয় শোণিতে,
পারে যেন করিবারে দেবতা তর্পণ।

রোশি। ধন্যা, ধন্যা তুই, বীরনারি!
হেন আত্মত্যাগ, হেন জ্বলন্ত উৎসাহ,
যেই দেশ নারীহৃদে ধরে,
অধীনতা লৌহের শৃঙ্খল,
আর কভু সে কি পরে ?

সই। চল বোন্—দেখি গিয়ে,
কি সুন্দর খেলা করে,
প্রপাত বারির সনে,
অস্তগামী সূর্য্যের কিরণ।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—০—

শিবিরাভ্যন্তরস্থ কক্ষ।

আরাংজেব।

আরাং। হায়! হায়! কিবা অপমান!
টুটিল সম্মান,
কুলের কুনাম রটিল চৌদিকে।
কি লজ্জার কথা! তৈমুরদুহিতা
বন্দিনী কাফের করে!
মৃত্যু কেন না হ'ল আমার?
নিদ্রিত কি যশোবন্ত?
মৃত কি সায়েস্তার্খাঁ?
তা না হলে সাজাদীরে
রক্ষিতে নারিল তা'রা দস্যুকর হ'তে?
প্রাণাধিকা তনয়া আমার,
না জানি কতই ক্লেশ হতেছে তোমার!
কেন আমি দিলাম সম্মতি,
দাক্ষিণাত্যে আসিতে তোমায়?
ইয়া আল্লা ধরি পায় ক'র না ছলনা,
সম্রাট্ আলমগীর করিছে প্রার্থনা,
উজ্জ্বল বদনে তা'র কালিমা দিও না।

(দানেশমন্দের প্রবেশ)

দানেশ। কি কারণে দাসে প্রভো করেছ স্মরণ ?

আরাং। আছে প্রয়োজন !
শুনেছ দানেশমন্দ,
সিংহশিশু হয়েছে শৃগাল ?
সেনাপতিদ্বয় মোর বীর অবতার,
একি ব্যবহার ! ঘৃণায় মরিয়া যাই।
অকর্ম্মণ্যদ্বয়ে মোর জানাও আদেশ,
কায নাই মিছা আর বীরত্ব ফলা'য়ে,
মিরজারাজ জয়সিংহে দিযে কার্য্যভার,
করে যেন স্বস্থানে প্রস্থান।

দানেশ। বীরশ্রেষ্ঠ অম্বরঅধীপ,
বিদ্যাবুদ্ধিশৌর্য্যে, নাহি দ্বিতীয় তাহার।

আরাং। আফ্গান দীলেরখাঁন পাঠাও বারতা,
জয়সিংহসাথে যেন,
মহারাষ্ট্রে করে সে গমন।

দানেশ। জাঁহাপনা ! ক্ষম অপরাধ,
কিন্তু প্রভু একজনে দেহ কার্য্যভার,
তা' না হ'লে কার্য্য কভু সুসিদ্ধ হবে না।

আরাং। বোঝ না দানেশমন্দ,
লেখনী ধরিয়ে সারা জীবন যাপিলে,
কি বুঝিবে রাজনীতিকথা ?
বলবান্ সেনাপতিদ্বয়,

এক হিন্দু, অন্য মুসলমান,
জেন কভু তাহাদের মিলন হ'বে না।
দুর দেশে রহিলে একক,
শত্রু সনে করি যোগাযোগ,
বিদ্রোহী হইতে পারে।
জয়সিংহ সেনানীপ্রধান,
প্রতিক্ষণে ভাবি মনে হ'বে রাজদ্রোহী।
পুত্র রামসিংহে তা'র,
নিজপাশে রেখে দিব প্রতিভূ সমান।

দানেশ। অবিশ্বাস কালসর্পে
কেন প্রভো হৃদে দেহ স্থান?
উগারিয়ে কালকূট
জর জর করিবে পরাণ;
নাহি মিত্র বিশ্বাস সমান।

আরাং। বাতুল হয়েছ, কবিবর!
হেন বাণী সে হেতু তোমার।
কবিতায় শোভে ভাল প্রলাপ বচন,
নীরস এ কর্ম্মক্ষেত্রে সম্ভবে না কভু।
দুনিয়ায় বিশ্বাস না হয়,
শ্মশ্রু যদি মনোভাব অবগত হয়,
একে একে উৎপাটিত করিব তাহায়।

দানেশ। (স্বগতঃ) জগতের রীতি চমৎকার!
আত্মবৎ ভাবে লোক চরিত্র সবার।
যেমন যকৃৎদুষ্টজন

সকল পদার্থ হেবে হবিদ্রা বরণ ;
কিম্বা যথা ইক্ষুরস
তিক্ত লাগে পিত্তাধিক্যবশে,
সেইমত.
ভ্রাতৃদ্রোহী পিতৃদোহী আপনি সম্রাট,
রাজদোহী হেবে জনে জনে।

আবাং। নিরুত্তর কেন ? পুনঃ কহি শুন,
এ জগতে নাহিক বিশ্বাস।
সেই সে কারণ,
নিজ করে কার্য্য চাহি করিতে সাধন।

দানেশ। অসম্ভব এ বচন।
লক্ষ লক্ষ ভৃত্য বিনা,
কেমনে হইবে প্রভো সাম্রাজ্যশাসন ?

আবাং। সেই মোর ক্ষোভের কারণ।
কেন নাহি শক্তি মোর,
সর্ব্বস্থানে সমভাবে হ'তে বিদ্যমান ?
তেঁই মোর ভৃত্য প্রয়োজন।
কিন্তু জেন স্থির মনে.
ভৃত্যগণে ভৃত্যসম র'বে চির দিন,
প্রভু হ'তে যেন কেহ না করে বাসনা।
আপনার ইচ্ছামত,
রশ্মিযোগে যথা তুমি ফিরাও অশ্বেরে,
সেই মত রশ্মিযোগে
ভৃত্যগণে স্ববশে রাখিব।

সপ্তম দৃশ্য।

—*—

চাকানদুর্গমধ্যস্থ কক্ষ।

শিবাজী ও সইবাই।

শিবাজী। সই—সই—রাত্রি কত?

সই। অতীত দ্বিতীয় যাম,
হইল না তবু তব নিদ্রার আবেশ?

শিবাজী। অতীত দ্বিতীয় যাম!
সারা নিশি র'বে জেগে আমার কারণ?
করহ শয়ন,
নহে পীড়িতা হইবে তুমি।

সই। তুমি মোর ধ্যানজ্ঞান, তুমি মোর প্রাণ,
তোমারে রাখিয়া একা রুগ্নশয্যাপরে,
নিদ্রিতা হইব আমি?
কহ নাথ! নিদ্রা কি হে আসিবে নয়নে?
সারানিশি করিব ব্যজন.
গাত্রে তব করিব গো হস্তসঞ্চালন,
যদি তাহে যাতনার তব
তিলমাত্র হয় উপশম,
ভাগ্যবতী বলি মোরে মানিব নিশ্চয়!

(ধীরে ধীরে রোশিনারার প্রবেশ।)

শিবাজী। এঁ্যা—এঁ্যা—তুমি—
তুমি কেন এ হেন সময় ?

রোশি। অপরাধ হয়ে থাকে যদি,
ক্ষমা কর মোরে।

সই একি ভগ্নি ! সঙ্কুচিতা কেন ?
কি বাসনা নিঃসঙ্কোচে করহ প্রকাশ।

শিবাজী। ক্ষম অপরাধ ;
কিন্তু বুঝিতে না পারি,
নিশাকালে কেন তব হেথা আগমন ?

রোশি। রক্ষা তুমি করেছ জীবন।
দিবা অবসানে বিষাদিত মনে,
বনপ্রান্তে গিয়েছিনু করিতে ভ্রমণ ;
ছিনু অন্যমনাঃ, চিন্তায় মগনা,
সহসা হুঙ্কারধ্বনি পশিল শ্রবণে ;
চেয়ে দেখি—বদন ব্যাদান করি,
প্রকাণ্ড শার্দ্দুল এক সম্মুখে আমার।
ভাবিলাম নিকট মরণ,
মুদিনু নয়ন,
কিন্তু হায় মরা ত হ'ল না।
রিক্তহস্তে, শুধু কর্ত্তরিকা করে,
বীর এক নাশিল শার্দ্দুলে,
সে বীরত্ব কভু কি গো ভূলিব জীবনে !
শার্দ্দূলসমরে কিন্তু আহত সে বীর,

বাঁদীপাশে শুনি,
শয্যাশায়ী আজি হায় বীরচূড়ামণি ;
শুধু অভাগীকারণ.
সহিছেন তিনি আহা কতই যাতনা !
বল বল, কেন মোরে মরিতে দিলে না ?

সই। একি কথা বাদশাহবালা ?
কিশোরবয়সে কি হেন বিষম বিষে,
জর জর অন্তর তোমার ?
কোন্ কালকীট বল, কুসুমকোরকে
প্রবেশি শুকা'তে চায় অকালে তাহায় ?
বল বল, ক'র না ছলনা ।

রোশি। করে ধরি বলিতে ব'ল না,
কেহ জানিবে না কি মোর বেদনা।
অশ্বতরী যথা মৃতুকালে শুধু,
ত্যাগ করে হৃদয়ের ধন,
তেমতি রোশিনা কবরের মৃত্তিকায়,
শুনাইবে হৃদয়বেদন।

(নেপথ্যে "হর হর মহাদেও" শব্দ)

শিবাজী। অকস্মাৎ কেন এই যুদ্ধকোলাহল ?
শত্রু বুঝি আক্রমিছে পুরী ?
কি যাতনা এ হেন সময়,
জড়পিণ্ডসম আমি নিশ্চেষ্ট রহিব ?

(শশব্যস্তে তানাজীর প্রবেশ।)

তানাজী। ছত্রপতি বিষম বিপদ।
দুর্গ প্রায় শত্রুহস্তগত,
জানি না, বিশ্বাসহন্তা কোন নরাধম
গুপ্তপথ দেছে দেখাইযে।

শিবাজী। এখন ও) জীবিত আছে বিশ্বাসঘাতক ?
শিবাজীর ভবানী কৃপাণ,
দ্বিখণ্ডিত করিল না তা'য।

তানাজী। সম্বর সম্বর রোষ ওহে নরমণি।
বিচারের নাহিক সময়,
এ ঘোর আঁধারে পিশাচের মত,
প্রাণপণে যুঝে তব মবলাসৈনিক।
কিন্তু হায় বৃথা চেষ্টা,
অর্দ্ধ দণ্ড পরে,
দুর্গ হবে শত্রুকরগত।

(নেপথ্যে "আল্লাহো আকবর" শব্দ।

শুন প্রভু শত্রুজয়ধ্বনি,
বিলম্বে বিপদ হবে।

শিবাজী। কি বল তানাজি।
কাপুরুষসম যাব পলাইযে,
হীন প্রাণ রক্ষিতে আমার ?

তানাজী। প্রাণে তব নাহি অধিকার,
প্রাণ ত তোমার নহে,
সে যে জাতীয় জীবন।

সই। রে'খ মনে অভাগী ভগ্নীরে।

[প্রস্থা·

(ব্যাঙ্কোজী ও দীলেবখাঁর প্রবেশ।)

দীলেব। কই—কোথা—শিবাজী কোথায়?
কোথা গেল বর্ব্বর কাফের?

ব্যাঙ্কো। এই ত তাহার কক্ষ!
আহত শার্দ্দূলনখে, শয্যাশায়ী আজি,
তা' না হ'লে দুর্গজয় সহজ হ'ত না;
অবসর বুঝে আমি ভেটিনু সংবাদ।

দীলেব। পাখী উড়ে গেছে, শূন্য এ পিঞ্জর।

ব্যাঙ্কো। ভাবিও না, সেনাপতি।
দুর্ব্বল শরীর তা'র,
বেশী দূর পারে নি যাইতে,
ওই পথে হও অগ্রসর।

দীলের। একি সাজাদী এখানে।
দ্বারে কেন আছ দাঁড়াইয়ে?
দেহ পথ, যাব আমি শিবাজীসন্ধানে,
একি, তবু সরিছ না!

রোশি। সেনাপতি!
পুত্তলিকাসম রহ নিশ্চল দাঁড়ায়ে।

দীলের। একি এ সাজাদি!
নিশান্তিপ্রহরে শিবাজীশয়নদ্বারে,
কেন বল তব আগমন?
একি ভাল আচরণ?

রোশি। সাবধান সেনাপতি !
ভুলেছ কি মনে,
আছ তুমি কাহার সম্মুখে ?
দিল্লীর সাজাদী আমি,
কার্য্য তব আদেশ পালন,
অধিকার নাহি তব
শুধা'বারে কোন কথা।

ব্যাঙ্কো। এস সেনাপতি !
অন্য পথে লযে যাই শিবাজীপশ্চাতে।

রোশি। সাবধান !
কর মোর আদেশ পালন;
বন্দী কর বিশ্বাসঘাতকে ;
(দীলেরখাঁ কর্ত্তৃক ব্যাঙ্কোজীর হস্তধারণ।)
পশ্চাতে পাঠায়ে দিও শিবাজীসকাশে !

ব্যাঙ্কো। এই বুঝি প্রতিদান মোর !

দীলের। সাজাদীর আদেশ ঠেলিতে,
সাধ্য নাই এ ক্ষুদ্র জীবের।
শি[illegible] প্র[illegible]আছে দুর্গের দুয়ারে,
[illegible]তি হয় [illegible],
দিল্লীপথে [illegible] অগ্রসর।

রোশি। দিল্লী—[illegible]—চল যাই।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

—০—

ব্যাঘগড়দুর্গমধ্যস্থ দরবার কক্ষ।

শিবাজী, তানাজী, অন্নজী, নেতাজী রঘনাথপ
ও ইব্রাহিম খাঁ।

শিবাজী। সেনাপতি ইব্রাহিম।
পরাজিয়ে জলযুদ্ধে পোর্টুগীজগণে,
বিপর্য্যস্ত করি
মোগলের তরণী নিচয়,
কত সুখী করিলে আমায়,
কেমনে জানাব বল?
সাধ্য নাহি ভাষায় আমার,
প্রকাশিতে অন্তরের যত কৃতজ্ঞতা।
কি অভীষ্ট তব কবহ প্রকাশ,
দ্বিধা নাহি করি করিব পূরণ।

ইব্রা। যে বিশ্বাসে, ছত্রপতি।
নৌসেনাভার দিয়াছ আমায়,
সে বিশ্বাস যেন তব রহে চিরদিন,
যেন তব কার্য্যে,

সমর্পিতে পারি ছার প্রাণ ;
এ হ'তে অধিক কিছু না যাচে গোলাম।

শিবাজী। কি উদার! কি মহান্ অন্তর তোমার!
ইব্রাহিম! ইব্রাহিম!
আজি হতে সখা তুমি তানাজী সমান,
এস সখা!
বদ্ধ হই প্রেমআলিঙ্গনে।

ইব্রা। গোলামের প্রতি তব অশেষ করুণা।

শিবাজী। বিদেশীয়গণে সব রাখিতে শাসনে
উচিত আমার করা নৌবল-বর্দ্ধন।
ইব্রাহিম!
কোথা সেই পোর্টুগিজ নৌসেনাপতি?
আজ্ঞা দেহ আনিতে তাহায!

[ইব্রাহিম খাঁর প্রহরীকে ইঙ্গিত, প্রহরীর প্রস্থান এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ ডেগোমা সহ পুনঃ প্রবেশ]

বীরের এ সাজ নহে ইব্রাহিম,
এই দণ্ডে উন্মোচিত হউক শৃঙ্খল।

(প্রহরী কর্ত্তৃক ডেগোমা সাহেবের শৃঙ্খলমোচন।)

শিবাজী। সাহেব! শুনেছি তোমরা সভ্য জাতি; কি জন্য তবে জলদস্যুর বৃত্তি গ্রহণ ক'রে নিরীহ ভারতবাসীকে উৎপীড়িত ক'রছ?

ডেগোমা। সে জবাবডিহি হামি টোমাকে কড়িটে প্রষ্টুট নয়। হামি টোমার বণ্ডী, টুমি যাহা ইচ্ছা কড়িটে পাড়ে।

শিবাজী। ফিরিঙ্গি! সাবধান, দরবারের মধ্যে ঔদ্ধত্য প্রকাশে সাজা পেতে হয।

ডেগোমা। A Portuguese is not a cowaid, I tell you. পটু গিজ মরিটে ভয় কড়ে না।

শিবাজী। ঔদ্ধত্যে ও বীরত্বে যে অনেক প্রভেদ, তা কি তুমি জান না সাহেব ?

ডেগোমা। Go on ! You may finish what you have got to say, as soon as possible.

শিবাজী। তোমরা সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এসে, মোগল প্রপীড়িত ভারতবাসীর উপর অত্যাচার ক'রতে চাও, তা'দের সর্ব্বস্ব লুট ক'রতে চাও। ভেবেছ কি ভারত একেবারে মৃত ? তোমাদের মত গোটাকতক ফিরিঙ্গি বোম্বেটেকে শাসন ক'রতেও কি ভারত অপারগ ?

ডেগোমা। Raja, Raja, kill me at once, but spare your sermons হামাকে মাড়িয়া ফেল, ড়াজা হামাকে মাড়িয়া ফেল। Portugal, the first naval Power in Europe, has been defeated in a naval war! Dagoma, one of the best Admirals, has been defeated! Oh shame! Oh fie! ড়াজা এ কালামুখ হামি কাহাকেও আড় ডেখাইবে না। হামাকে কোটল কড়।

শিবাজী। সাহেব, তুমি যথার্থ বীর, মহারাষ্ট্র জাতি বীরের সম্মান জানে। সাহেব আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম। ইব্রাহিম! সসম্মানে সাহেবকে ওর জাহাজ পর্য্যন্ত পৌঁছে দাও।

ডেগোমা। Raja! Accept my heart-felt gratitude. You are really a great man! Henceforth Dagoma is ready to help you in any way. Now good-bye! I shall never forget your noble soul!

(ইব্রাহিম ও ডেগোমার প্রস্থান।

তানাজী। দ্বারদেশে, সহস্র যবন
কার্য্য মাগে ছত্রপতি পাশে।

রঘু। হ'বে না ত শত্রুপক্ষ চর?

শিবাজী। অরি মোর দিল্লীর সম্রাট্,
শত্রু নহে সমগ্র যবন।
হিন্দু দেবালয় সম,
ম্লেচ্ছের মস্‌জিদ করি যতনে পালন;
উপযুক্ত বিচার করিয়া,
লহ কার্য্যে যবন সৈন্যেরে।

তেনাজী। স্যার হেনরী অক্সডেন্ ইংরাজের দূত
বাণিজ্যসৌকর্য্যআশে মাগে দরশন।

শিবাজী। লয়ে এস তাঁরে।

(নেতাজীর প্রহরীকে ইঙ্গিত, প্রহরীর প্রস্থান এবং স্যার
হেনরীসহ পুনঃ প্রবেশ।)

শিবাজী। ইংরাজ! আপনার আবেদন কি?

অক্স। ড়াজা হামাড় এক আড়জি আছে। আপনি বীড়, ডয়াবান, আশা কড়ি, টাহা পূড়ন হইবে।

শিবাজী অসঙ্গত না হইলে আপনার প্রার্থনা পূরণে আমরা পরাঙ্মুখ হইব না।

অক্স। ড়াজা হামড়া বণিকেড় জাটি, যুদ্ধবিগ্রহ জানে না বা করিটে পাড়ে না। হামড়া টোমাডিগেড় ডেশে বাণিজ্য করিটে আসিয়াছে। হামাডিগকে ড়ক্ষা কড়া টোমার কর্ত্তব্য। টাহা না হইয়া আপনাড় সৈন্যগণ সুরাট বণ্ডড়ে হামাডিগেড় কুঠী লুট কড়িয়াছে। হামড়া আপনাড় আশ্রয়প্রার্থী।

শিবাজী। আশ্রয়প্রার্থীকে আমরা কখন বিমুখ করি না; শরণাগতকে রক্ষা করাই হিন্দুর ধর্ম্ম। কিন্তু সাহেব, তোমরা বড়ই চতুর। চতুরতায় শিবাজীর চক্ষে ধূলা দিতে পারে এমন লোক অতি বিরল। তোমার বিনয়ের আবরণে কার্য্যোদ্ধার বর্ত্তমান, তোমাদের বাণিজ্যের আবরণে রাজ্য আশা লুক্কায়িত, তা শিবাজী বঝিতে পারে।

অক্স। ড়াজা! ড়াজা! আপনি কিরূপ কহিটেছেন? This is realy a news to us.

শিবাজী। চুপ কর, সাহেব! শিবাজীকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা বৃথা। যদি শুদ্ধ বাণিজ্যই তোমাদের এক মাত্র উদ্দেশ্য, তবে দিল্লী দরবারে তোমাদের দূত. বাদশাহের সহিত, মহারাষ্ট্রীয় নৌবল দমন করিবার জন্য, পর্টুগীজ দিগকে শাসন করিবার জন্য, কি নিমিত্ত পরামর্শ করিয়াছিল?

অক্স। Really Raja--

শিবাজী। থাম সাহেব! শিবাজীর গুপ্তচর সর্ব্বত্র। সেই জন্য সুরাট বন্দর লুণ্ঠিত হয়েছে। যাই হ'ক যখন তোমরা আশ্রয় প্রার্থনা ক'রেছ, আমি তোমাদিগকে অভয় দিলাম। যত দিন তোমরা আমাদিগের বিরুদ্ধাচরণ না করিবে তত দিন তোমাদিগের আর কোন ভয় নাই।

অক্স। Thank you Raja, thank you!

শিবাজী। কিন্তু সাহেব, আমি তোমাদিগকে তিল মাত্র বিশ্বাস করি না। ফিরিঙ্গিদের মধ্যে ইংরাজই সর্ব্বাপেক্ষা চতুর। এই যে নতজানু হ'যে আমার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা ক'রছ, সুযোগ পেলে তোমরাই আবার আমার অনিষ্ট করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। সুতরাং তোমা-দিগকে আমি বাধ্য রাখিতে চাই। তোমাদিগের প্রতি আমরা চৌথ নির্দ্ধারিত করিলাম। তোমাদিগের আয়ের চতুর্থাংশ, রাজকর স্বরূপ প্রতি বৎসর আমার রাজকোষে জমা দিবে।

অক্স। Allright Raja, we accept your proposal. (স্বগতঃ) A Damn cunning chaff! Now good-bye.

[প্রস্থান।

অন্নজী। মোগলের দূত এক মাগে দরশন।

শিবাজী। কিবা কার্য্য মোর পাশে মোগল দূতের?
ভাল, লয়ে এস তারে।

(প্রহরীর প্রস্থান এবং দূতসহ পুনঃ প্রবেশ)

দূত। পত্র এক আছে মহারাজ!

শিবাজী। তানাজি!
পত্র অর্থ কর অবগত।

তানাজী। সেনানী দীলের খাঁ পাঠান বারতা,
মহারাষ্ট্র একজন, ষড়যন্ত্র করি,
চাকান দুর্গের পথ দিল দেখাইয়ে।

শিবাজী। এ ত পুরাতন কথা,
ধন্যবাদ জানা'ও যবনে।

তানাজী। সাজাদী আজ্ঞায়,
বন্দীকৃত বিশ্বাসঘাতক।

শিবাজী। সাজাদী আজ্ঞায়!

তানাজী। তাহার(ই) আদেশে,
প্রেরিত সে নরাধম ছত্রপতিপাশে।

শিবাজী। কই—কোথা সেই বিশ্বাসঘাতক?
নিজ করে দ্বিখণ্ডিত করিব মস্তক।
ক্ষমা কর, দূতবর!
না জানি মোগলরীতি, জানিতে চাহি না,
আছে এই সনাতন মহারাষ্ট্রপ্রথা,
বিশ্বাসহন্তার দণ্ড মস্তকচ্ছেদন।
ত্বরা লয়ে এস সেই নরকের কীটে।

[দূতের প্রস্থান।

লিখে দিব ছিন্নমুণ্ড'পরে
এই সেই বিশ্বাসঘাতক।

(বদ্ধহস্ত ব্যাঙ্কোজীসহ দূতের প্রবেশ।)

একি—ব্যাঙ্কোজি!
তুমি—তুমি—তোমার এ কায!
বুঝিতে না পারি,
সত্য কিবা শত্রুর চাতুরী;
না না—বন্দী তুমি রোশিনাআদেশে।
জন্মভূমিমহারত্নে,
শত্রুকরে তুলে দিতে ডালি,
কেন তব হইল কুমতি?
সাহজীসন্তান হয়ে,
কাপুরুষসম আচরণ!
ভুলেছ কি মনে,
জ্যেষ্ঠে তব বধেছে যবন?
সহেছেন পিতা তব কত নির্য্যাতন?
সেই সে কারণ,
যবনউচ্ছেদব্রত করেছি ধারণ।
হ'তে যদি সহোদর মোর,
কিম্বা যদি হইতে সন্তান,
নিজকরে লইতাম প্রাণ।
কিন্তু তুমি বিমাতার নয়নের মণি,
অশ্রু তাঁ'র হেরিতে নারিব;
এই হেতু শুধু তোমা করিনু মার্জ্জনা।

(ব্যাঙ্কোজীর হস্ত মুক্তকরণ।)

জানা'ও প্রভুরে তব কৃতজ্ঞতা মোর।
পেশোয়াপ্রবর!
উপযুক্ত পুরস্কার দাও দূতবরে।

[পেশোয়াসহ দূতের প্রস্থান।

শিবাজী। দেখ সখা, ভিখারীর বেশে,
পূজনীয় গুরুদেব মোর
ফিরিছেন দ্বারে দ্বারে,
চল চল, মোরা কিছু ভিক্ষা দিয়ে আসি।

[শিবাজী ও তানাজীর প্রস্থান।

ব্যাঙ্কো। ওহো! জ্বলে যায় প্রাণ,
এত অপমান,
এর চেয়ে মৃত্যু ছিল ভাল।
শিব অবতার তুই শিবাজী ভূপাল,
আমি কিনা পাপিষ্ঠ ব্যাঙ্কোজী!
জ্বলে মরি মনে হ'লে সব কথা,
কা'রে কব ব্যথা,
সব বেটা শিবাজীনফর।
রাজমাতা বুড়ী জিজিবাই,
কেহ নহে আমার জননী?
সাবধান, শিব অবতার!
ঘৃতাহুতি দিয়াছ অনলে।
ক্ষতমাঝে লবণের ছিটা যথা
বাড়ায় যন্ত্রণা,

সেই মত তোমার মার্জ্জনা,
জ্বালার উপর জ্বালা প্রদানে আমায়।
ব্যাঙ্কোজী আমার নাম,
তাই বলি হ'স্ সাবধান,
হৃদয়শোনিতে তোর নিভা'ব অনল।

[প্রস্থান।

(শিবাজী, তানাজী ও রামদাস স্বামীর প্রবেশ।)

রাম। একি শিব্বা!
দানপত্র লয়ে কি করিব আমি?
তব রাজ্য, তোমার ঐশ্বর্য্য,
ভোগ কর সুখে চিরদিন;
গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর
রাজ্যে বল কিবা প্রয়োজন?

শিবাজী। যথা ইচ্ছা কর গুরুদেব!
দীন হীন যে আছে যথায়,
তোমার কৃপায় দুঃখ দূর হ'বে;
বিলাও সমগ্র ধন অনাথ ভিক্ষুকে,
দেহ দাসে অনুমতি,
সন্ন্যাসী হইয়ে তব সেবিতে চরণ,
মূঢ়জনে শিখাও ভকতিপ্রেম।

রাম। অধিকার নাহি তব ত্যজিতে সংসার
বড়ই কঠিনধর্ম্ম সন্ন্যাসআশ্রম,
গৃহস্থের গৃহই আশ্রম।
পিতামাতা, পুত্রকন্যা ছাড়ি,

লক্ষ্মীরূপা ধর্ম্মপত্নী ফেলি,
করে যেই সন্ন্যাস গ্রহণ,
তবু নাহি হয় তা'র ভজনসাধন।
পুত্রের বিহনে,
অশ্রু যদি ঝরে বৃদ্ধ মাতার নয়নে,
সেই অশ্রু অগ্নিসম দহিবে অবোধে,
সর্ব্ব শ্রম পণ্ড হয়ে যা'বে।
শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্মে ব্রতী তুমি মহারাজ,
জন্মভূমিস্বাধীনতাধন,
যত্নে তুমি করিছ অর্জ্জন,
তার চেয়ে নহে শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসআশ্রম ;
তব ধন, তব করে করি প্রত্যর্পণ।

শিবাজী। দান করি, পুনঃ সেই ধন,
কহ দেব, কেমনে বা করিব গ্রহণ ?

রাম। মমাধীনে জেন তুমি করদ রাজন্‌,
দেয় করে ক'র লক্ষ ব্রাহ্মণভোজন ;
লক্ষ দীনজনে ক'র ধনবিতরণ,
লক্ষ চতুষ্পাঠি তুমি করিও পালন ;
লক্ষ শিবলিঙ্গ বৎস করিও স্থাপন।
দেহ শিষ্য বিদায় এখন,
করিব কিয়ৎদিন তীর্থপর্য্যটন।

শিবাজী। প্রতি বর্ণে হবে তব আদেশ পূরণ,
আশীষ অধমে, দাস ধরে শ্রীচরণ।

[রামদাস স্বামীর প্রস্থান।

আজ হ'তে রাজা আমি সন্ন্যাসী অধীন,
চিহ্নসম—
জাতীয় পতাকা হ'বে গৈরিকবসন।
এস ছুটে স্বদেশের যত বীরদল,
গৈরিক পতাকা তলে,
প্রাণভরে বল সবে,
"জন্মভূমি জননীর জয়।"

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—:০:—

শিবিরাভ্যন্তরস্থ কক্ষ।

জয়সিংহ।

দিনে দিনে পরাজিত মহারাষ্ট্রচমূ,
প্রীত তাহে বড় দিল্লীশ্বর;
কিন্তু হায—মোগলের ভাগ্যাকাশ,
ঘেরিছে নিবিড় মেঘে।
বিলাসিতা, ব্যভিচারে নির্জ্জীব মোগল,
অত্যাচার, অবিচারে জর্জ্জরিত প্রজা
সনাতনধর্ম্মদ্বেষী সম্রাট স্বয়ং।
জীর্ণপ্রাসাদের মত মোগল সাম্রাজ্য,
গর্ব্বভরে উচ্চশিরে আছে দাঁড়াইয়ে,
নাহি জানে অবিলম্বে হবে ভূমিসাৎ।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। মহারাজের জয় হ'ক। রাজা শিবাজী বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান, মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন।

জয়। শিবাজী—শিবাজী স্বয়ং বহির্দ্বারে মোর!
চল যাই, সসম্মানে লয়ে আসি তাঁরে।

(উভয়ের প্রস্থান, এবং শিবাজীসহ জয়সিংহের পুনরাগমন।)

পবিত্র শিবির মোর, তব পদার্পণে।

শিবাজী। সে কি কথা দেব।
দাস আমি তব,
কিঙ্কর বিমুখ কবে আদেশ পালনে?

জয়। প্রীত হ'নু তব আচরণে।
সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হ'লে দিল্লীশ্বর সনে,
সম্মানিত হ'বে মহারাজ!
একি! অশ্রু কেন নয়নে তোমার?

শিবাজী। কিবা কব, কেন আমি কাঁদি;
ধর্ম্ম কিবা সত্য যদি থাকে এ ভারতে,
আছে তাহা রাজপুতহৃদে।
রাজপুতকুলোত্তম তুমি মহারাজ,
বিদ্যা, বুদ্ধি, বাহুবলে অতুল জগতে,
এ হেন অম্বরপতি ম্লেচ্ছসেনাপতি।

জয়। সত্য বটে ক্ষোভের কারণ,
কিন্তু কে ঘুচা'বে অদৃষ্টলিখন?
অদৃষ্টের দোষে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব গেল,
দানবে করিল ভোগ সোনার স্বরগ।

শুধু সেই নিয়ন্তানিয়োগে,
আর্য্যজাতি পশিল ভারতে,
আদিম নিবাসীগণে,
খেদাইলা পার্ব্বত্যপ্রদেশে ;
তাঁহার(ই) ইচ্ছায়,
সেই আর্য্যজাতি আজি যবনবিজিত।
নাহি জানি, পুনঃ
কোন্ জাতি একচ্ছত্রী করিবে ভারত।

শিবাজী। কোন্ মন্ত্রবলে আজি মহাবাজ,
হেন চিরবৈরীভাব দিয়ে বিসর্জ্জন,
আগুয়ান হিন্দুসহ রণে ?

জয়। নহে মন্ত্রবল,
সত্যপাশে বদ্ধ আমি, নাহিক উপায়।

শিবাজী। আছে এক জিজ্ঞাস্য, রাজন্ !
শত্রুসনে সত্যের পালন,
বিধেয় কি সর্ব্বস্থলে সকল সময়ে ?

জয়। ছত্রপতি ! হেন বাণী না সাজে তোমায়।
ব্রতী তুমি হিন্দুত্ব স্থাপনে,
ধর্ম্মরাজ্য করিছ বিস্তার,
জ্ঞানী হয়ে কেন হেন অজ্ঞানবচন ?
হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষা,
না হইলে সত্যের পালনে,
হইবে কি সত্যের লঙ্ঘনে ?
জে'ন মনে, সত্য সার মানবজীবনে ;

রাজপুত ইতিহাস কর অন্বেষণ,
দেখিবে তখন—শুধু মুখের বচন,
দৃঢ়তর সন্ধিপত্র হ'তে।
সর্ব্বনাশ হয়েছে সাধিত,
অবহেলে আলিঙ্গন করেছে মরণ,
কিন্তু কেহ সত্য কভু করেনি লঙ্ঘন,
সত্যের অভাব শুধু, জাতীয় পতন।

শিবাজী। পিতৃতুল্য তুমি, নরমণি!
ক্ষমা কর অবোধ সন্তানে।
কিন্তু দেব—যে সাধের আশালতা,
সযতনে হৃদিমাঝে করেছি রোপণ,
এত দিন করিয়াছি সলিলসেচন,
দেবীরূপা মাতা মোর পোষিকা যাহার,
স্বয়ং ঈশানী যারে করেন পালন,
সে কোমল হৃদিলতা কোন্ কর্ম্মফলে,
তুলে দিব কালের কঠোর করে,
অসময়ে করিতে ছেদন?

জয়। ধর বৎস, বহুদর্শী বৃদ্ধের বচন,
সন্ধ্যার মলিন ছায়া আবরে মোগলে,
হিন্দুর জীবননিশি হতেছে প্রভাত,
বালারুণ মহারাষ্ট্র,
স্বল্পপরে ভাতিবে গগনে।
ঐ দেখ চেয়ে—
তমোরাশি ধীরি ধীরি যাইছে সরিয়া,

উষার রক্তিম ছটা বিকাশে গগনে।
সাবধান মহারাষ্ট্রনেতা,
চতুরতা দিও না প্রশ্রয়।
নবনীতসম বালকের মন,
কুশিক্ষাকলঙ্ক যদি করযে গ্রহণ,
যৌবনে তাহার ফল অতীব ভীষণ ;
সেই মত মহারাষ্ট্রজন,
দুর্গ অদ্য করিছে লুণ্ঠন,
কল্য সব লুণ্ঠিবে ভারত।
সাবধান শিক্ষাগুরু।
ধর বৃদ্ধের বচন,
যেই জাতি করে লুণ্ঠন পীড়ন,
অনিবার্য্য তার অকালমরণ।

শিবাজী। রবে গাঁথা হৃদিপটে তব উপদেশ।
কি আদেশ আর দেব অধমের প্রতি ?

জয়। আজি হতে—
সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হলে দিল্লীশ্বরসনে,
আমন্ত্রণ মত, কর দিল্লীতে গমন,
দৃঢ়তর হবে তায় সন্ধির বন্ধন।
পুত্র রামসিংহ আছে বাদশাহপাশে,
আমার আজ্ঞায়—
জ্যেষ্ঠসম হেরিবে তোমায়।
নাহি বৎস ভাবনা তোমার,
যদিও সম্রাট্ পাপমতি,

স্পর্শিতে কেশাগ্র তব নাহিক শকতি,
যত দিন জয়সিংহ থাকিবে জীবিত।

শিবাজী। আজ্ঞা তব যতনে পালিব ;
আশীষ দাসেরে, লভি বিদায় এখন।

জয়। এস বৎস ! দেখা হবে পুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

—*—

প্রমোদ কানন।

রোশিনারা।

এই সেই প্রমোদকানন,
চিরপরিচিত স্থান নহে ত নুতন।
কত দিন এই স্থানে চপল পরাণে,
কহিয়াছি কত কথা কুসুমের সনে।
কত দিন কুতূহলে সহচরীসাথে,
হৃদয়ের উৎস কত দিয়েছি ছড়ায়ে।
এক দিন পড়ে মনে শশধর সনে,
গর্ব্বভরে ব্যঙ্গ করে প্রলাপ বকেছি ;
তাই বুঝি হাসি হাসি পূর্ণিমার শশী,
লজ্জা দিতে রোশিনায়,
ত্বরা আজি হতেছে উদয় ?
পড়ে মনে কঙ্কণপ্রদেশে,
আর এক পূর্ণিমা রজনী ;

আধ স্বপ্নে, আধ জাগরণে,
সংগোপনে অতি সযতনে,
ধীরি ধীরি খুলিয়ে হৃদয়দ্বার,
কে আমার পশিল পরাণে,
কমকান্তি দিব্যজ্যোতি প্রেমপ্রীতিময় !
মনে হলে সে মোহনছবি,
কি ললাট—কি নয়ন—কি শান্ত অধর !
ভূলে যাই নিষ্মমসংসার,
নর—নারী—শোক—কোলাহল,
ভুলে যাই অস্তিত্ব আমার,
ডুবে যাই সোহাগসাগরে।
কিন্তু যবে মনে হয়,
সে ত কভু আমার হবে না,
জেগে উঠে মর্ম্মমাঝে,
তৃপ্তিহীন অনন্ত স্বপন.
আঁখিফাটা আঁখিজল ঝরে ঝরঝরে,
বুকফাটা হাহারার শুনি চারিধারে,
বিফল বাসনা কাঁদে হৃদয়শ্মশানে।

(সখিগণের প্রবেশ)

গীত।

কলি ফুটোনা ফুটোনা ফুটোনা,
ফুটিলে জুটিবে অলি লুটিবে মধু কণা।
হৃদে চাপি রাখ মধু, ফুটিবে ঝরিতে শুধু,
বিরাগে তখন বঁধু, যাবে চলি আসিবে না।

১ম সখী। কেন সখি একাকিনী, আনতবদন?
কেন লো নিমেষহীন নিশ্চলনয়ন?
পাণ্ডুবর্ণ শশীসম প্রভাতগগনে,
কেন লো মলিন আজ সুবর্ণলতিকা?
প্রফুল্ল পঙ্কজসম ও চারুবয়ানে,
কেন হেরি বিষাদের হৃদিহীন ছায়া?
শঙ্কিত কম্পিত বক্ষে,
কেন বসি সংসারের সমুদ্রশিয়রে?

২য় সখী। দেখ সখি! শরতের শুভ্রশশী,
শুভ্র হাসি বিকাশে কেমন!
তরল লহরীসনে
খেলা করে তরল কিরণ।
অলস আবেশে ঢলি,
কোমল কুসুমকলি,
হাসি হাসি উঠিছে ফুটিয়া;
তোমারে বিমনা হেরি,
বিষাদিত হ'ল কলি,
ম্লানমুখী হের সই,
ব্যথিতা তারকাবালা,
কেন সখি চুপি চুপি,
পরিলে বিষাদমালা?

৩য় সখী। মুখে নাহি কথা ফোটে,
ভাবগুলি কেঁপে উঠে,
চঞ্চল সরসীজলে শশীবিম্বপ্রায়;

হাসিমুখে হাসি ঢেকে,
সুষমা ধরিয়ে বুকে,
কোথা সেই অনিবার আনন্দ অপার ?
অতীতের কত মধুস্মৃতি,
ভবিষ্যের সুধাময় মনোরম ছবি,
উজলিয়া উঠুক ফুটিয়া,
শুধু শান্তি—শুধু তৃপ্তি—
বুকভরা ভালবাসা—প্রাণভরা প্রীতি।

রোশি। শুন সহচরি।
নহি আমি আর সেই গর্ব্বিতা সাজাদী,
চপল চঞ্চল সদা অস্থিরহৃদয়।
স্থির ধীর নবঘনকোলে,
শোভে যথা চঞ্চলাদামিনী,
কিম্বা যথা শান্তনীলাকাশ
স্পর্শে নীল সংক্ষোভিত সাগরসলিল ;
সেই মত না জানি সজনি,
কোথা হতে যুগপৎ সাম্যভাব আসি,
চপল হৃদয়সনে মিশিল গোপনে।

১ম সখী। বুঝেছি সাজাদি, আর বলিতে হবে না,
কঙ্কণপ্রদেশ মাঝে,
হারায়ে এসেছ হায় ও ক্ষুদ্র পরাণ।
যতদিন হৃদাকাশে,
নাহি পড়ে প্রণয়ের ছায়া,
বাল্যভাবে তত দিন না ঘটে অভাব।

প্রণয় সরম আনে মানবহৃদয়ে ;
বাষ্পের পরশে যথা,
দর্পণের স্বচ্ছভাব হয়ে যায় দুর,
সেই মত সরমের ক্ষণিক পরশে,
বাল্যভাব মানবের হয় বিদুরিত।

গীত।

না জানি কিসের তবে গবল ঢালে সবল প্রাণে,
তা'রা কি জানে তখন, প্রণয় কেমন, কত জ্বালা হৃদে হানে।
দেখি না ফুলেব মালা, চাহি না অলিব খেলা,
দুরে যাও চাঁদেব কিরণ, মলয় পবন, ভুলি না ক কোকিল গানে।
আপন মনে হযে খুসি, আপন প্রাণে ভালবাসি,
আমার সাধেব হৃদয, হযে নিদয, দিব না ক অন্য জনে।

(বাঁদীর প্রবেশ।)

বাঁদী। সাজাদি! জাঁহাপনা প্রমোদকাননে আপনার দর্শনার্থে আগমন ক'রছেন, বাঁদী সংবাদ দিতে এসেছে।

[বাঁদী ও সখিগণের প্রস্থান।

(সম্রাটের প্রবেশ।)

আরাং। বৎসে!
আছে কিছু জিজ্ঞাস্য তোমায় ;
সেই হেতু প্রমোদকাননে,
অসময়ে দিনু দরশন।
আফ্‌গান দীলের খাঁ
চাহে মোর কলুষিত করিতে শ্রবণ ;
কিন্তু তার বৃথা আকিঞ্চন।
এত দূর সাহস তাহার,

নিঃসঙ্কোচে কহে মোরে,
শিবাজীশয়নদ্বারে নিশাদ্বিপ্রহরে,
সাজাদীরে স্বচক্ষে হেরেছে !
তব ব্যবধানে শুধু শিবাজী পলা'ল !
সমুচিত শাস্তি দিব, দুরাত্মা নিন্দুকে।

রোশি। পিতঃ! নির্দ্দোষ দীলের খাঁ।

আরাং। নির্দ্দোষ দীলের খাঁ!
সত্য কথা তবে সে কি বলিয়াছে মোরে ?

রোশি। সব সত্য।

আরাং। বজ্র—বজ্র—কোথা তুমি ছিলে সে সময় ?
পড়িলে না কেন তুমি পাপিনীর শিরে ?
সর্প কি লুকায়ে ছিলে ভূগভবিবরে ?
আরে আরে কুলকলঙ্কিনি !
আরে আরে দুষ্কৃতাচারিণি।
অবহেলে কুলমান দিলি বিসর্জ্জন !
তবু তোর না হ'ল মরণ ?

রোশি। পিতঃ! পিতঃ !!
দেখ চেয়ে আমার বদনে,
নাহি মাগি জনকের সস্নেহনয়ন,
বিচারকতীক্ষ্ণদৃষ্টি করি আকিঞ্চন,
বল, বল, হেরিছ কি কলঙ্ককালিমা ?
নহে কি হৃদয় মোর স্বচ্ছ নিরমল ?
শুন পিতা—তোমার দুহিতা
নহে কভু কুলকলঙ্কিনী।

আরাং। "নহে কভু কুলকলঙ্কিনী"
ভাল—ঘোর নিশাভাগে,
শিবাজীশয়নকক্ষে,
কিবা তব ছিল প্রযোজন?
রোশি। শার্দ্দূলকবল হতে,
যেই জন রক্ষা মোর করিল জীবন;
আমা তবে আহত হইযে,
শয্যাগত যেই বীরবর;
নিশা কি দিবায়,
এক বার যাই যদি হেরিতে তাহায়,
হইব কি কুলকলঙ্কিনী?
আরাং। ধিক্! ধিক্! শত ধিক্ তোরে!
লজ্জা নাহি করে বলিতে আমারে,
বাদশাহবালা গেল,
কাফেরের সেবিতে চরণ!
রোশি! পিতঃ! কে কাফের? কেবা গো যবন?
মুদিলে নয়ন,
কোথা পড়ে র'বে সিংহাসন?
একই জনের সৃষ্ট যবন, কাফের,
এক(ই) দশা সবাকার অন্তিমশয্যায়!
আরাং। আরে আরে প্রগল্ভা বালিকা,
জ্ঞানশিক্ষা দাও তুমি আপন জনকে?
স্বপনেও ভাবি নাই কভু,
ভুলে গিয়ে মর্য্যাদা আপন,

মুগ্ধ হবি কাফেরের প্রেমে !
পাইবি উচিত প্রতিফল !
আজ হতে কারাগারে হ'ল তোর স্থান।

[প্রস্থান।

রোশি। হা বিধাতঃ—এই ছিল মনে !

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

—০—

দরবার গৃহ।

(শিবাজী, রঘুনাথপন্থ, তানাজী ও সদাসুখ।)

শিবজী। সদাসুখ বল কি ?

সদা। আজ্ঞে এই ভাব, নূতন কিছুই নয়, যেমন বরাবর বলে আসছি।

শিবজী। না না, অসম্ভব, অসম্ভব,
ভাবি বিমাতার নয়নের মণি,
ক্ষমিলাম বিশ্বাসঘাতকে ;
কোষমুক্তঅসি
করিলাম কঞ্চুকে আবদ্ধ।
এই বুঝি প্রতিদান তার ?
ভাবিলাম অনুতাপানল,
অগ্নি মাঝে অঙ্গার সমান,

মলিনত্ব ঘুচাবে মনের ;
কিন্তু ধন্য তা'র কুৎসিৎ হৃদয়,
কিছুতেই হ'ল না চৈতন্য !

সদা। আজ্ঞে হাঁ ঐ টুকু কেবল বাকি। ওঁর অমৃতময় চরিত্র, কেবল চৈতন্যটুকু এসে যোগ দিলেই একেবারে চৈতন্য-চরিতামৃত হয়ে পড়েন আর কি। সেই জন্য চুপি চুপি আপনার চৈতন্যটুকু জন্মের মতন চুরির চেষ্টায় ফিরছেন !

রঘু। দুগ্ধ দিয়া কালসর্প করিলে পালন,
সে কি কভু পারে ভুলিবারে,
চিরন্তন হিংসাবৃত্তি তার ?
অবসর পাইলে অমনি,
সেই দুগ্ধমাখা মুখে,
ঢালে হলাহল তার পালকের শিরে।

সদা। আপনি অনেকটা এগিয়ে এসেছেন দেখছি। বলে যান, বলে যান, উপপাদ্য বিষয়ের সাধারণসূত্র, বিবরণসূত্র, প্রমাণ পর্য্যন্ত করেই স্থগিত। উপসংহারটা আর হ'ল না ? সে টুকু তবে আমি বলি শুনুন। দিব্যি করে সাপটার মুখটা লাঠি দিয়ে চেপে ধরে, একটা নূতন হাঁড়ীতে পুরে, নর্ম্মদা পার ক'রে দেওয়া।

তানাজী। দীর্ঘ মহীরুহ যবে
ঝটিকার সনে করে রণ,
অন্তঃস্থল যদি তার কীটজীর্ণ হয়,
স্কন্দ, শাখা হলেও সবল,
বাত্যাবেগে হয় উৎপাটিত ;

সেইরূপ বহিঃশত্রুমাঝে,
অন্তঃশত্রু হইলে প্রবল
জয় আশা অতীব বিরল

সদা। এই যে মশাইও বেড়ে ব'লে যাচ্ছেন। বলি রোগ-নির্ণয় ক'রেই কি খালাস? চিকিৎসাটা কি পরমাত্তের জন্য রেখে দিলেন? যখন ঢেঁকা উঠবে তখন মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা ক'রবেন, কি বলেন?

নেতাজী। ধন্য সিংহাসন।
ধন্য তোর আকর্ষণবল।
তোর তরে স্বজনজীবন
অনায়াসে লয় নর করয়ে গ্রহণ।

সদা। মশায় একেবারে মর্মস্থলে গিয়ে পৌঁছেচেন। রোগটা বাদশাহের বংশে উৎপন্ন হ'লে ক্রমে সংক্রামক হ'য়ে পড়ল। তবে ছোট মহাপ্রভু এখনও কৃতকার্য্য হন নি, কেবল চেষ্টায় ফিরছেন।

শিবাজী। পুনা ছাড়ি ত্রিবাঙ্কুরে করিতে গমন,
সুকৌশলে ব্যাঙ্কোজীসকাশে
পত্র এক করেছি প্রেরণ
পরশ্বপ্রত্যুষে,
যাইবারে হয়েছে স্বীকৃত

সদা। শুভস্য শীঘ্রং। এক দিনেই কি হয় না? যায় না।

শিবাজী। শুনেছ কি সহচরগণ।
করিব গমন দিল্লীদরশনে?

সদা। (স্বগতঃ) সাজাদা রোশিনারা স্বয়ম্বরা হবেন বুঝি? না না সে যে যবনী; বাবা, দিল্লীকা লাড্ড।

বন্ধু। আরাংজেব স্বভাব হেতু
কালসর্পমুখে আপন ইচ্ছায়,
কহ কোন জন চাহে যাইবারে ?
নিষাদ যেমতি আধার আনিয়ে,
ফাঁদ পাতি ধরে পাখী,
সেইমত মোগল সম্রাট
সন্ধিচ্ছলে করি আবাহন,
না জানি কি বিপদ ঘটায়।

সদা। "বিশ্বাসঃ নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ", তা' এ বেটা আবার বাপের বেটা মহাপাপী। যে লোক জন্মদাতাকে পাখীর মত পিঁজরেয় পুরে রাখে, ভাইগুলোর গলা টিপে মারে, তাকে বিশ্বাস, আর সর্পের মুখচুম্বন, সমান কথা।

শিবাজী। শুন তবে নিগূঢ় কারণ,
যুদ্ধ, যুদ্ধ, করি ফিরিয়াছি এত দিন,
এবে চুক্তি শিল্প আর বাণিজ্যের
করিবারে উৎকর্ষসাধন,
সুশৃঙ্খলা স্থাপিবারে সমগ্র প্রদেশে,
মিলিয়াছে উত্তম সুযোগ,
জয়সিংহ কহেছে আমায়,
দেহে তার থাকিতে জীবন,
করে তার যত দিন র'বে করবাল;
সাধ্য নাই মোগলের,
স্পর্শিবারে কেশাগ্র আমার।

সদা। কথাটা শুনতে নেহাত মন্দ নয়। বলি, জয়সিংহ

মশায় ত আপনার প্রাণের জন্য দায়ী, কিন্তু তাঁর আর দিন কতক পৃথিবীতে থাকার সম্বন্ধে দায়ী কে? একটা খটকা রয়ে গেল।

তানাজী। মহারাষ্ট্রপতি!
বিজ্ঞজনে উপদেশ না সাজে আমার;
বিশেষতঃ খরস্রোতমুখে.
চাহে যেই বাঁধিতে বালির বাঁধ,
বাতুলতা তার।
যথা ইচ্ছা কর নরমণি!
কিন্তু জে'ন আরাংজেবে নাহিক বিশ্বাস।

সদা। মশাই গো বাঁধ টাঁধ না দিয়ে পাশ দিয়ে অমনি একটু নয়াঞ্জুলি বাগিয়ে দিন না; স্রোতটা ফিরে অন্য দিকে যা'ক।

নেতাজী। ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমি কি দিব মন্ত্রণা?
অসুস্থতা ভাণ করি,
মম মতে দিল্লী দরশন,
কিছুদিন রাখুন স্থগিত।
গুপ্তচর করিয়ে প্রেরণ,
অবগত হ'ন আগে
মোগলের মনোভাব কিবা।

সদা। কথাটা শ্রুতিকটু নয়। এর মধ্যে কিন্তু একটু "কিন্তু" জন্মাচ্ছে; তা হ'লে ত গুপ্তচর বাবাজীকে অন্তর্যামী হ'তে হয়; না হ'লে "সে বড় কঠিন ঠাঁই গুরুশিষ্যে দেখা নাই;" আরাংজেবের মনের ভাব জানতে হলে ত তার পেটে ডুবুরি নাবাতে হয়।

শিবাজী। হয় হোক, যা আছে মা ভবানীর মনে!
করিয়াছি বাক্যদান রাজপুতপাশে
পারিব না সে বাক্য লঙ্ঘিতে।

সদা। যাক্ সব হেঙ্গাম ত মিটে গেল; বৃথা বাক্যব্যয়ে এখন কেবল ক্ষুধার কলেবর বৃদ্ধি করা। তা মহারাজ আমার একটী নিবেদন আছে। ব্রাহ্মণীটা আমার অন্তঃসত্ত্বা, অনেক দিন থেকে দিল্লীর লাড্ডু খাবার অভিপ্রায় প্রকাশ করছেন। এমনি সুবিধা আর পাব না; অনুগ্রহ ক'রে যদি অধীনকে সঙ্গে নেন, তা' হ'লে দেখে শুনে গোটা কতক ভাল লাড্ডু নিয়ে আসি।

নেতাজী। ছত্রপতি আদেশ পাইলে,
দিল্লী ত সামান্য কথা,
বহ্নিমাঝে ঝাঁপ দিতে হ'ব না কাতর।

রঘু। আপত্তি না থাকে যদি—

শিবাজী। বুঝিয়াছি মনোভাব তোমা সবাকার।
উচ্চকুলে লভিয়া জনম,
উচ্চপ্রাণীসম আচরণ।
কিন্তু বল, কা'রে দিয়া রাজ্যভার,
রহিব নিশ্চিন্তমনে সুদূর প্রদেশে?
সদাসুখ তানাজীসহিত,
লয়ে মাত্র সহস্রেক সবলাসৈনিক,
যাবে মোর সাথে।
রঘুনাথ, প্রতিনিধিসম
পাল রাজ্য মোর;
নেতাজী, অগ্রজা হে'ন বাহুবল ত।

যদি দেখ ভাগ্যরবি মোর,
আরাংজেবরাহুকবলিত ;
জন্মেজয়সর্পসত্রসম,
জ্বালিও সমবানল,
আহুতি প্রদান ক'র মোগলমস্তক।
বিদায় এখন -
পূজি গিয়ে মাতার চরণ।

[শিবাজী, নেতাজী ও রঘুনাথের প্রস্থান।

সদা। বলি দাঁড়িয়ে যে? তল্পি তল্পা বাগিয়ে নাও না।

তানাজী। ভা'বছি।

সদা। এর আর ভাবা ভাবিটে কি? তোফা হাতির উপর হাওদা দিয়ে, গোঁফে তা দিতে দিতে, পার্থিব-স্বর্গ দিল্লী সহর দে'খতে যা'বে, এর আবার ভাবনা কি? আমার আজ যত আমোদ হচ্ছে, কেবল শুভ বিবাহের দিন ছাড়া, এমন আমোদ আর কখনও হয় নি। বল কি গা, ব্রাহ্মণীর এই দারুণ অরুচির সময়, তাঁর কত সাধের দিল্লীকা লাড্ডু নিয়ে আসবো! এঁ্যা, আমি কি আর বাচবো?

তানাজী। সদাসুখ!
গুরুকার্য্যভার ন্যস্ত হ'ল শিরে।
প্রভুসনে, পারি যদি
ফিরিতে পুনায় পুনঃ,
তবে ত বুঝিব সেই আনন্দের দিন :

নহে জানিহ নিশ্চয়,
ভারতের ভাগ্যরবি চিরঅস্তমিত।

সদা। ওগো বাপু, কাঁদুনি গাওনা একটু থামাও না গা। এ যে বেজায় বাড়াবাড়ি আরম্ভ ক'র্‌লে। দেখ, দিল্লী শুনেছি সৌখীন জায়গা। তোমাদের ওই কোর্ত্তা-গুলিকে দিন কতক বিশ্রাম দাও। ওগুলি প'রে গেলে, ভাল্লুক বলে সেখানকার ছোঁড়াগুলো ঢিল ছুঁড়তে সুরু ক'র্‌বে। আমার ত পিতামহের আমলের একখানি গরদ আছে। তাই কাটিয়ে একটা অঙ্গরাখা তৈয়ার করা'ব মনে ক'র্‌ছি। কি জান বন্ধু, আমার ত এই খাপসুরত চেহারা, তার উপর যদি তুলোভরা গায়ে দিয়ে যাই, হয় ত ধুনুরী ডাকবে আমার পিট থেকেই ধু'নতে সুরু ক'রে দেবে।

তানাজী। হর হর মহাদেও,
তব কার্য্য তুমিই করিবে, মহেশ্বর!

[প্রস্থান।

সদা। ছোঁড়াটার কাছে আমোদের ভান ক'র্‌লে কি হয়, প্রাণের ধড়ফড়ানি ত থা'মছে না বাবা। আমার ইচ্ছে হচ্ছে, শিবাজীর মূর্ত্তি ধরে, দিল্লীর দরবারে দিনকতক রাজার আদরে খেয়ে আসি। আর যদিই কিছু তেমন তেমন ঘটে, ত আমার উপর দিয়েই ফলে যা'বে। বড় সুবিধে বু'ঝছি না। রোশিনারা যদি সত্য সত্যই স্বয়ম্বরা হয়, তা' হ'লে ত সভাস্থলে শিবাজী খুড়োকে খুঁজে পাওয়া ভার হয়ে উ'ঠবে! এই সুঠাম নধর চেহারা

দেখেই তার মুণ্ড ঘুরে যা'বে; হয় ত সেই বেটীই গোয়েন্দা হয়ে নকল শিবাজী ধরিয়ে দেবে। তবে উপায়? হেঁগা মানুষে এত ক'রছে, আর বাড়ী ঘরের মত মানুষকে চুণকাম ক'রতে পারে না গা? তা' হ'লে আমার মত অনেক মেয়ে পুরুষ বেচে যেত। এখন কবি কি? কি আব ক'বব? যাই, ব্রাহ্মণীর সিঁতের সিঁদুরের রঙটা কত খানি ময়লা হ'ল দেখিগে।

প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

—•—

শয়নকক্ষ।

শিবাজী নিদ্রিত।

(ভবানীর প্রবেশ।)

গীত।

মোহনিশা অন্ধকাবে কতকাল জীবগণ,
বহিবে ঘুমাযে সবে স্পন্দহীন অচেতন
বালার্ক মোহন ভাতি, নেহাব নাহি যে রাতি,
অলসতা পবিহবি কব কার্য্যসমাপন।
এসেছ কবিতে কর্ম্ম, কর্ম্ম যে জীবের ধর্ম্ম,
কেন তবে ঘুমঘোবে অভিভূত অকাবণ।

ভবানী। ঘুমাও নন্দন।
মহেশমানসপুত্র আনন্দবর্দ্ধন!
কর সদা বৈরনির্যাতন।

ম্লেচ্ছপদভরে কাতরা ভারত,
চারিদিকে শুনি সদা হাহাকার ধ্বনি,
ঝালাপালা হইল শ্রবণ,
তাই মোর মর্ত্তে আগমন।
পুনঃ কতি ঘুমাও নন্দন,
ফুল্লমনে হের সুস্বপন।

[ভবানীর প্রস্থান।

(ব্যাঙ্কোজীর প্রবেশ।)

ব্যাঙ্কোজী। হাঃ হাঃ পূরিল কামনা!
এতদিনে সফল বাসনা।
ধিকি ধিকি যে আগুন জ্বলিছে হৃদয়ে,
বারিধিবিশালগর্ভে অনল সমান,
আজ তা'র হ'বে অবসান;
জুড়া'ব সকল জ্বালা শিবাজীশোনিতে।
একদিন সুযোগ বুঝিয়ে
সুশীতল নীরে দিনু বিষ মিশাইয়ে,
কিন্তু কোথা হ'তে নাহি জানি,
আসি এক অদ্ভূদকামিনী,
সকলের অলক্ষিতে,
পানপাত্র ফেলে দিলা ভূমে;
শুধু তাহা ব্যাঙ্কোজী হেরিল।
আজি পুনঃ মিলেছে সুযোগ,
আনন্দে নাচিছে মন
প্রহরী যতেক

ভাঙপানে পড়ে অচেতন,
শিবাজীশোণিত আজ করিব দর্শন
শূন্য হবে সিংহাসন,
রাজমাতা হবে আজ আমার জননী,
দাসী হ'য়ে র'বে মোর, বুড়া জিজিবাই
যাই— এক বার দেখি চারি ধার,
অন্তরালে কেহ কোথা আছে কি না আছে।

[প্রস্থান।

(ভবানীর প্রবেশ।)

ভবানী। আরে আরে দুরন্ত ব্যাঙ্কোজা!
তনয়ে আমার চাস করিতে নিধন!
সে দিন যখন—
বিষপাত্র দিলি তুলে শিবাজীর করে,
অলক্ষ্যে সবার দিনু দেখা তোরে,
তবু তোর হ'ল না চৈতন্য?
নিঃসঙ্কোচে নিদ্রা যাও তনয় আমার!
কা'র সাধ্য স্পর্শে তব কেশ!

[প্রস্থান।

(ব্যাঙ্কোজার প্রবেশ।)

ব্যাঙ্কোজী। কেহ নাই—সব বেটা ভাঙে অচেতন,
এই বেলা করি স্বকার্য্যসাধন
ব্যাঙ্কোজা! ব্যাঙ্কোজী!
এতদিনে কণ্টক ঘুচিল তোর।
একি! পুনঃ সেই অদ্ভুদকামিনী

নিবারণ করিছে আমায়।
কে শুনিবে তোর কথা?
আজ আমি মারিব হুহারে,
কিম্বা মরিব নিশ্চয়।
একি—একি—একি দেখি সম্মুখে আমার।
লোলরসনা, করালবদনা,
বিকটদশনা কে ঐ রমণী?
নবঘন জিনি কাল অঙ্গের বরণ,
এলোকেশ উড়িছে পবনে
হেরি করে খপর ভীষণ,
উলঙ্গিনা করে তুহু নৃমুণ্ডমালিনি।
ধক্ ধক্ জ্বলিছে নয়ন,
দপ্ দপ্ করি ভাগে অনলের শিখা,
ওই দেখ, দিগন্ত ছাইয়া ফেলে!
মায়াবিনী নিশ্চয় রমণী,
বিভীষিকা দেখায় আমায়
যেই ব্রতে ব্রতী আমি আজ,
বিভীষিকা আমা হতে পলায় সভয়ে,
নরকের নির্ম্মমতা ছাকিয়া লইয়া,
সযতনে হৃদিমাঝে দিয়াছি স্থান,
কার্য্যসিদ্ধিপথে মোর,
কতবার দিছিস ব্যাঘাত,
আজ তোরে দিব প্রতিফল।
একি—একি একি তোরা রে বিকটবদনা?

কোথা যা'ব—কোথায় পলা'ব ?
ছাড় হাত—ছাড় হাত;
ওহো—গেলুম—মলুম। [পতন।

শিবাজী। কে মোর বলিল শ্রুতিমূলে,
"শত্রু তব পড়ি পদতলে।"
এ কে ব্যাঙ্কোজী!
একি! রুধিরে আপ্লুত তব দেহ!
কে আছ হেথায় ?
ত্বরা যাও চিকিৎসকপাশে,
নহে আমি ভ্রাতৃহারা হই।

ব্যাঙ্কোজী। শুন ভ্রাতঃ, বৃথা আকিঞ্চন,
নিকট শমন,
কি করিবে চিকিৎসক মোর ?
আপনার শিরে আমি হেনেছি অশনি,
উপযুক্ত প্রতিফল দেছেন ভবানী।
নিশাকালে, চুপি চুপি
এসেছিনু প্রাণ তব করিতে হরণ।

শিবাজী। কেন ভাই এ হেন কুমতি ?

ব্যাঙ্কোজী। সর্পসম আচার আমার
হিংসকের খলতাই রীতি।

শিবাজী। কোন্ প্রাণে যাব আমি বিমাতাসদনে ?
কিরূপে বলিব তাঁরে,
সর্ব্বনাশ হয়েছে তোমার ?

ব্যাঙ্কোজী। অন্তিম শয্যায়—

ক্ষমাভিক্ষা মাগি তব পায়।
যাই—যাই—আমি—
ক্ষমা—ক্‌-র-মো—রে।

(মৃত্যু)

শিবাজী। কোথা যাও ফেলিয়ে ভ্রাতাবে?

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রাজপথ।

দুইজন নাগরিক।

১ম। ওহে শু'নছ—বলি দাঁড়াও না হে! হ্যা দেখ, হাতিয়ার বেঁধে তুমি যে একেবারে বড় লোক হয়ে গেলে হে! আমাদের মত গরীবের সঙ্গে আর কথাও কও না যে হে!

২য়। আরে কেও তুমি? চলেছ কোথা?

১ম। নাও কথা—আমি জিজ্ঞ্সনেম তোমাকে, আর তুমি আবার উল্‌টে আমাকে বল যে হে! বলি এত গ্রাম-ভারী হয়ে যাচ্চো কোথা?

২য়। আচ্ছা তুমি কি এ দেশে থাক না?

১ম। এ দেশে থা'কব না ত কোথায় আবার গেলুম?

২য়। তা' না হ'লে আর কোথায় যাচ্চি জিজ্ঞাসা কর।

১ম। আরে ভাই আমরা চাষা ভূষো মানুষ, কোন খবর ত রাখি না।

২য়। বলি, ছত্রপতি যে দিল্লী যাচ্ছেন সে খবর রাখ?

১ম। দিল্লী! কেন? কি ক'রতে?

২য়। তোমার শ্রাদ্ধ ক'রতে। বাদশাহ যে ছত্রপতিকে নিমন্ত্রণ করেছেন, জান না?

১ম। এ্যাঁ বল কি! বাদশা না মোছলমান, ছত্রপতি মোছলমানের ভাত খা'বেন?

২য়। তোর মাথা খা'বেন।

১ম। আমার মাথা!

২য়। তুই ফের কথা ক'বি ত তোকে খুন করে ফে'লব।

১ম। কেন আমি কি ক'রলুম? আচ্ছা সে যা হোক, তুমি কোথায় যাচ্চ তা' ত ব'ললে না।

২য়। ছত্রপতি যে হাজার বাছা সৈন্য সঙ্গে নিচ্ছেন, আমি তা'র মধ্যে একজন।

১ম। তা' হ'লে তুমিও মোছলমানের বাড়ী পাতা পেড়ে খা'বে? ছ্যা ছ্যা ছ্যা!

২য়। খাই খা'ব, তা' তোর বাবার কি?

১ম। আমার বাবার ত অনেক দিন কাল হয়েছেন।

২য়। তোমারও হ'ক।

১ম। কি হে, তুমি গালাগালি দাও কেন হে? তোমার খাই না পরি? আরে একি? মার কেন হে বাপু? আরে এ ত ভাল জ্বালা!

[উভয়ের প্রস্থান।

(সদাসুখের প্রবেশ)

সদা। এই ত ... গেল।

গরদের অঙ্গরাখাটা গায়ে বড় মন্দ মানায় নি, তবে বুড়ো বলেই যা বল। হ'লেই বা বুড়ো, এতেই গৃহিণী বিদায়ের সময় কেঁদে ভাসিয়ে দিলে, আমিও একটু কেঁদে প্রেমটি ঘনীভূত ক'রবার চেষ্টা ক'রলুম, কিন্তু পোড়া চ'খে এক বিন্দুও জল এল না! চ'লেছি ত ছত্রপতির সঙ্গে দিল্লীতে, কিন্তু সেখানে গিয়ে কি ভাব দাঁড়ায় তা' ত ব'লতে পারি না। এখন ঘরের ছেলে থানকে থান ঘরে ফি'রতে পা'রলে বাঁচি। তানাজীটা সঙ্গে যাচ্ছে, বিরহ যন্ত্রণাটা তা'র সঙ্গে কথাবার্ত্তা ক'য়ে তবু কতকটা কম অনুভব করা যা'বে।

(প্রথম নাগরিকের প্রবেশ)

১ম। ঠাকুর মশায, প্রণাম, কতদূর যাওয়া হবেন?

সদা। ফিরে এসে ব'লব বাপু।

১ম। একি আজ্ঞা ক'রছেন?

সদা। কেন, অবাক হলে যে? তোমার কি বোধ হয় আর ফি'রব না।

১ম। আজ্ঞে তা' নয়, আমি জিজ্ঞাসা ক'রছিলুম কত দূরে যাবেন।

সদা। আমি ত তা'র উত্তর দিয়েছি—আবার ব'লতে হ'বে কি? হাঁ করে রইলে যে? কতদূরে যা'ব নেহাত না শুনে ছা'ড়ছ না দে'খছি। আচ্ছা আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এই যায়গাটা, যেখানে যাব সেখান থেকে কতদূর ব'লতে পাব?

১ম। আজ্ঞে তা'ই ত আমি জিজ্ঞাসা ক'রছি!

সদা। তা'ই জিজ্ঞাসা ক'রছ ? তুমি জিজ্ঞাসা ক'রছ, এখান থেকে সে যায়গাটা কতদুর, আমি প্রশ্ন ক'রছি সেখান থেকে এস্থান কতদুর।

১ম। তা' কি ক'রে জা'নব।

সদা। তা' হ'লে তুমিও আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পা'রলে না, আমিও পা'রলুম না, শোধ বোধ হ'য়ে গেল।

১ম। আজ্ঞে ও কথা ব'লবেন না,তা হ'লে আমার অকল্যেণ হবেন।

সদা। হয়, তা'র আর কি ক'রছি বল। এখন তোমার কোথা গমন হ'চ্ছেন ?

১ম। আজ্ঞে, তলওয়ার খানা শানা'তে দিয়েছি, তাই সে খানা আনতে যাচ্ছি। প্রণাম—

সদা। শোন, একবার তানাজীর নিকট যাও দেখি।

১ম। যে আজ্ঞে। (প্রস্থানোদ্যত)

সদা। বলি যাও কোথা ?

১ম। আজ্ঞে আপনি যে ব'ললে সেনাপতির নিকট যেতে।

সদা। তা'ত ব'ললুম। কিন্তু কি বলবে তা' আগে শোন, তবে ত যাবে।

১ম। তা বটে।

সদা। তাঁ'কে বলগে আমি যাত্রা ক'রে বেরিয়েছি, তিনিও যেন শীঘ্র যাত্রা করেন।

১ম। যে আজ্ঞে, তা' বুঝেছি। তা' আপনারা কোথায় যাত্রা ক'রতে যাচ্ছেন ?

সদা। সে কথা পরে ব'লব। এখন যাও, সেনাপতিকে খবর দাও।

১ম। যে আজ্ঞে—কি যাত্রা ঠাকুর মশাই?

সদা। ওরে বেটা গঙ্গাযাত্রা—যা যা দেরী করিস নি।

১ম। যে আজ্ঞে—(স্বগতঃ) বামযাত্রাই জানতুম, গঙ্গাযাত্রা আবার কি?

সদা। এখন যাওয়া যা'ক—দুগা শ্রীহরি! লোকটার সঙ্গে দেখা হল ভালই হ'ল, একটু পরিশ্রম বেচে গেল। আচ্ছা, চেহারাটা আমার কি নেহাত নিন্দের?

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

—০-

ভবানী মন্দির।

জিজি। শিবরাণি!

পাষাণ প্রতিমা পূজি পাষাণ হইয়ে,
পাঠা'ব পুত্রেরে মম
শিশু পৌত্র সহ সিংহের বিবরে।
দয়াময়ি! দেখ গো দুর্দ্দিনে
দুখিনীর আঁখি তারা দুটি।
শুনিয়াছি দিল্লীব সম্রাট
বড় স্বার্থপর, নির্ম্মমপ্রকৃতি;

সিংহাসন তরে,
কারাগারে পাঠায়েছে পিতারে আপন,
ভ্রাতাগণে বধিয়াছে অশেষ কৌশলে।
পাছে বিস্তারি কৌশলজাল,
বন্দী করে, বধ করে শিব্বারে আমার,
তাই গো শঙ্করি! শঙ্কায় আকুল প্রাণ।
নহে সম্মুখ সমরে পাঠাতে পুত্রেরে,
কাতরতা কভু মোরে করে নি আশ্রয়;
নিজ করে করাল কৃপাণ,
দিছি তুলে সন্তানের করে।

সই। (ধ্যানান্তে) মাগো! একি দৃশ্য দেখিনু নয়নে,
ধ্যানযোগে বসাইয়ে হৃদি পদ্মাসনে,
পূজিতেছিলাম মাতঃ
ইষ্ট-দেবী যুগলচরণ।
দেখিলাম দেবীমূর্ত্তি এক দশভুজা,
অষ্ট ভুজে অষ্ট প্রহরণ,
অন্য দুই ভুজ স্থাপিত মস্তকে
পতির, পুত্রের মম।
হাসি হাসি কহিলা জননী,
"যাঁর ইষ্ট তরে,
পূজিছ আমারে পতিব্রতে,
ব্রতী তিনি দেশ হিত ব্রতে,
আমার আদেশে।
নাহি ভয়—

মাতৃকার্য্যে নিয়োজিত যেই,
দশভুজ প্রসারিয়া মম,
দশ দিকে রক্ষিব তাহারে।”
এই বলি অদৃশ্যা হইলা মাতা!

জিজি। সই! ধন্যা তুমি,
ধন্য জন্ম, ধন্য কর্ম্ম তব,
ধন্যা আমি পাইয়ে তোমায়
পুত্রবধূ রূপে।
ইষ্টদেবী চরণ দর্শন
ঘটিয়াছে ভাগ্যে তব,
ধন্যা তুমি নারীকুলে।
তব সীমন্ত-সিন্দূর-প্রভা
দিগন্ত করিবে আলো,
বর্ম্মরূপে রক্ষিবে শিবারে
সদা শত্রু কর হ'তে।

(শিবাজী ও শম্ভাজীর প্রবেশ।)

শম্ভা। শত্রু—কোথা শত্রু?
নাহি ভয়, পিতামহি!
দেখ, কি সুন্দর অসি
নিজ করে দিয়াছেন পিতা,
একটী আঘাতে এর,
শত্রুশির কাটিয়া পাড়িব।

জিজি। বৎস, সিংহ শিশু তুমি,
এই তব যোগ্য কথা।

শিব্বা, শিশু মুখে বীর-কথা
শিশু অঙ্গে বীর সাজ,
অতি শোভাকর,
শিশু চন্দ্র-কলা সম।

শম্ভা। এই সাজ
নিজ করে মাতা মোরে দেছেন পরা'য়ে।

সই। বীর-সাজে সাজা'য়ে শম্ভারে
আজি আনন্দসাগর উদ্বেলিত মোর।

শিবাজী। যেই দিন হিন্দুগণ বালকে আপন,
বিলাস পুত্তলি বিনিময়ে,
বীরসাজে সাজা'বে সোহাগে,
সেই দিন ভারতের ভাগ্যরবি
দিবে দেখা গগণের পটে।
বৎস! ভবানী প্রণাম করি,
গুরুজন পদধূলি করহ গ্রহণ! [শম্ভাজীর তথাকরণ।]

জিজি। করি আশীর্ব্বাদ,
রক্ষা ক'র পিতার গৌরব। [মস্তক চুম্বন।],

সই। হও মাতৃভূমি সুযোগ্য সন্তান। [মস্তক ও মুখচুম্বন।]
প্রভো!
আজি ধ্যান যোগে দয়াময়ী দিয়া দেখা,
দিয়াছেন আশ্বাস আমায়,
রক্ষিবেন পতি পুত্রে মম,
ছায়া যথা ঢাকে রবিকর।

শিবাজী। অশেষ করুণা তাঁ'র অধমের প্রতি।

সই। শম্ভা! কহিয়াছি বার বার,
পুনঃ শেষ শিক্ষা দিতেছি তোমায়,
সম্রাটসমৃদ্ধি হেরি,
ঝলসিয়া যেন তব না যায় নয়ন;
বিলাসিতা মনোমাঝে
না দিও আশ্রয়,
ভুলিও না মহারাষ্ট্র সার ধর্ম্ম,
জীবনের কঠোরতা।

শম্ভা। মাতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য্য মোর।

শিব। জগদম্বে!
দেবাসুর সংগ্রামসময়ে,
সাধুদের পরিত্রাণ হেতু,
দুষ্কৃতের বিনাশ কারণ
ধরি নানা প্রহরণ
করেছিলে ভীষণ সমর অভিনয়।
আজি কেন গো, জননি!
অযোগ্য সন্তান পরে দিতেছ এ ভার?
ক্ষত্রবংশে লভিয়া জনম,
যাইতেছি মাতঃ সুদূর দিল্লীতে
বিদেশীর, বিধর্ম্মীর পদতলে.
সুতসহ লইতে আসন
হৃদাসীনা দেবি!
দে'খ মোর সাধে যেন না ঘটে প্রমাদ। [প্রণাম।

———

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দেওয়ান খাস।

(আরাংজেব, দানেশমন্দ, উজীর, সায়েস্তাখাঁ, যশোবন্ত-
সিংহ ও ওমরাহগণ।)

আরাং। শুনেছ ত, ওমরাহগণ!
মহারাষ্ট্রদস্যুপতি
আসিয়াছে রাজদরশনে?

যশো। বাচালতা ক্ষম জাঁহাপনা!
বিদ্রোহী হইতে পারে,
কিন্তু নহে দস্যু, শিবাজীভূপাল।

উজীর। কি সাধ্য আমার প্রভো,
দিল্লীশ্বরে প্রদানি মন্ত্রণা?
কিন্তু মিত্রতার ডোরে বাঁধিলে তাহারে,
দক্ষিণে প্রতাপ তব অক্ষুণ্ণ রহিবে।

দানেশ। মূঢ়জনে ক্ষমহ খামিন্!
সম্রাটের আমন্ত্রণমত,
উপনীত মহারাষ্ট্র দিল্লীর দুয়ারে,
সমুচিত অভ্যর্থনা বিহিত মোদের।

আরাং। এত কথা কিসের লাগিয়ে?

দিল্লীশ্বর জানে ভাল রাজধর্ম্ম কিবা,
হিতাহিতজ্ঞান আছে অন্তরে তাহার।
সম্মানে মণ্ডিত করি, সখ্যতা বন্ধনে
মহারাষ্ট্রে বাঁধিব নিশ্চয়।
রামসিংহ কুমারের করে,
প্রদানিছি শিবাজীর অভ্যর্থনা ভার,
সুসজ্জিতা হয়েছে নগরী ;
সম্রাট রাখিতে জানে বীরের সম্মান।

সায়েস্তা। অধমজনের প্রতি
আছে তব অপার করুণা,
তাই বলি—
শিবাজী দস্যুরে কভু বিশ্বাস কর না।
জে'ন তারে মায়াবী শয়তান,
ধরিয়ে মনুষ্যদেহ, ভ্রমে ধরাধামে !
নহে অলক্ষিতে পুনায় প্রবেশি,
এক লম্ফে শতহস্ত শূন্যপথে উঠি,
পারে কি পশিতে নর প্রাসাদে আমার ?
হেরিয়ে তাহারে,
অসিকরে যবে আমি ধাইনু পশ্চাতে,
বিড় বিড় করি কি মন্ত্র বলিল,
অচল হইল কর,
তিনটি অঙ্গুলি মোর খসিয়া পড়িল ;
অকস্মাৎ ভূতল ভেদিযা,
লক্ষ সৈন্য যেন হইল উদয় !

শুধু সেই মায়ার প্রভাবে,
আফ্‌গান আফ্‌জল খাঁরে,
পাঠাইলা শমনসদন।
সরল অন্তর তব,
কুটিলতা নহ অবগত –
পুনঃ কহি তাই,
বিশ্বাস ক'র না কভু মায়াবী পিশাচে।

যশো। (স্বগতঃ) আহা অঙ্গুলির শোকে ক্ষিপ্ত সেনাপতি।
অবিদিত নহে কথা সমগ্র ভারতে,
মাত্র পঞ্চবিংশ মহারাষ্ট্র,
পুনার দুর্ভেদ্য দুর্গ করেছে গ্রহণ।

(শিবাজী ও শম্ভাজী সহ রামসিংহের প্রবেশ।)

রাম। সাহান্‌সা সম্রাট্‌সকাশে,
উপনীত উপহার লয়ে,
অসীম বিক্রমশালী মহারাষ্ট্রপতি।

আরাং। স্বাগত এ দিল্লীধামে, মহারাষ্ট্রবীর!
অংশুমালী উদিবার আগে,
উষাকালে যথা,
বিভা তার দেয় দেখা আকাশের গায়;
সেই মত বহুদূর হ'তে,
সুবিমল যশোভাতি তব
আলোকিত৷ করিয়াছে এ মহানগরী।
কেবা ওই সুন্দর বালক?
সিংহশিশু শিবাজীসন্তান বুঝি?

শম্ভাজী। হর হর শঙ্কর। (১)
জয় মা ভবানি। (২)
জয়মাতা জিজিবাই। (৩) (অভিবাদন)

(রামসিংহ শম্ভাজীকে আবৃত করিয়া দণ্ডায়মান।)

আরাং। রামসিংহ!
আবরিত করিও না সুন্দর কুমারে,
মোর দৃষ্টিপথ হতে।
কি বলে বালক?

রাম। সম্রাটের জয়গান করিছে কুমার।

আরাং। বড় প্রীত হইলাম শুনি;
মহারাষ্ট্রে শিখিয়াছে এই যশোগীতি?
না জয়সিংহ রাজার তনয়,
সহবৎ দিয়াছে কুমারে?
শুনহ উজীর!
সার্দ্ধলক্ষ সেনা কর কাবুলে প্রেরণ,
আরাকানে সার্দ্ধলক্ষ করুক গমন।

শিবাজী। (স্বগতঃ) ওহোঃ এত অপমান!
হেথা আমি জোড়করে ভিক্ষুকের মত,
কাতরনয়নে আছি দ্বারে দাঁড়াইয়ে,
হোথা উনি সমৃদ্ধির সমুচ্চশিখরে,
ময়ূরআসনে বসি,
অবকাশ নাহি পান ফিরা'তে নয়ন!
এই হেতু যত্নে নিমন্ত্রণ?
এই হেতু মিত্রতার ভাণ?

আরাং। উজীর। সম্মানভূষণ দেহ মহারাষ্ট্রবীরে।

উজীর। সম্রাট্ সাহান্সাহ দিল্লীর ঈশ্বর,
আলম্গীর নাম যাঁ'র সর্ব্বগুণাকর,
প্রতাপে যাঁহার হয় কম্পান্বিতা ধরা,
কীর্ত্তিগাথা ত্রিভুবনে যাঁ'র,
বীর্য্যবান্ মহারাষ্ট্র শিবাজীশ্বরেরে,
পঞ্চহাজারীর পদে করিলা বরণ।

শিবাজী। (স্বগতঃ) অসহ্য এ অপমান বীরের হৃদয়ে।
প্রতাপ রাণার বংশে জনম যাহার,
যার তেজে কম্পমান দিল্লীসিংহাসন,
অধীনে যাহার লক্ষ সবলাসৈনিক,
সে শিবাজী—স্মরিতে হৃদয় ফাটে,
সে শিবাজী পঞ্চমহাজারী।
ঘৃণিত কুক্কুরসম,
করিবে উদরপূর্ত্তি মেচ্ছের প্রসাদে?
মৃত্যু কেন না হ'ল আমার?

উজীর। সম্মানের শিরস্ত্রাণ ধর বীরবর।

শিবাজী। ক্ষমা কর উজীরপ্রবর।
শিরস্ত্রাণে নাহি মোর কোন প্রয়োজন।
নিজকরে করিয়ে নির্ম্মাণ,
শিরস্ত্রাণ ধরেছি মস্তকে,
নাহি মোর অন্য আকিঞ্চন।

আরাং। নাহি মাগ সম্রাট্‌সম্মান?

শিবাজী। কৃপা ক'রে কঙ্কণপ্রদেশে,

বাদসাহ যদি কভু করেন গমন,
হেরি তবে জুড়াবে নয়ন,
কত শত পঞ্চমহাজারী,
কার্য্য করে শিবাজীঅধীনে,
ক্ষীণকরে খর্পর না ধরে কেহ।

আরাং। পথশ্রমে বিকৃত মস্তিষ্ক তব মহারাষ্ট্রবীর!
তাই দিল্লীর দরবারে আসি,
কহিতেছ প্রলাপবচন।
যাও এবে বিশ্রাম লভগে রাজা,
প্রকৃতিস্থ হলে,
পাইবে আবার তুমি সম্রাটদর্শন।

[শম্ভাজী সহ শিবাজীর প্রস্থান।

রাম জাঁহাপনা!
পিতা মোর বাক্যদত্ত শিবাজী সকাশে।

আরং। অবিদিত নহে কথা সম্রাটের পাশে;
কিছু দিন গতে—
সসম্মানে মহারাষ্ট্রে করিব বিদায়।

রাম। বড় সুখীহনু জাঁহাপ'না।
নাহি হবে কেন,
আকবর সাহের বংশে,
কে কোথায় বাক্য কবে করেছে অন্যথা?
স্থাপিত মোগলধ্বজা বিজাপুর দেশে,
রাজপুতসেনা লয়ে নিজ বাহুবলে,

পূজনীয় জনক আমাব,
সমগ্র দক্ষিণ দেশ করেছেন জয়।
কিন্তু দিন দিন হন চমূক্ষীণ,
তা'ই সম্রাট্‌সকাশে,
সৈন্য কিছু করেন কামনা।
সকলি ত জান জাহাপনা,
সাহায্যে বিলম্ব দেখি,
পুত্রে তাঁব কহেছেন করিতে প্রার্থনা।

আবাং। শূরশ্রেষ্ঠ অম্বরঅধিপ,
জয়শ্রী সদাই শুনি সহচরী তাঁ'ব,
অজেয় অম্বরসেনা বিখ্যাতভুবনে,
অদ্ভুত এ কথা, আজ অক্ষম অম্বর!

রাম। নহে প্রভু অক্ষম অম্বব!
মনুষ্যের সাধ্য যাহা,
পিতা মোব করেছে সাধন।
পতিত বিষম দাযে জনক আমাব,
তা' না হ'লে ভিক্ষা নহে অম্বরের রীতি।
কব প্রভু সাহায্যপ্রেরণ,
নহে পিতা মোব হারা'বে জীবন।

আরং। অসম্ভব সাহায্য প্রেবণ।

রাম। রাজকার্য্যে শুক্লকেশ জনক আমার,
পতিত বিষম দাযে আজি,
কেহ নাহি উদ্ধারিতে তায়?
অম্লানবদনে কহিলে রাজন।

"অসম্ভব সাহায্যপ্রেরণ" !
করজোড়ে যাচি জানু পাতি,
দেহ প্রভু দাসে অনুমতি,
রণাঙ্গনে করিতে গমন।
জয়সিংহ রাজার তনয়,
কাতরনয়নে চাহে মুখপানে,
দেহ আজ্ঞা—নহে আমি পিতৃহারা হই।

আরাং। অল্পবুদ্ধি তুমি হে কুমার,
তাই হেন প্রলাপবচন !
সিংহবীর্য্য জনক তোমার,
নাহিক সংশয়, করি শত্রুজয়,
অবিলম্বে ফিরিবে দিল্লীতে।

রাম। হা পিতঃ !
কোথা তুমি আছ এ সময় ?
তোমার বিপদ শুনি,
কুলাঙ্গার পুত্র তব নিশ্চেষ্ট রহিল !

[প্রস্থান।

আরাং। অদ্য হ'ল দরবার শেষ,
উজীর ক্ষণেক রহ মোর পাশে।

[উজীর ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(স্বগতঃ) অবোধ বালক !
অশ্রু তব গলাইবে আমার হৃদয় ?
সহোদরতপ্তরক্তে করিয়াছি স্নান,
পুত্রশোকাতুর পিতার নয়নে,

ঝর ঝরে ঝরিয়াছে উত্তপ্ত শোণিত,
তবু কভু কাঁপেনি হৃদয়।
হয় নাই কণামাত্র করুণা বিকাশ!
বজ্রের সারাংশ দিয়া নির্ম্মিত এ হৃদি,
কোমলতা কোথা পাবে স্থান?
পিতা তোর অতি বীর্য্যবান্,
বাক্যদান করেছে কাফেরে,
কি কুক্ষণে পতিত সে মম পথে,
ঘৃণ্যকীটসম তা'য় দলিব চরণে।

উজীর। কি আদেশ দাস এবে করিবে পালন?

আরাং। শিবাজী প্রাসাদ বেড়ি,
রহে যেন দিবানিশি সতর্ক প্রহরী।
কহে দাও নগর কোটালে.
জয়সিংহপুত্র যেন
নাহি যায় নগর বাহিরে,
ওস্‌মানে প্রের মোর পাশে।

। উজীরের প্রস্থান।

এতদিনে পূর্ণ মনস্কাম।
পর্ব্বতমূষিক আজ আরাংজেবজালে।
যতদিন জয়সিংহ রহিবে এ ভবে,
পারিব না শিবাজীরে করিতে সংহার।

(ওস্‌মানের প্রবেশ।)

ওস। কি হেতু সাহান্ সাহ স্মরেছ দাসেরে?

আরাং। দিব তোমা অন্য এক গুরুকার্য্যভার,

পার যদি করিতে সাধন,
নিজ করে মুক্তাহার দিব তব গলে।

ওস। কবে দাস, কহ জাঁহাপনা,
বিমুখ হয়েছে তব আদেশ পালনে?

আরাং। এই তব উপযুক্ত বাণী;
লহ অঙ্গুরীয় এই রাজনামাঙ্কিত।
যাও ত্বরা দক্ষিণপ্রদেশে,
সাজাদা মোজেমপাশে।
কহ তারে--
ভক্তি যদি থাকে তা'র আমার উপর,
সাধ যদি থাকে সিংহাসনে,
করে যেন বিদ্রোহের ভাণ।
যে যে সেনাপতি, হিন্দু বা যবন,
যোগ দিতে করিবে বাসনা,
পাঠাইয়া দেয় যেন তাহাদের নাম।
আর এক কথা
জয়সিংহ রাজা আছে তাহার সকাশে,
বড় স্নেহ করে বৃদ্ধ সাজাদা মোজেমে,
সাহায্যে তাহার মত করিবে নিশ্চয়।
ধর এই চূর্ণ টুকু,
কোনরূপে মিশাইও তাম্বুলে তাহার।

[ওসমানের প্রস্থান।

জানি আমি মোজেম তোমায়,
আছে তব সিংহাসনে সাধ।

কর যদি বিদ্রোহের ভাণ,
অসন্তুষ্ট সেনাপতিগণে
ভালরূপে চিনিব এবার।
পরন্তু হইবে যবে সত্যই বিদ্রোহী,
কেহ না করিবে আর বিশ্বাসস্থাপন।
শিবাজী—শিবাজী—
রাজ অনুগ্রহছায়ে আরও কিছু দিন,
রহ মুগ্ধ নিশ্চিন্তনিদ্রায়,
তার পর—তার পর
তব নাম লুপ্ত হবে জয়সিংহ সনে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—o—

পুষ্পবাটীকা।

শিবাজী।

শিবাজী। পর্ব্বতমূষিক আজ আরাংজেব জালে!
স্বেচ্ছায় পরিনু পায়ে কঠিন শৃঙ্খল,
বুদ্ধিদোষে মজাইনু মহারাষ্ট্রদেশ!
ঠেলি সুহৃদের বাণী,
না মানিয়ে মাতার নিষেধ,
জয়সিংহ বাক্যোপরি করিয়ে নির্ভর,

ক্ষুধিত শার্দ্দুল পাশে
আপনারে নিবেদন করিনু আপনি !
মরি তাহে ক্ষতি কিছু নাই,
কিন্তু জন্মভূমি জননীর সব আশা
চিরতরে হইবে নির্ম্মূল !
আর শম্ভা সইয়ের অঞ্চল নিধি,
কি হইবে তার !
কে জানিত,
বিশ্বাসঘাতক শঠ সম্রাট্ এমন ?
কোন মতে তোমার কবল হ'তে,
যদি আমি পারি পলাইতে,
জ্বালাইব যে ভীষণ সমর অনল,
জে'ন আরাংজেব
ভস্ম হয়ে যাবে তায় দিল্লী সিংহাসন ;

(তানাজী সহ রামসিংহের প্রবেশ)

স্বাগত কুমার !
অসময়ে কিবা প্রয়োজন ?

রাম। বাক্যদত্ত পিতা তব পাশে
দুর্ম্মতি সম্রাট্ করে সে বাক্যহেলন ;
তোমার সাহায্য তরে,
প্রাণ যদি হয় প্রয়োজন,
অবহেলে তা করে করিব অর্পণ।

শিবাজী। ভাবনার নাহিক কারণ ;
সত্য বটে সুচতুর আরাংজেব,

কিন্তু সে বিদ্যায়,
শিশু নহে মহারাষ্ট্রপতি।
খেলা এবে চতুরে চতুরে ;
হীরকের সূক্ষ্ম অগ্রভাগে,
হয় যথা হীরক কর্ত্তিত,
সেই মত হিন্দুচতুরতা,
করিবে খণ্ডন যত যবনচাতুরী।
সুখস্বপ্নে মগ্ন দিল্লীশ্বর,
শিবাজীরে বন্দী করি বড় প্রীতমনাঃ
ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপিয়া নয়নে তোমার,
দিব যবে নিদ্রা ভাঙ্গাইয়ে,
নিবারিযে চক্ষুজ্বালা হেরিবে তখন,
উড়ে গেছে সাধের বিহঙ্গ,
ঝরে গেছে আকাশকুসুম।

রাম। বুঝিতে না পারি,
কি উপায় আছে বীরবর ?
সশস্ত্র প্রহরী সদা প্রাসাদচৌদিকে,
অসংখ্য মোগলসেনা নিবসে দিল্লীতে,
কি করিবে সহস্রৈক মবলাসৈনিক ?

শিবাজী। তানাজী !
অনুমতি দেছে কি সম্রাট্,
মবলাসৈনিকগণে,
ফিরে যেতে তাহাদের পার্ব্বত্যআবাসে ?
দিল্লীর এ জলবায়ু সহ্য হবে কেন ?

তানাজী। অনুমতি দেছে আরাংজেব ;
কিন্তু প্রভো কোনপ্রাণে, সৈন্যগণে
দেহ আজ্ঞা ফিরিতে ভবনে ?
মবলারা নহেত কৃতঘ্ন ;
তোমারে বিপদে ফেলি,
পলাইবে প্রাণ লযে মহারাষ্ট্রদেশে ?
স্পৃহনীয় এত কি জীবন ?
এক মত সৈন্যগণ— চাহে সবে,
বিপদের অংশ তব করিতে গ্রহণ,
কিম্বা দিতে তব সাথে প্রাণবিসর্জ্জন।

শিবাজী। বুদ্ধিমান্ তুমি মোর বাল্যসহচর,
অজ্ঞানের মত আজ কেন আচরণ ?
সৈন্যগণে বুঝাও যতনে,
দিল্লীতে রহিলে সবে,
হবে মোর বিপদবর্দ্ধন,
ত্বরা যেন করে মম আদেশ পালন।

তানাজী। ছায়াসম দাস কিন্তু রহিবে পশ্চাতে,
কোন যুক্তি না পশিবে তাহার শ্রবণে।

রাম। হে রাজন্ !
বুঝিতে না পারি তব আচরণ !
সৈন্যগণে প্রদানি বিদায়,
রবে একা সহায়বিহীন,
এই শত্রুপুরী মাঝে ?

শিবাজী। শক্তিরূপা ভবানী সহায় যার,

বল দেখি কি ভয় তাহার ?
কিবা ছার দিল্লীশ্বর বল না কুমার ?
বিচ্ছিন্ন শাবক হতে কূর্ম্মমাতা যথা,
বহুদূরে, শুধু কামনার বলে,
সজীব রাখয়ে যত আপন সন্তানে,
কিন্তু যদি কূর্ম্মমাতা হারায় জীবন,
তখনি পঞ্চত্ব পায় শাবকনিচয় ;
সেই মত যত দিন মাতা জিজিবাই,
সতত করিবে মোর কল্যাণকামনা,
নাহি র'বে কোনরূপ বিপদভাবনা।
জে'ন মনে—তত দিন
শিবাজীঅস্তিত্বলোপ কখন হ'বে না।
মাতার চরণধূলি ধরিয়ে মস্তকে,
কোন কর্ম্মে হলে আগুয়ান,
কখন হয় না তার ব্যর্থ মনস্কাম।

রাম। ধন্য মাতৃভক্তি ! ধন্য তুমি নরমণি !
মাতৃভক্তযোধ সদা অজেয় ভুবনে,
কি এক অদ্ভুত বল সদা তা'র মনে!
মহারাজ ! বিদায় এখন,
আর মোর নাহি কিছু ভয়ের কারণ।

শিবাজী। তানাজী !
পথ প্রদর্শিয়ে যাও কুমারের সনে।

[তানাজী ও রামসিংহের প্রস্থান।

(ভবানীর প্রবেশ)

গীত।

একবার ভাব দেখি রে হৃদয় ভরে,
জ্ঞানের অতীত, জ্ঞান ব্যতীত, অজ্ঞানে কি চিনতে পারে।
কভু মৃণালেতে মাথা রাখি, নিদ্রাযোগে স্বপ্ন দেখি,
কত শত গ্রহ তারা পায় লয় সে মনোপুরে।
কভু অতি সূক্ষ্ম পথ মধ্যে, ঘুরে বেড়াই পদ্মে পদ্মে,
কভু শুনি বীণাধ্বনি, যত্নে গাঁথা তারের হারে।
যে জন ভাবুক হয়, সে আমারে ভেবে লয়,
দেখে চেয়ে, কাল মেয়ে, বাঁধা আছে প্রেমের ডোরে।

শিবাজী। প্রণমি, জননি!
এতদিনে দয়া তব হ'ল কি, পাষাণি!
একি মা কল্যাণি!
ভ্রূকুটীর ঘনছায়া কেন মা নয়নে?
কোন্ দোষে কহ, দাস দোষী শ্রীচরণে?

ভবানী। উচ্চকার্য্যে ব্রতী যেই জন,
ধর্ম্মরক্ষাব্রত যেই করেছে ধারণ,
তার প্রাণে কৌতুহল এতই প্রবল?
এতদূর আত্মহারা তুমি,
ঠেলি সুহৃদের বাণী,
না মানিয়ে নিষেধ কাহার(ও),
অনায়াসে আসিলে দিল্লীতে,
সপুত্রক করিবারে আত্মসমর্পণ,
দেশবৈরী যবনের পাশে!

লজ্জা নাহি হয, হেরি বুদ্ধিবিপর্য্যয় ?
একবার ভাবিলে না,
জন্মভূমি জননীব কথা ?

শিবাজী। ক্ষমা কর, মাতঃ!
অন্তর্যামী জগৎজননি,
অবিদিত কিবা আছে তব ?
সত্য আমি কৌতূহল বশে,
আসিযাছি ইন্দ্রপ্রস্থে।
যথা ধর্ম্ম অবতার ধর্ম্মের নন্দন,
স্বযং শাসনদণ্ড করিলা ধারণ,
কত লীলা করেছেন নর-নারাযণ ;
যথা বীরত্বআধার পৃথ্বীরাজ ভূপ
কত কীর্ত্তিস্তম্ভ করিলা স্থাপন ;
যথা, স্মরিতে হৃদয ফাটে,
একতা অভাবে হ'ল হিন্দুব পতন,
স্বাধীনতারবি যথা
চিরতরে হ'ল অস্তমিত ;
সেই ইন্দ্রপ্রস্থ দরশনে,
কার নাহি সাধ হয, মাতঃ!
দয়া যদি করেছ, জননি!
তবে বল মোরে,
পারিব কি রক্ষিতে শত্তাবে
বিশ্বাসঘাতক এই দস্যুকর হ'তে ?

ভবানী। আমার মানসপুত্র
পশুসম ত্যজিবে না প্রাণ,
বন্দী কভু রবে না সে যবনের করে।
যে সঙ্কল্প হৃদয়ে তোমার,
অবিলম্বে কর তাহা কার্য্যে পরিণত।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পুনার প্রাসাদ।

জিজিবাই ও সইবাই।

সই। মা গো!
নিশাশেষে দুঃস্বপন হেরিনু ভীষণ,
সেই হতে হৃদি মোর কাঁপে ঘন ঘন।
যেন বিশ্বাসঘাতক, শঠ আরাংজেব
বন্দী করি রাখিয়াছে
সপুত্রক পতিরে আমার।
বল, বল, কি হবে, জননি!

জিজি। অধীরা হ'ওনা বালা,
আমারও হৃদয়পটে,
পড়িয়াছে বিপদের ছায়া;

কে যেন আমার কহে কর্ণমূলে,
"নয়ন আনন্দ তোর পতিত বিপদে।"

সই। ইষ্টদেবি! শিবসীমন্তিনি!
এই কি গো ছিল মনে তোর?
পাষাণ হইয়ে, ওগো পাষাণতনয়ে,
শিশু পুত্রে দিয়েছি পাঠা'য়ে
হায় সর্পের বিবরে,
তোর পদ স্মরি, মাতঃ!
এই কি গো পরিণাম তা'র?

জিজি। বীরমাতা! বীরের দয়িতা!
এই কি কর্ত্তব্য তব?
কর্ত্তব্য কর্ম্মেতে সব দিয়ে জলাঞ্জলি,
এসেছ ঢালিতে তুমি নয়নের বারি?
ভেবেছ কি শিবা কেহ নহে মোর?
ভেবেছ কি জল নাই বৃদ্ধার নয়নে?
কার্য্য—কার্য্য—শতকার্য্য সম্মুখে মোদের।

সই। সত্য কথা—ক্ষমা কর, মাতঃ!
হৃদয়আবেগে ক্ষণেকের তরে,
ভুলেছিনু কর্ত্তব্য আপন।
এই দণ্ডে পেশোয়াপ্রবরে,
আর আর সেনাপতিগণে,
আদেশ করহ মাতঃ, আসিতে এখানে।

(রঘুনাথ, নেতাজী ও অন্নজীর প্রবেশ)

রঘু। মর্ম্মভেদী দুঃসংবাদ করিয়ে বহন,

এসেছে অধম,
মুখে নাহি সরে বাণী, মাতঃ !
এ সংবাদ দানিবার আগে,
কেন নাহি বজ্রাঘাত হ'ল শিরে মোর !

জিজি। কি সংবাদ পেশোয়া প্রবর ?
নরাধম সম্রাট্ কৌশলে,
বন্দী বুঝি শিব্বা মোর শম্ভার সহিত ?

নেতাজী। হায় মাতঃ ! নিদারুণ সত্য এ বারতা।
গুপ্তচর আমাদের দিয়াছে সংবাদ,
বন্দীকৃত ছত্রপতি কুমারের সাথে।
তা'ই মাতা করিয়াছি তব পদাশ্রয়, .
কর্ত্তব্যের নিরূপণ তরে।

অন্নজী। কর্ত্তব্যের নিরূপণ কিবা !
কি আর কর্ত্তব্য ?
এই দণ্ডে লয়ে সাথে সবলা বাহিনী,
ক্ষিপ্ত উল্কাপিণ্ড সম,
দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হযে,
যাইব দিল্লীর পথে।
উপাড়িব হিমাচল,
শুকা'ব সাগর নীর,
বিধি যদি হন প্রতিবাদী,
বিদারিব হৃৎপিণ্ড তাঁ'র
নখাঘাতে ছিঁড়ি মুণ্ড আরাংজেবের,
সেই রক্তমাখা হাতে,

উদ্ধারিব প্রভুরে মোদের,
মহারাষ্ট্র আশাতরু ভারত-জীবন।

নেতাজী। সত্য মাতঃ, ক্ষিপ্ত আজি কঙ্কন প্রদেশ।
ওই দেখ শত শত বীর একত্রিত,
কাতারে কাতারে ছোটে মহারাষ্ট্রনারী,
বালকের দল লয়ে তরবারি,
আসে ধেয়ে, ছত্রপতি তরে
বিসর্জ্জিতে জীবন আপন।
ধরি পায়, আজ্ঞা দেহ মাতঃ,
প্রতিহিংসা করিতে গ্রহণ।

রঘু। প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা।
এই শুধু মূলমন্ত্র মহারাষ্ট্র মুখে।
মোগলের দুর্গ সব করিব গ্রহণ,
চূর্ণীকৃত করিব গো প্রত্যেক প্রস্তর।
দয়ামায়া শূন্য হয়ে উন্মত্ত হৃদয়ে,
বিধর্ম্মী যবনগণে
তুলে দিব তরবারি মুখে।

জিজি। বৎসগণ।
ধীর ভাবে সব দিক কর আলোচনা,
উন্মত্ত হইলে শুধু কার্য্যক্ষতি হবে।
প্রতিশোধ চাই—এ কথা নিশ্চয়;
আজ্ঞা দেহ,

চতুরঙ্গদলে সাজিতে বাহিনী,
মহারাষ্ট্র যে যথায় আছে,
সব কার্য্য ফেলি,
তরবারি করিবে ধারণ।

সই। মা! মা! ওই দেখ, –
ওই দেখ গগনের পটে,
শক্তি সনাতনী, স্বয়ং ঈশানী
অভয় প্রদান করে তর্জ্জনী হেলনে।
কর্ণমূলে বলেন আমার,
"নাহি ভয়, পতি তোর অজেয় মহাতে"
ওই—ওই যে গো—
ছায়ামূর্ত্তি গেল মিলাইয়ে।

সকলে। জয়, জয় মা ঈশানি!

সই। শুন বীরগণ!
প্রতিশোধ—প্রতিশোধ চাই।
সমরের সজ্জা সব করহ ত্বরিতে,
ছত্রপতি আসিবে সত্বর,
নিজে তিনি চালিবেন সবলা বাহিনী,
বার পদভরে কাঁপুক মেদিনী,
কাঁপুক মোগলগণ,
কেঁপে যা'ক দিল্লী সিংহাসন ;
সৈন্যসংখ্যা করহ বর্দ্ধন,
খুলে দাও রাজকোষ দ্বার,

মণিমুক্তা অলঙ্কার যা আছে আমার,
সব দিই জন্মভূমি তরে।

[অঙ্গ হইতে অলঙ্কার উন্মোচন পূর্ব্বক প্রদান।

শুন অন্তরীক্ষচারী দেবগণ,
অশরীরী যে আছ যথায়,
শুন শুন তরুলতা গ্রহতারাগণ,
শুন ভারতের বীরনারীগণ,
শুন শুন প্রতিজ্ঞা আমার,
যত দিন যবনের দল
বিতাড়িত না হইবে হিন্দুস্থান হ'তে,
তত দিন অলঙ্কার আভরণ,
আর নাহি করিব ধারণ।

(রামদাস স্বামীর প্রবেশ)

রাম। ধন্যা ধন্যা বীরাঙ্গনা!
ধন্য আজি মহারাষ্ট্রদেশ।
এস ছুটে বীরবালাদল,
রাণীর আদর্শ সবে করহ গ্রহণ।
জন্মভূমি জননীর তরে,
প্রতিশোধ করিতে গ্রহণ,
গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী স্বামীজি
আজি ভিক্ষা মাগে অলঙ্কার তরে।

(মহারাষ্ট্রীয় নারীগণের প্রবেশ এবং অলঙ্কার উন্মোচন পূর্ব্বক রামদাস স্বামীকে প্রদান।)

সকলে। জয় জয় মাতা জন্মভূমি জয়!

গীত।

নমঃ জন্মভূমি শ্যামাঙ্গিনী,
যুগে যুগে জননী, পালিনী।
স্বর্ণ প্রসবিনী জননী মোদের,
মধুর হাসিনী পদ্ম প্রভাতের,
যাঁহার করুণা ধারা অমৃতের
সর্ব্বসুখ প্রদায়িনী!
সুহাসিনী সেই মাতারে বেড়িয়া,
কি লাঞ্ছনা করে বিদেশী আসিয়া,
ধনধান্য সব নিতেছে লুটিয়া,
মাতা আজি ভিখারিণী।
কত কাল আর বল ভাই সবে,
নিজ নিজ গেহে পরবাসী রবে,
কত কাল আর যাতনা সহিবে,
মোদের শ্যামলা জননী।
অন্নপূর্ণা নাম যাঁহার জগতে,
কাঙালিনী তিনি বিদেশী দ্বারেতে,
সে কেবল হায় মোদেরই পাপেতে,
মলিনা সুবর্ণ নলিনী।
ধৌত করি পাপ অরাতি শোণিতে
ছিন্নমুণ্ড দাও অর্ঘ্য চরণেতে,
হাসিবে জননী সে মহাপূজাতে,
পোহাইবে দুখ যামিনী।
ঝরিবে আশীষ মায়ের সুহাসে,
দেখিবি তখন কি বিভা বিকাশে,
কি মহিমা ছটা ত্রিদিব প্রকাশে,
শুভ্র জ্যোছনা বরণী॥

চতুর্থ দৃশ্য।

—ঃ০ঃ—

দিল্লীর নগরতোরণ।

প্রহরী দণ্ডায়মান।

(সদাসুখের প্রবেশ।)

প্রহরী। কে যায় ?

সদা। যা'র পা আছে।

প্রহরী। তা' ত দে'খতেই পাচ্ছি, কিন্তু যা'তে না থাকে, তা'র উপায় করা হ'চ্ছে।

সদা। এত পরিশ্রম ক'রতে পা'রবে ? এ দিকে নিরীহ পীড়নে ত খুব পটু ; অন্য সময়ে, মেজাজ মজ্‌গুল্ ক'রে, ঘোড়ার মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিদ্রা দাও।

প্রহরী। কি ! এত বড় স্পর্দ্ধা, আমায় ঘোড়া বলিস্ ?

সদা। ওহো থুড়ি, ভুল হয়েছে, গাধা ব'ললেই ঠিক হ'ত।

প্রহরী। (স্বগতঃ) আমাদের কড়া কথা বলে লোকটা কে ? আমাদের এ বকনোভাঙ্গার জোর এমনি, যে এটি প'রে থা'কলে স্বয়ং জন্মদাতা বাবাও মুখ তুলে কথা কইতে পারেন না, আর এ বেটা সটান গাধা ব'লে ফে'ললে ? না বাবা, একটু সমজে চ'লতে হ'ল।

সদা। কি মিঞা, ভা'বছ কি, সরে পড়।

প্রহরী। ফটক ছেড়ে ? (স্বগতঃ) বেটা পাগল না কি ? না, বড় ধোঁকা লাগিয়ে দিলে। (প্রকাশ্যে) তুমি ত বড় রসিক হে ! বদলি না এলে ফটক ছা'ড়ব কি ?

সদা। বদলি আ'সবার পূর্ব্বেই তোমার প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর থেকে বদলি হ'বে।

প্রহরী। আপনি কে মশয়? কি ব'লছেন বু'ঝতে পা'রছি না!

সদা। (স্বগতঃ) বেটার ভয় ঢুকেছে, আর যায় কোথা? (প্রকাশ্যে) দেখ,আমি তোমার এক জন শুভানুধ্যায়ী; আমার নাম মনসুক মিশ্র, ছদ্মবেশে তোমারই কাছে এসেছি। কি বলছি, তাড়াতাড়ি শুনে ফেল। কাফের শিবাজীর কথা শুনেছ?

প্রহরী। আজ্ঞে হেঁ, তা' আর শুনি নি! তাঁ'র দৌলতে ক'দিন পেটটা ভ'রে মেঠাই মণ্ডা খাওয়া যাচ্ছিল! আহা, তাঁ'র বেয়রাম শীগ্‌গির সেরে যাক। তা' হেঁ মশয়, আজ দিন তিনেক ত সন্দেশের ওড়া আর ফটক পার হয় নি, এর কারণ কি ব'লতে পারেন? আঃ, এক একটা ওড়াই বা কি, যেন এক একটা ঘর।

সদা। তুমি ত বড় জবর শ্রোতা হে! অনেকটা এগিয়ে দিলে দেখছি যে। সেই সন্দেশের ওড়াই কাল হয়েছে! শিবাজীর বেয়রাম টেয়রাম সব মিছে, সব ভাণ মাত্র। সেই ওড়ার ভেতর ঢুকে শিবাজী পগার পার, আর মেঠাই খা'বে কোথা থেকে? এ কথা কেউ জানে না; উজীর জানেন, আর আমি কি না তাঁ'র পিয়ারের খানসামা, তাই আমি জানি। উজীর চুপি চুপি হুকুম দিয়েছেন,যে চারটে ফটকের প্রহরীদের ধ'রে ফাটকে আটক রা'খতে,তা'র পর বুঝেছ ত? তুমি দূর সম্পর্কে আমার সম্বন্ধী হও,তাই পূর্ব্বে তোমাকে সাবধান ক'রে দিলুম।

প্রহরী। ও-বা-বা তবেই ত গেছি ; কি হ'বে মশাই ?

সদা। কি আর হ'বে ? এইখানে পোষাক টোষাক সব খুলে রেখে সটান সরে পড। এক দম এ রাজ্যের বাইরে, বু'ঝলে'ত ?

প্রহরী। (পোষাক খুলিতে খুলিতে) আমার ছেলেপুলের কিঁ হবে ?

সদা। সে বিলি আমি করব, তা'র জন্য ভাবনা কি ? তুমি শীঘ পলাও, আপনি বাঁ'চলে বাপের নাম।

প্রহরী। সেলাম মিঞা, আমার ছোট ছেলেটার পিলে হয়েছে, একটু দাওয়াই দিও। আর কোলের মেয়েটার আমাশয় হয়েছে, দাদা।

সদা। আহা সে জন্যে ভাবনা নেই গো।

প্রহরী। আর মেহেরবাণী ক'রে তেনাকে ব'ল—

সদা। হাঁ হাঁ, তা'ই হ'বে। (স্বগতঃ) আ ম'ল, আপোদ ছাড়ে না যে গা।

প্রহরী। তা দেখ দাদা—

সদা। ওই কোতোয়াল আ'সছে, যা সর্ব্বনাশ ক'রলে—

প্রহরী। ও বাবারে—

[বেগে প্রস্থান।

সদা। আঃ বাঁচা গেল। এখন তাড়াতাড়ি পোষাকটা প'রে নিতে পা'রলে হয। আরে রাম রাম, বেটার পোষাক ঁড়ে রসুনের গন্ধ বেরুচ্চে। অদৃষ্টে এতও ছিল ! (পোষাক পরিতে পরিতে) এ বেটাকে ত সরান গেল, এখন তানাজী এসে প'ড়লে যে বাঁচি। আহা, বেচারি.

আজ তিন দিন কম্বল মুড়ি দিয়ে শিবাজী সেজে প'ড়ে ছিল। হকিম সাহেব এলেই হাত খানি বার ক'রে দিত, রঙটা ফর্সা ছিল,ধ'রতে পারে নি। আর শিবাজী মরুক বাঁচুক, তা' ত দে'খবার আবশ্যক ছিল না; এক-বার হাত টিপেই দিনগত পাপক্ষয় ক'বে সরে প'ড়তেন, আমরাও নিশ্চিন্ত হতুম। ঐ যে আ'সছে না? তানাজীই ত বটে; কি করে দেখা যাক।

(তানাজীর প্রবেশ।)

তানাজী। সদাসুখ কোন দিকে গেল? এই যে এই বেটাকে জিজ্ঞাসা করি। ওহে, খানিক আগে একটী লোককে এই ফটক দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখেছ?

সদা। (বিকৃত সুরে) কি রকম চেহারা?

তানাজী। (স্বগতঃ) আরে ম'ল, বেটার আওয়াজ দেখ। (প্রকাশ্যে) খুব লম্বাও নয়, খুব বেঁটেও নয়, খুব রোগাও নয়, খুব মোটাও নয়—

সদা। বুঝেছি, এই দিকে গেছে—না না উদিকে, ওহো ভুল হয়েছে, ঐ দিকে।

তানাজী। আরে ম'ল, আমার সঙ্গে বিদ্রূপ?

সদা। কিদ্রূপ? আপনি দেখছি একটী বদ্ধ পাগল।

তানাজী। কি রকম?

সদা। ওই ভাব। রাতের বেলা ছাড়চিঠি না থা'কলে একটা পেঁচাও বেরুতে পাবে না, আব খামকা খামকা একটা জলজ্যান্ত মানুষ বেবিযে যাবে? একটা লোক যাচ্ছিল,

তা'কে জিজ্ঞাসা ক'রলুম,কে তুমি? সে ব'ললে, বাদুড়। আমিও তা'র গলাটী টিপে ফটক পার ক'রে ওই গাছে বেধে রেখেছি।

তানাজী। (স্বগতঃ) সর্ব্বনাশ, কি করা যায়? যা থাক কপালে. বেটাকে ত দিই নিকেশ ক'রে, তা'র পর পারি, সদা-সুখকে নিয়ে সরে প'ড়ব। নইলে এমনেও গেছি, অমনেও তাই (প্রকাশ্যে) তবে রে পাজী—

সদা। আরে আরে কর কি?

তানাজী। কে কে, সদাসুখ? ছিছি, তোমার এই দারুণ বিপদের সময়ও আমোদ? এখনি ব্রহ্মহত্যা করেছিলুম।

সদা। সে জন্য চিন্তা নাই। এই পোষাকের গরম মসলার গন্ধে আমায় ব্রাহ্মণত্ব অন্তর্হিত হয়েছে। সে যা হ'ক, আমায় কেমন মানিয়েছে বল দেখি?

তানাজী। ধন্য তোমার বুদ্ধিমত্তা। যদি কখনও সুদিন হয়, তোমার এ ঋণ আমরা শোধ ক'রব।

সদা। আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। এখন চ'লে এস. ক্রমে ঐ বেটার বদলি আ'সবার সময় হ'য়ে এল। এই বেলা স'রে পড়া যাক।

তানাজী। চল, হর হর শঙ্কর!

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

—০—

মন্ত্রণাগার।

আরাংজেব।

আরাং। বাত্যাহত সিন্ধুসম অশান্ত হৃদয়,
এত দিনে আপনারে পাইয়াছে ফিরে।
সুনীল প্রশান্ত মম সাম্রাজ্য-আকাশে,
বজভরা মেঘ সম ছিল যেই জন
গর্ব্বিত আপন বলে,
বিচিত্র কৌশলে বাধিয়াছি তা'রে এবে।
পার্ব্বত্য মুষিক!
ভাব তুমি, ভুলাইবে বালকের সম,
বিস্তারি চাতুরী জাল, দিল্লির সম্রাটে!
ভ্রান্ত তুমি! আরে রে অবোধ! হ'ত যদি
এত অন্ধ, এত মূর্খ, মোগলের পতি,
পারিত কি শাসিবারে আপনার বলে,
সুবিশাল হিন্দুস্থান তর্জ্জনী হেলনে।
জয়সিংহ!
ছিলে তুমি শিবাজীর প্রাণের প্রতিভূ,
কিন্তু তুমি আরাংজেব কূটজালে,
আজি চির নিদ্রাগত!
রাখিবে না আরাংজেব,
একটি কণ্টক তা'র জীবনের পথে।

মূর্খ মহারাষ্ট্র! ভাবিও না স্বপনেও কভু,
ফিরিতে পারিবে পুনঃ কঙ্কনে তোমার,
ছত্রপতি নাম লয়ে;
শিবাজীর নাম জে'ন
লুপ্ত হবে ধরা হ'তে চির দিন তরে।
তা'র পর—তা'র পর—মহারাষ্ট্রগণে,
তৃণ সম ফুৎকারে উড়াব।

(উজীরের প্রবেশ।)

উজীর! তুমি মোর পরম বিশ্বাসী,
জানি আমি যোগ্য তুমি আদেশ পালনে।
তাই ত তোমার পরে সঁপেছি নির্ভয়ে,
শিবাজীর আতিথ্যসৎকারভার।
শুনিলাম দূতমুখে,
শিবাজীর উপশম হয়েছে পীড়ার।

উজীর। সত্য কথা, নরনাথ!
শয্যাশায়ী মহারাষ্ট্র-পতি,
উপশম আশে, নিত্য সন্ধ্যাকালে,
প্রেরেণ মিষ্টান্ন কত দেবতা মন্দিরে,
বিতরিতে যত,
সন্ন্যাসী, ফকির, আর দীন হীন জনে!

আরাং। রাজোচিত গুণগ্রামে ভূষিত শিবাজী!
তা'ই ত তাঁহারে করি এত সমাদর।
আজি মোর আনন্দের দিন!

বহু পুণ্য ফলে,
পাইয়াছি হেন জনে অতিথি রূপেতে।
দে'খ যেন চিকিৎসার ক্রটী নাহি হয়।
আর এক কথা—
পাছে কেহ শত্রুতা করিয়ে,
হন্তারক হয প্রাণে তাঁ'র,
তা'ই আজ্ঞা দি'ছি
শিবাজী প্রাসাদ বেড়ি,
দিবানিশি রহিবারে সতর্ক প্রহরী।
আশা করি,
আজ্ঞা মোর হতেছে পালিত,
অক্ষরে অক্ষরে।

উজীর। অপার উদার, তাই অম্বরের বুকে,
শোভা পায় দীপ্ত রবি, স্নিগ্ধ শশধর।
জলধির গর্ভে শোভে মাণিক্য প্রবাল,
ক্ষুদ্র কূপে স্থান তা'র কেমনে সম্ভবে!
দিল্লীশ্বর তুমি প্রভো গুণের আধার,
তা'ই তব পাশে,
এসেছেন বন্ধুরূপে মহারাষ্ট্রপতি।
যোগ্য সনে যোগ্য জন মিলান বিধাতা।

(কোতোয়ালের প্রবেশ।)

কোতো। জাঁহাপনা—জাঁহাপনা।—

আরাং। কি তব সংবাদ?

কোতো। গোলামের অপরাধ করুণ মার্জ্জনা !
আসিয়াছি অশুভ সংবাদ দিতে।

আরাং। শীঘ্র কহ সমাচার তব !

কোতো। ছলনায় ভুলাইয়ে দুর্গরক্ষিগণে,
পলায়ন করিয়াছে মহারাষ্ট্রবীর।

উজীর। ইয়ে আল্লা !

আরাং। বজ্রাঘাত হ'ক শিরে তোর !
আরে রে কুক্কুর !
এ সন্দেশ দানিবার আগে,
শত বজ্র এক যোগে পড়িল না ভেঙে,
ঘৃণিত মস্তকে তোর !

উজীর। আশ্চর্য্য ঘটনা !
প্রহেলিকা সম মনে হয়।

আরাং। প্রহেলিকা !
প্রহেলিকা নাহি জানে দিল্লির সম্রাট্ !
রাজঅর্থে স্ফীতোদর প্রহরী নিচয়,
আছে কি বাড়া'তে শুধু নগরের শোভা ?
নিদ্রাভরে ঢলে পড়ে—কর্ত্তব্য আসিয়া
করাঘাত করে যবে দুয়ারে তা'দের।
ভাল দেখি কত নিদ্রা যাও তোমা সবে !
বজ্র আছে মোর পাশে নিদ্রা ভাঙাইতে :
শুনহ উজীর, সাবধানে আদেশ আমার !
বন্দী কর অপদার্থ এই কোতোয়ালে,

বিশ্বাসঘাতক যত প্রহরীর দলে,
সঁপে দিও জল্লাদের করে।
দেশে দেশে প্রের চর নানা ছদ্মবেশে,
সন্ন্যাসী, ফকির, ভিখারী, গায়ক বেশে;
যে উপায়ে হ'ক চাহি আমি শিবাজীরে।
ঘোষণা নগরে এবে করহ প্রচার,
শিবাজীরে আনিবে যে জন,
জীবিত কি মৃত,
লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা পাবে পুরস্কার।

উজীর। এখন(ই) করিবে বান্দা আদেশ পালন।

আরাং। নহে শুধু আদেশ পালন,
চাহি আমি শিবাজীরে, জে'ন স্থির মনে।

উজীর। রাজকার্য্যে প্রাণপাত করিবে নফর।

আরাং। রামসিংহে প্রেরহ আমার পাশে।

[উজীর প্রভৃতির প্রস্থান।

আরাং। জয়সিংহ সুত!
শিবাজীর পলায়ন মূলে,
তুমি আছ সহায় নিশ্চয়!
জানি আমি রাজপুতগণে,
পিতা তব বাক্যদান করেছে কাফেরে,
সেই হেতু উদ্ধারিতে চাহ তুমি তারে,
প্রয়োজন হলে— জীবনের বিনিময়ে।

(রামসিংহের প্রবেশ।)

রাম। জাঁহাপনা! স্মরণ কি করেছ দাসেরে?

আরাং। অম্বর কুমার! জান তুমি,
পলায়ন করেছেন মহারাষ্ট্রপতি!
রাম। জনশ্রুতি শুনিনু নগরে।
আরাং। জনশ্রুতি!
ভেবেছ কি রামসিংহ,
আরাংজেব নাহি জানে,
পলায়নে তুমি সহায় তাহার?
রাম। জাঁহাপনা!
অযথা সন্দেহ কেন অধমের প্রতি?
আরাং। অযথা সন্দেহ!
ক্ষুদ্র এক কাফের বালক,
সক্ষম হইত যদি,
ধূলি দিতে আমার নয়নে,
তা'হলে কি ভারত সাম্রাজ্য,
শাসিত হইত মোর তর্জ্জনী সঙ্কেতে।
সর্ব্বশেষ মিষ্টান্ন পেটাকাদ্বয়,
প্রেরিত হইয়াছিল তোমার আবাসে,
সে সংবাদ জানে আরাংজেব।
চাহ যদি মঙ্গল আপন,
কহ ত্বরা, কোন পথে যাইবে শিবাজী?
রাম। বার বার বলেছি সম্রাট্,
দাস কিছু নহে অবগত।
আরাং। নির্ব্বোধ বালক! যার বলে
তুমি বলীয়ান ভাব আপনারে,

সেই জন—সে মোর দুশমন,
জে'ন মুদেছে নয়ন।
রামসিংহ!
পিতা তব নাহি ধরাধামে।

রাম। আরে আরে বিশ্বাস ঘাতক!
হত্যা তুই করিলি পিতারে!
লহ তবে প্রতিশোধ তার।

(আরাংজেবকে আক্রমণ, অঙ্গরাখা লুক্কায়িত লৌহবর্ম্মে লাগিয়া আঘাত ব্যর্থ হওন, আরাংজেবের বংশীধ্বনি, প্রহরিগণের প্রবেশ ও রামসিংহকে বন্দীকরণ।)

আরাং। আরে আরে সর্প শিশু,
এতদুর সাহস রে তোর!
শীঘ্র বল শিবাজী সন্ধান।

রাম। শোন আরাংজেব! সত্য আমি
সহায়তা করিয়াছি শিবাজী রাজেরে,
জানি আমি কোন্ পথে যা'বে ছত্রপতি;
কিন্তু যদি,
নিষ্পেষিত কর মোরে অনন্ত পেষণে,
ক্ষতমুখে লবণের ছিটা দাও ছড়াইয়ে,
নীরবে সহিবে এই সিংহের শাবক,
না পাইবে মোর পাশে তিলার্দ্ধ বারতা।

আরাং। ল'য়ে যাও এবে এই নিমক্‌হারামে
কাল প্রাতে করিব বিচার।

[রামসিংহকে লইয়া প্রহরিগণের প্রস্থান।

শয়তানি—শয়তানি হেরি চারি ধারে!

(জয়সিংহের প্রেতাত্মার আবির্ভাব)

কেরে তুই গুপ্ত হত্যাকারী!
চুপি চুপি নিশা দ্বিপ্রহরে,
এসেছিস হরিতে জীবন?
কুক্ষণে আসিলি মোর পাশে।

(তরবারি আঘাত ও প্রেতাত্মার অট্টহাস্য!)

একি! একি! একি হেরি অদ্ভুত ব্যাপার!
ব্যর্থ মোর তীক্ষ্ণতরবার!
দেখি পুনঃ কোন্ মায়াবলে,
ব্যর্থ কর দ্বিতীয় আঘাত?

(দ্বিতীয়বার তরবারি আঘাত ও প্রেতাত্মার অট্টহাস্য।)

ওহোঃ! ছায়াময় হেরি যে শরীর!
কেরে তুই দোজাকী শয়তান?
কিবা কার্য্যে হেথা আগমন?
বল্ ত্বরা সন্দেহ না সহে আর।

প্রেতাত্মা। আরাংজেব! এত শীঘ্র ভুলিলি আমায়?

আরাং। ওহো সেই কণ্ঠস্বর!
উদ্ঘাটিয়ে দোজাক দুয়ার,
আসিলে কি আপনি শয়তান?
শ্রবণ বধির কেন না হ'ল আমার?
চলে যাও—সরে যাও সম্মুখ হইতে!

প্রেতাত্মা। ক্রূরমতি বিশ্বাসঘাতক!
চিরদিন রাজকার্য্যে কাটাইনু কাল,

এই বুঝি প্রতিদান তার ?
অবহেলে বিষদানে নাশিলি আমায় !
শেষে মোর পুত্রপ্রতি ঘোর অত্যাচার !

আরাং। মোবারক ! মোবারক !!

প্রেতাত্মা। কোথা মোবারক ?
পিশাচীমায়ায় মুগ্ধ যত খোজাগণ।

আরাং। কে আছ কোথায়,
দেখে যারে হত্যা করে মোবে।

প্রেতাত্মা। হত্যা !
সে ত তোর জ্বালা নিবারণ।
রহ বেচে বহুদিন ভব,
ভুঞ্জ সদা নরকযন্ত্রণা ;
দারা সুজা মোরাদের প্রেত-আত্মাগণ,
নিত্য তোরে দিবে দরশন,
দুঃস্বপনে সারা নিশি কেটে যাবে তোর ;
রত্নময় ময়ূর আসন,
অগ্নিময় বোধ হবে পরশে রে তোর।
তোর পাপে বংশধরগণ,
হারাইবে দিল্লীসিংহাসন,
নিত্য কত করিবে রোদন।

আরাং। ক্ষমা কর—ক্ষমা কর মোরে,
ধরি পায়, চলে যাও স্থানান্তরে।

প্রেতাত্মা। শুন আরাংজেব !

জীবন্তে নরকভোগ হইবে তোমার।
প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখ সম্মুখে তাহার।

[প্রেতাত্মার অন্তর্দ্ধান।

আরাং। একি'! একি !
কোথা হ'তে আসে ঐ অনন্ত অনল ?
কোথা যা'ব, কোথায় পালা'ব ?
কি ভীষণ সরীসৃপ ঘুরিছে চৌদিকে,
হলাহল ঢালিবারে আমার হৃদয়ে !
ফুৎকারে গর্জ্জে ফণী প্রলয়নিঃস্বনে,
ওহোঃ গ্রাসিল যে মোরে।
ক্ষম, দারা মোরাদ আমায়.
রক্ষা কর, সুজা সহোদর,
পূতিগন্ধে কণ্ঠাগতপ্রাণ,
ফে'ল না পুরীষকুণ্ডে আশ্রিত জনেরে।
একি ! তবু শুনিলে না ?
ওহোঃ চক্ষু হ'তে তব ছুটিছে অনল,
ব্যাপ্ত হ'ল দশদিশি,
কোথা যা'ব—কোথা যা'ব ?
জ্বলে প্রাণ বৃশ্চিকদংশনে,
কে কোথায় আছ দয়াময় !
রক্ষা কর, রক্ষা কর মোরে।

(মূর্চ্ছা)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—•—

রাজগড় দুর্গ।

সইবাই ও শম্ভাজী।

সই। এস বৎস, দুখিনীর অঞ্চলের নিধি,
এস বাপ, অন্ধের নয়ন,
এস মোর বুকপোরা ধন,
বুকে ধরে তোরে আজি,
জুড়াইব প্রাণের এ জ্বালা।
ভাবি নাই মনে,
পুনঃ তোরে পাইব দেখিতে,
ভাবি নাই কভু,
আবার ও মধুমাখা স্বরে,
'মা' বলিয়ে ডাকিবি আমায়!

শম্ভা। চিন্তান্বিতা কেন তুমি হয়েছিলে মাতঃ?
আমার হৃদয়পটে,
তিল মাত্র পড়ে নাই ভাবনার ছায়া।
ভেবেছিনু মনে,
যত ক্ষণ আছি আমি পিতার সকাশে,
আশঙ্কার না আছে কারণ।
মোগলের সাধ্য কিবা রোধিতে পিতারে?

সই। অবোধ সন্তান!

কি জানিবে তুমি,
কি বিপদ উর্ম্মীমালা হইয়ে উত্তীর্ণ,
নিরাপদে আসিয়াছ ফিরে, বৎস,
জননীর কোলে ?
ভাল, কহ শম্ভা !
কি দেখিলে মহানগরীতে ?
মোগল সম্রাটে দেখে, কি বল বুঝিলে ?
মথুরাপুরীতে বৎস, কেমনে কাটা'লে ?

শম্ভা। মা গো ! ভাষা মোর নারে বর্ণিবারে,
মোগলের অতুল সমৃদ্ধিশোভা,
যাহা আমি হেরিনু নয়নে !
কা'র(ও) যদি হয় সাধ,
ধরা মাছে স্বর্গ দেখিবারে,
অবিলম্বে, সেই জন
যায় যেন দিল্লী দরশনে।
ভাল আর নাহি লাগে পুনার প্রাসাদ,
শোভাহীন জ্ঞান হয় কঙ্কন প্রদেশ।
কি সুন্দর ময়ূর আসন !
পরিচ্ছদে নয়ন ঝলসি যায় !
আমাদের কিছু নাহি মাতঃ !
সন্ধ্যা আগমনে দিল্লী ও মথুরাধামে,
উঠে কিবা সুমধুর সঙ্গীতের ধ্বান !
নুপুর নিক্কন সনে নৃত্য তালে তালে,
বাদ্যধ্বনি সুধাধারা দিত ছড়াইয়ে !

তুমি যদি রহ সাথে
পুনা ছাড়ি বাস করি দিল্লীনগরীতে।

(জিজিবাইয়ের প্রবেশ।)

জিজি। কিরে শম্ভা!
পুনা চেয়ে দিল্লী লাগে ভাল?

সই। মা গো! সর্ব্বনাশ হয়েছে আমার!
ছত্রপতি সনে পাঠাইয়া দিনু মাতঃ,
মহারাষ্ট্রদেশজাত,
কষ্টসহ রাঠোর বালক,
আমার কপাল দোষে ঘরে ফিরে এল,
ভোগসুখরত, বিকৃতমস্তিষ্ক,
অপদার্থ, এক বিলাসী বালক!
হায়! হায়! এই মোর ছিল কি কপালে?
কেন তুই এলি ফিরে,
কলঙ্কিতে মহারাষ্ট্র দেশ?
এর চেয়ে, কেন তোর না হ'ল মরণ?
আরে আরে হৃদয় অঙ্গার,
দূর হ'রে—না চাহি দেখিতে মুখ।

[প্রস্থান।

শম্ভা। পিতামহি!
কিবা দোষ মোর বুঝিতে না পারি,
যেই হেতু, মাতা মোরে
কহিলেন পরুষ বচন?

জিজি। শক্তি সনাতনি!
এই কি গো ছিল তোর মনে?
এস বৎস মোর সাথে,
দোষ তব দিব বুঝাইয়ে।

[শম্ভাজীসহ প্রস্থান।

(শিবাজী তানাজী, রঘুনাথও সদাসুখের প্রবেশ।)

এস এস বাল্যসহচর,
এস মম প্রাণের সুহৃৎ,
আলিঙ্গন দেহ মোরে ভাই;
ভাবি নাই কভু,
পুনরায় মহারাষ্ট্রে মিলিব দু'জনে।
সদাসুখ! ঋণ তব শুধিতে নারিব।
নিজপ্রাণ তুচ্ছ করি,
তুমি মোর রক্ষেছ জীবন।

সদা। তা' ত বুঝলুম, কিন্তু কৃপা করে অধমের নামটী বদলে দিতে হ'বে।

শিবাজী। নাম বদলা'ব কি?

সদা। আজ্ঞে হে, এখন আর আমি সদাসুখ নই, সদা অসুখের দলে পড়ে গেছি। যেমন কোন অজ্ঞ পুরোহিত কাহারও বাটীতে চণ্ডীপাঠ ক'রতে গিয়ে, গৃহস্থের মুণ্ডপাত ক'রে পুরঅহিত ক'রে বসেন, সেই রকম দিল্লীতে বাস ক'রে সুখের নাম পর্য্যন্ত একেবারে ভুলে গেছি, আর সদাসুখে কায নাই।

রঘু। দ্বিজোত্তম ! তোমা সম সুখী কোন্ জন ?
পরহিতে সুখী যেই জন,
আত্মোৎসর্গ জীবনের ইষ্টমন্ত্র যা'র,
অন্তরাত্মা তৃপ্ত সদা তা'র,
তোমার হৃদয় দেখি ঈর্ষা হয় মোর।

সদা। তানাজী ! শুনে যাও, শুনে যাও; তবু সেই গরম মসলাযুক্ত পরিচ্ছদ পরা দেখেন নি। আপাততঃ মস্তক মুণ্ডন ক'রতে হ'বে। তখন যদি ঈর্ষা ক'রে মাথাটী আমার মত ক'রতে পারেন, তবে বু'ঝতে পারি।

শিবাজী। ক্ষমা কর, দ্বিজবর !
সহেছ অশেষক্লেশ আমার কারণ।
সোহাগা যেমন,
দগ্ধ করি শরীর আপন,
যুক্ত করে ভগ্নধাতুচয়,
সেই মত তবকৃত আত্মবলিদান,
তোমার আমার প্রাণ,
একসূত্রে করেছে গ্রথিত,
সময়েতে পা'বে পরিচয়।

তানাজী। ছত্রপতি ! অপমানে পুড়িছে অন্তর।
ছি ছি ! মনে হ'লে,
মর্ম্মস্থল শতধা বিদীর্ণ হয় ;
ইচ্ছা হয়—মোগলের মুণ্ডমালা পরি,
নাচি রণস্থলে,
ভীমরূপ ত্রিপুরারিসম !

শিবজী। বারিনিমজ্জিত প্রস্ফূরক সম,
হৃদিমাঝে প্রতিহিংসানল
রেখেছিনু যতনে লুকায়ে,
শুধু তব প্রতীক্ষায়।
এইবার জ্বালিব সে বিষম অনল,
যা'র তপ্ত তেজে,
হিমালয় হ'তে কুমারী অবধি,
সমগ্র ভারত উঠিবে জ্বলিয়া।
অসহ্য উত্তাপে যা'র,
বাদশাহ হ'তে ক্ষুদ্র তৃণাবধি,
সব হ'বে ভস্মীভূত।
শুন রঘুনাথ, শুনহ তানাজী,
মহারাষ্ট্র প্রজাগণে
মোর নামে করহ আহ্বান।
হল ছাড়ি, কৃষকের দল
তরবারি করিবে ধারণ,
পিতাপুত্রে যাইবে সমরে।
আরাংজেব! আরাংজেব!
করিয়াছ বড় অপমান,
পারি যদি—
তব মুণ্ড লয়ে গেণ্ডুয়া খেলিতে,
পারি যদি—
উত্তপ্তশোণিতে তব হুলি খেলিবারে
তবে—তবে তৃপ্ত হইবে হৃদয়!

ইষ্টদেবি! ইষ্টদেবি!! দাও পদছায়া,
নির্ভয়হৃদয়ে করি দানবদলন।

সকলে। হর হর মহাদেও!

সপ্তম দৃশ্য।

—o—

রাজপথ।

রামদাস স্বামী।

গীত।

যদি ঘুম ঘোর ঘুচে গেছে শুইবা কেন এখন?
আশার উষার আলো, ঐ ঐ সবে দরশন।
কেন এ জড়তা হেরি?
আর কি বিজয় ভেরি
বাজিবে না, কাঁপাইয়ে কান্তার প্রান্তর বন?
অতীত মহত্ত্ব ভাবি, রবে কি সুখে মগন?
কৃষকের জাতি বলি,
বিদেশীরা অবহেলি
দলিছে চরণতলে, জীবনে কি প্রয়োজন?
জন্মভূমি রক্ষা হেতু কর সবে আয়োজন।
সুজলা শ্যামলা ধরা,
কেন হাহাকারে ভরা,
আঁখি বহি বহে ধারা, প্রতি দিন অনশন,
তবুও কি ত্যজিবে না, অলস হেয় জীবন?

—o—

অষ্টম দৃশ্য।

—০

চাকান দুর্গ।

দীলের খাঁ, সদাসুখ ও শরীর-রক্ষীদ্বয়।

দীলের। আবাজী! তুমি যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করেছিলে, তা' সুসম্পন্ন হয়েছে?

সদা। আজ্ঞে হাঁ হুজুর, গোলাম আদেশ পালনে কিছু মাত্র ত্রুটী করে নি। অনেক চেষ্টা ও অর্থব্যযে আমি উলুখড়, গোলপাতা সমস্ত জোগাড় ক'রেছি। দাম কিছু অধিক পড়েছে।

দীলের। তা' পড়ুক, ক্ষতি নাই। যখন আমি নৈশ আক্রমণে চাকান দুর্গ অধিকার করি, তখন আলোকের জন্য দুর্গমধ্যস্থ সমস্ত চালা ঘরেই আগুন ধরিয়ে দিই। এক্ষণে সামনে বর্ষা কাল, ওই সমস্ত গৃহ পুনর্নির্ম্মিত না হ'লে, ভৃত্যাদির বড়ই ক্লেশ হ'বে।

সদা। আজ্ঞে নিশ্চয়ই, তা' আর ব'লতে।

দীলের। আমি যতবার মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট গৃহোপকরণ ক্রয় ক'রতে চেয়েছি, তত বারই তা'রা মোগলকে একটী তৃণ পর্য্যন্তও বিক্রয় ক'রতে অস্বীকৃত হ'য়েছে। একটা কুলিও আমাদিগের জন্য স্বেচ্ছায় কার্য্য ক'রতে চায় না।

সদা। আজ্ঞে সকলে ভয়েই মরে। বলে বাবারে মোগলদের দুর্গে যা'ব, তা'রা তখনই কোতল ক'রে ফে'লবে।

দীলের। তা'দের এ ধারণা যে ভ্রান্তিমূলক, তা' আমি কিছুতেই বোঝা'তে পারি নি। তোমার মত একজন ভদ্র মহারাষ্ট্রের সাহায্য না পেলে, আমাদিগের বড়ই কষ্ট হ'ত, কিছুতেই গৃহাদি নির্ম্মাণ ক'রতে'পা'রতেম না।

সদা। আজ্ঞে আমি আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ক'রেছি মাত্র।

দীলের। এর জন্য তোমাকে আমি উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান ক'রব।

সদা। যদি বান্দার গোস্তাকি মাপ করেন, তা' হ'লে গোলাম একটী পুরস্কার প্রার্থনা করে।

দীলের। তুমি স্বচ্ছন্দে মনোভাব ব্যক্ত কর।

সদা। গোলামের পুত্রের যদি সৈনিক বিভাগে একটী কর্ম্ম ক'রে দেন, তা' হ'লে অধম চিরবাধিত থা'কবে।

দীলের। তুমি মহারাষ্ট্র, শিবাজীর অধীনে কর্ম্ম না ক'রে, আমা-দিগের নিকট কর্ম্ম প্রার্থনা কর কেন?

সদা। বাদশাহের সেনাদলে যোগদান ক'রলে, তা'র ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা থা'কবে, কিন্তু শিবাজীর অধীনে কার্য্য ক'রলে পেট ভাতাও জু'টবে না।

দীলের। উত্তম। আবাজী! আমি তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর ক'রলেম!

সদা। তা' হলে যে সমস্ত কুলি,গৃহোপকরণাদি ল'য়ে অপেক্ষা ক'রছে, তা'দের আ'সতে বলি।

দীলের। হ্যাঁ, কিন্তু 'দুর্গদ্বার পর্য্যন্ত। দুর্গমধ্যে তা'দের প্রবেশ ক'রবার কোন প্রয়োজন দেখি না, আমার লোক জন দ্রব্যাদি সমস্ত ভিতরে নিয়ে যা'বে।

সদা। হুজুরের যেরূপ অভিরুচি।

দীলের। দেখ আবাজী! আমি মহারাষ্ট্রীয়দিগকে কিছুমাত্র বিশ্বাস করি না। শিবাজী সম্প্রতি পুনায় ফিরে এসেছেন। তাঁহার ন্যায় চতুর আর দু'টী নাই। সুতরাং সর্ব্বদাই আমাকে বিশেষ সতর্ক হ'য়ে থা'কতে হয়। তুমি কুলিদের দুর্গদ্বার পর্য্যন্ত আগমন ক'রতে আদেশ কর।

সদা। যে আদেশ!

[প্রস্থান।

দীলের। মহম্মদ খাঁ! নিশা কালে দুর্গের প্রহরীগণের সংখ্যা আমি যেরূপ বর্দ্ধন ক'রবার আদেশ প্রদান ক'রেছি, তা' যথাযথ পালিত হ'যেছে?

১ম শ-র। জনাবের আদেশ প্রতিবর্ণে পালিত হ'য়েছে।

দীলের। সেকেন্দর! তুমি দুর্গমধ্যে গমন ক'রে এই সমস্ত দ্রব্যাদি ভিতরে নিয়ে যা'বার বন্দোবস্ত ক'রে দাও!

২য় শ-র। যে আদেশ।

[প্রস্থান।

(সদাসুখ সহ ছদ্মবেশে শিবাজী, তানাজী, অন্নজী, নেতাজী, রঘুনাথ ও অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয়গণের খড় মস্তকে করিয়া প্রবেশ।)

সদা। এস—সব এই দিকে এস। বেশী দুর যেতে হ'বে না। ভয় কি? দুর্গের ভিতর তোমাদের যেতে হ'বে না। হ্যাঁ—হ্যাঁ—এই খানে সব মোট নামাও।

(সকলের তথাকরণ।)

দেখুন, হুজুর! কি রকম জিনিস দেখুন।

(হঠাৎ সদাসুখ কর্ত্তৃক দীলের খাঁ, ও তানাজী কর্ত্তৃক শরীর রক্ষী ধৃত হওন, তাহাদিগের মুখ ও হস্তাদি বন্ধন, খড়ের মোটের ভিতর হইতে হাতিয়ার গ্রহণ ও সকলের ছদ্মবেশ পরিত্যাগ।)

শিবাজী। সৈন্যগণ নিঃশব্দে অগ্রসর হও, চাকান দুর্গ গ্রহণ কর।

(সকলের পর্ব্বতোপরি আরোহণ।)

শিবাজী। আর নয়, মোগল বু'ঝতে পেরেছে, ওই কামানে আমাদের সম্ভাষণ ক'রছে! প্রত্যুত্তর দাও, ক্ষুধিত শার্দ্দুলের ন্যায় মোগলকে খণ্ড খণ্ড ক'রে ফেল। তানাজী, আজ দুর্গজয়ের ভার তোমার উপর ন্যস্ত।

সকলে। হর হর মহাদেও।

(ভীষণ যুদ্ধ, তানাজী কর্ত্তৃক দুর্গ গ্রহণ।)

তানাজী। ছত্রপতি! ছত্রপতি! ভবানীকৃপায় আমরা জয়ী হ'য়েছি, ওই দেখুন, মোগলের পতাকা পদাঘাতে খণ্ড খণ্ড ক'রে, সেই স্থলে দুর্গশিরে জাতীয় গৈরিক পতাকা প্রোথিত ক'রেছি। আশীর্ব্বাদ করুন্, যেন এই বাহু চিরদিন আপনার সহায়তা ক'রতে পারে, এই বাহু মাতৃকার্য্যে, জন্মভূমির কার্য্যে, যেন সদাই নিয়োজিত হয়।

শিবাজী। সখা! সখা! সম্পদে বিপদে তুমি শিবাজীর সহচর। এস, এক বার তোমায় প্রাণ ভরে আলিঙ্গণ করি। সদাসুখ সেনাপতি দীলের খাঁর বন্ধন মোচন ক'রে আমার নিকট আনয়ন কর।

(সদাসুখের তথাকরণ।)

সেনাপতি, আপনি মুক্ত, যদৃচ্ছা একটী অশ্ব নিয়ে

আপনি নিরাপদ স্থানে যান। আমার সৈন্য, আপনাকে আপনার নগরদ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আ'সবে।

দীলের। শিবাজী! আপনার মহত্ত্ব ও উদারতার প্রশংসা করি। কিন্তু যে ঘৃণিত উপায়ে, চোরের ন্যায় আপনি আমার দুর্গ অধিকার ক'রলেন,জিজ্ঞাসা করি,এই কি বীরধর্ম্ম?

শিবাজী। আপনিও যে দিন ব্যাঙ্কোজীর নিকট গুপ্তপথের সন্ধান পেয়ে, নিশা দ্বিপ্রহরে,আমার নিদ্রিতাবস্থায় এই চাকান দুর্গ আক্রমণ করেছিলেন, তখন কোন্ নীতির অনুসরণ করেছিলেন, সেনাপতি?

দীলের। মহারাষ্ট্র! শুনেছি আপনার নিকট কেহ কিছু যাচ্ঞা ক'রলে, আপনি কখন তা'কে প্রত্যাখ্যান করেন না। আমাকে একটী ভিক্ষা দেবেন কি?

শিবাজী। ভিক্ষা কি, সেনাপতি! আপনি আদেশ করুন।

দীলের। তবে আমি আপনার সহিত অসিযুদ্ধ প্রার্থনা করি। আপনি হিন্দু, আপনি ক্ষত্রিয়, আপনি বীর, আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য ক'রবেন না।

শিবাজী। সেটা কি ভাল হ'বে, সেনাপতি! এখন আপনি আমার আশ্রিত। এ অবস্থায় আপনার সহিত যুদ্ধে আমি অসম্মত।

দীলের। যদি আপনি যুদ্ধ না করেন, আমি বু'ঝব যে আপনি ভীরু, আপনি কাপুরুষ, আপনি ছত্রপতি নামের অযোগ্য।

শিবাজী। মোগল! তবে প্রস্তুত হও, পার যদি আত্মরক্ষা কর।

(উভয়ের যুদ্ধ।)

সেনাপতি! আপনার অদ্ভুত বীরত্ব ও রণকৌশলে আমি বিস্মিত হ'য়েছি। ক্ষান্ত হ'ন।

দীলের। কখন না—জীবন থা'কতে এ অপমান কখন সহ্য ক'রতে পা'রব না। আফ্‌গান রক্ত কখন অপমান সহ্য ক'রতে পারে না।

(পুনরায় যুদ্ধ ও দীলেরখাঁর পতন।)

শিবাজী। সেনাপতি! ইচ্ছা ক'রলে, শিবাজী এই মুহূর্ত্তে আপনার প্রাণ গ্রহণ ক'রতে পা'রত। কিন্তু আপনার ন্যায় বীর পৃথিবীর ভূষণ; সে জীবন এরূপে শেষ হওয়া কখনই প্রার্থনীয় নয়!

দীলের! ছত্রপতি! আপনি সত্যই মহাবীর, অতি মহান্, জন্মভূমির কৃতী সন্তান!

(শিবাজীর হস্তধারণ।)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

—০—

পুনার রাজপ্রাসাদস্থ কক্ষ।

সইবাই।

সই। পুণ্যবতী, দেবি! তা'ই গেছ চ'লে
জুড়াতে ত্রিতাপজ্বালা ত্রিদিবধামেতে।
আমি অভাগিনী
শুধু পড়ে আছি সংসার সৈকতভূমে;
হায় মাতঃ! আমার কি শোভে গুরুভার?
ধরিত্রীর সম সদা পালিতে যতনে,
মো'সবারে বক্ষোপরে,
আজি গেছ চ'লে
অনাথ দরিদ্র করি বিশ্বরঙ্গমাঝে।
যত দিন,
রবিশশী উদিবেক ভারতগগনে,
যত দিন রবে,
পুণ্যভূমি হিন্দুস্থানে মানবের বাস,
যত দিন,
হিন্দুনাম লুপ্ত নাহি হবে ধরা হ'তে,

তত দিন বীরনারী জিজিবাই নাম,
প্রবাদগাথার মত প্রাসাদ, কুটীরে,
সমস্বরে হইবে কীর্ত্তিত !
জিজিবায়ে বক্ষে ধরি,
ধন্য আজি মহারাষ্ট্রদেশ !
পাই নাই প্রভুর বারতা ;
সৈন্যকোলাহল আর কামান গর্জ্জনে,
নিয়ত আছেন ব্যস্ত।
কবে যুদ্ধশেষে,
বিজয়মালিকা গলে আসিবেন হেথা,
দাসীর লইতে পূজা মনোরম বেশে ?

(জনৈক ব্রাহ্মণ কন্যার প্রবেশ।)

কে তুমি মা আলুথালু বেশে ?

ব্রাঃ কন্যা। এ রাজ্যের রাণী তুমি ?

সই। কহ মাতঃ কিবা প্রয়োজন ?

ব্রাঃ কন্যা। হায় ধিক্ তোমা !
কুলাঙ্গার পুত্র হেন গর্ভে ধরেছিলে !
ভূমিষ্ঠ হইলে,
লবণ দিলে না কেন বদনে তাহার ?

সই। কি হয়েছে মাতঃ !

ব্রাঃ কন্যা। কি হয়েছে ?
নারী হ'য়ে কেমনে প্রকাশি !
রমণীর বুক ছিঁড়ে দিগন্ত সীমায়
মিশেছে যে আর্ত্তনাদ,

অনিলের মুখে লহ তার সমাচার!
বজ্র! বজ্র!
কেন তুই পড়িলি নি মস্তকে তাহার?

সই। চুপ কর, মাতঃ!
নিজ করে দণ্ড তারে দিব সমুচিত!
কিন্তু অভিশাপ দিও না তাহায়।

ব্রাঃ কন্যা। অভিশাপে এত ভয়!
কেমনে রোধিবে তুমি,
বিশ্বনিয়ন্তার সেই মহা অভিপাশ?
লাঞ্ছিতা রমণী
জানাইবে দিবানিশি আকুল চীৎকারে,
স্বর্গের দুয়ারে তার লাঞ্ছনার কথা।
যে রাজ্যেতে কামোন্মত্ত রাজপুত্র,
বিধবার সর্ব্বনাশ আশে,
কলঙ্কিত করে অঙ্গ পরশি তাহায়,
সে রাজ্যের মঙ্গল কোথায়?

সই। কে—শম্ভাজী?
বধির শ্রবণ কেন না হ'ল আমার!
জগৎজননী মাতঃ!
এই শেষে লি'খেছিলে ভালে?
ক্ষান্ত হও, ব্রাহ্মণতনয়া,
মুছে ফেল নয়নের ধারা;
অমঙ্গল আনিও না মহারাষ্ট্রদেশে।
এখনি আনিব দুষ্টে শৃঙ্খলে বাঁধিয়া,

যে দণ্ড তোমার ইচ্ছা, তাই তারে দিব।
কে আছিস?

(জনৈক দাসীর প্রবেশ।)

দাসী। মহারাণীর জয় হ'ক!

সই। শম্ভাজীকে এইখানে আ'সতে বল!

দাসী। যে আদেশ।

[প্রস্থান।

সই। সম্বর রোদন, সতি!
কবে ধরি করি অনুরোধ;
ত্যজ রোষ—শুধু এই রাজ্যের কারণ।
রাজরাণী আজি নতজানু হ'য়ে,
ভিক্ষামাগে করুণা তোমার।

(শম্ভাজীর প্রবেশ।)

শম্ভাজী। সর্ব্বনাশ! এ কেমনে আসিল হেথায়!

সই। শম্ভাজী!
এবে আর নহি আমি তোমার জননী!
এ রাজ্যের রাণী আমি!
বিরুদ্ধে তোমার,
উপস্থিত মহা অভিযোগ!
সত্য কহ—
কি লাঞ্ছনা করিয়াছ দ্বিজদুহিতার?

শম্ভাজী। মিথ্যাকথা—স্বৈচারিণী, কুলটা এ নারী,
এসেছিল মোর পাশে বিলাসের আশে;

প্রত্যাখ্যান করিয়াছি তায়,
তাই মাতঃ,
মোর নামে মিথ্যা অভিযোগ।

ব্রাঃ কন্যা। আরে আরে মিথ্যাবাদী, ঘৃণিত লম্পট,
কলঙ্কিত জিহ্বা তোর হোক ভস্মীভূত।

শম্ভাজী। কি বলিব মাতৃসন্নিধান!
তা না হ'লে দেখিতাম তোরে।

সই। বাড়াও না পাপভার মিথ্যার প্রশ্রয়ে!
ভেবেছ কি ভুলাইবে বচনবিন্যাসে,
আমার হৃদয় তুমি?
ঘৃণ্য পাপাচারী!
তোর পাপে নতমুখ মহারাষ্ট্রদেশ,
নতমুখ হ'ল ছত্রপতি!

শম্ভাজী। কেন বৃথা তিরস্কার করিছ, জননি!
কিছু নাহি জানি—
নির্দ্দোষ আমারে তুমি জে'ন স্থির মনে।
আমার দুয়ারপ্রান্তে অর্থলালসায়,
এসেছিল এ রমণী;
ব্যর্থমনোরথে,
আসিয়াছে তবপাশে প্রতিশোধ আশে।

সই। আরে মন্দমতি,
তবু তোর ছলনার নাহি হ'ল শেষ!
মহাপাপে কলঙ্কিত করি আপনায়,
এসেছিস মিথ্যাকথা কহিবারে পুনঃ,

আপন জননীপাশে?
ভাল—উপযুক্ত প্রতিফল পাইবি নিশ্চয়।
কে আছ এখানে?

(প্রহরীর প্রবেশ।)

সত্য কহ,
নহে এই দণ্ডে আদেশিব প্রহরীবে
শির তব করিতে ছেদন।
এখনও নীরব!
এই দণ্ডে কাট শির এই দুরাত্মার।

(প্রহরীর অসি নিষ্কাসন।)

শম্ভাজী। মা—মা—

সই। মাতা আমি নহি তোর,
আমি এ রাজ্যের রাণী।

শম্ভাজী। ক্ষমা কর মাতঃ,
কুপ্রবৃত্তিপ্রণোদিত হ'য়ে—

সই। শতধা বিচ্ছিন্ন হ'ক রসনারে তোর,
না চাহি শুনিতে আর!
বন্দী তুই আজি হ'তে আমার আজ্ঞায়!
যত দিন না আসেন ছত্রপতি ফিরে,
রবি কারাগারে।

শম্ভাজী। ক্ষমা মোরে কর গো জননি!
এ হেন কুকর্ম্ম কভু আর না করিব!

সই। ক্ষমা! ক্ষমা দা'নে নাহি মোর অধিকার।
ফেলিও না এক বিন্দু তপ্তঅশ্রু

জননীর পানে চাহি ;
পারিবে না টলাতে আমায়।
দারুণ কর্ত্তব্যজ্ঞান, রাণীর দায়িত্ব,
'দুর ক'রে দেছে জননীর স্নেহ
পাষাণ সমান আজি ক'রেছে আমারে !

শম্ভাজী। মাগো ! ক্ষমা কর পুত্রেরে তোমার।

সই। পুত্র ! পুত্র কেবা ?
অপুত্রকা আমি আজ,
ম'রে গেছে তনয় আমার।

ব্রাঃ কন্যা। রাজরাণী !
আমার মিনতি, ক্ষমা কর যুবরাজে।

সই। ক্ষমা ! ক্ষমা নাহি মোর পাশে,
নিশার স্বপন হ'তে অলীক এ কথা !
লয়ে যাও কারাগারে।

[শম্ভাজীসহ প্রহরীর প্রস্থান।

হায় ছত্রপতি !
মর্ম্মভেদী এ বারতা,
কোন্ প্রাণে দানিব তোমায় ?
মহারাষ্ট্রদেশের ভরসা,
জন্মভূমি-আশা ছিল যে শম্ভাজী মোর।
হায় হায়—কি হ'ল আমার !

ব্রাঃ কন্যা। মা গো অপরাধ ল'ও না আমার।

সই। সে কি কথা বালা ?
তোমার কি অপরাধ ?

আমরাই দোষী তব পাশে।
আজি হতে কন্যা তুমি মোর;
এস বাছা—নয়নের নীরে.
ধুয়ে দিব তব হৃদয়ের ব্যথা।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—o—

পুনার রাজসভা।

শিবাজী, তানাজী, নেতাজী, মুবপন্থ ও সদাসুখ।

শিবাজী। বন্ধুগণ!
তোমাদেরই অতুল বিক্রমে,
সমগ্র দক্ষিণ দেশে,
উড়িতেছে গৈরিক পতাকা,
হিন্দুস্থানে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত এবে।
কিন্তু হায়!
বীরশ্রেষ্ঠ রঘুনাথ নাহিক ধরায়!
মুরপন্থ! রাজনীতি বিশারদ তুমি,
তাই ত তোমার পরে,
সমগ্র সাম্রাজ্য ভার ক'রেছি প্রদান।
পেশোয়া প্রবর!
সম্মত কি বিজাপুর চৌথ প্রদানে?

রঘু। বিজাপুর পাঠান নবাব,
পাঠায়ে দিয়াছে তার চতুর্থাংশ কর,
অধীনতা করিযে স্বীকার।
অন্য যে যে স্থানে,
নির্দ্ধারিত হইয়াছে কর,
স্বীকৃত সকলে তাহা করিতে প্রদান।

তানাজী। দাম্ভিক আরাংজেব,
যত দিন না হয স্বীকৃত,
চতুর্থাংশ কর দানিতে মোদের,
তত দিন—তত দিন জে'ন ছত্রপতি,
মনোআশা না পূরিবে মোর।
তত দিন কোন মতে মোরা,
যুদ্ধে নাহি দিব ক্ষমা।

শিবাজী। বাদশাহ করেছিল সন্ধির প্রস্তাব,
কিন্তু সর্ত্ত শুনি অস্বীকৃত এবে।
আমার(ও) প্রতিজ্ঞা, মোগল সাম্রাজ্য হ'তে,
বাহুবলে কর মোরা করিব গ্রহণ।

সদা। এত ক্ষণ কোন কথাটি কই নি, অনেক কষ্টে চুপ করে ছিলুম, কিন্তু বরদাস্তের বা'র হ'ল, আর ত তিষ্ঠুতে পারি না। তা' হ'লে বিদায়।

নেতাজী। কেন তোমার আবার কি হ'ল?

সদা। এই যে এত যুদ্ধ জয় ক'রে,শত্রুদের সব শাসিত ক'রে রাজধানীতে ফেরা গেল, সমস্ত নগরী উৎসবে পূর্ণ, চারি দিকে আনন্দের স্রোত বহে যাচ্ছে—তা

তোমাদের কি একটু আমোদ ক'রতে নেই? খাঁলি এক টানা যুদ্ধের কথা আর কাঁহাতক ভাল ল্যা'গবে? যাই উঠে গিয়ে কোথাও একটু মুখ বদলাবার চেষ্টা করা যা'ক।

(রামদাস স্বামীর প্রবেশ।)

গীত।

ধরহে আশীষ বৎস মা'য়ের সুসন্তান,
তরুলতা নদনদী গাহে তব গুণ গান॥
জনমভূমি জননী,
দেখ হাসে সুহাসিনী,
আসে ধেয়ে নিতে কোলে, করিতে পীযূষ দান।
স্বর্গে দেবতা দেখ সুখসরে ভাসমান॥
ভারতের ভাগ্যাকাশে,
ওই উষা মৃদু হাসে,
দৃঢ় চিত্ত থাক সবে করিতে হে আত্মদান।
তাই ত দুঃখের নিশা হইয়াছে অবসান॥

রাম। বৎস! যে আনন্দ আজি
বহে যায় সন্ন্যাসীর প্রাণে,
ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হেরিয়া,
কেমনে জানাব তাহা?
ওই দেখ স্বর্গ হ'তে দেবতামণ্ডলী,
দিকপাল, পিতৃদেবগণ,
ভারতের নদনদী, তরুলতাদল,

সবে তোমা করে আশীর্ব্বাদ।
ওই দেখ জন্মভূমি মূর্ত্তি পরিগ্রহি,
স্নেহ ভাষে বলিছেন শুন,
"আয় শিব্বা, বুকে আয় মোর,'
তুই মোর এক মাত্র সুযোগ্য সন্তান।"
কিন্তু বৎস, এত আনন্দের মাঝে,
শম্ভাজীর দুর্নীত আচার বেজেছে মরমে,
দুগ্ধভাণ্ডে গোমূত্রের ছিটাসম।

শিবাজী। তু'ল না সে কথা গুরুদেব।
শল্যক্ষতঃ হৃদিমাঝে রেখেছি লুকায়ে,
যাতনায় ফেটে যায় প্রাণ,
পুড়ে মরি অনন্ত দাহনে!
কি লজ্জার কথা! আমার তনয়
গেল মোগলের লইতে আশ্রয়!
ধিক্—ধিক্—মৃত্যু কেন না হ'ল আমার।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। ছত্রপতির জয় হ'ক। জিঞ্জিরার কিল্লাদার ছত্রপতির দর্শন প্রার্থী।

শিবাজী। লয়ে এস তারে।

(প্রহরীর প্রস্থান ও কিল্লাদারের প্রবেশ।)

কি সংবাদ কিল্লাদার?

কিল্লা। প্রভু! অশুভ সংবাদ করিয়ে বহন,
আসিয়াছে দাস আজ সিংহাসন তলে,
ক্ষমা কর অপরাধ মোর।

শিবাজী। কি সংবাদ সত্বরে প্রকাশ।

কিল্লা। জিঞ্জিরার দুর্গ আজি,
মোগলের করতলগত!

শিবাজী। কি কহিলে?
দীলেরখাঁ লয়েছে জিঞ্জিরা?
কেন? তোমরা কি ঘুমাইতেছিলে?
রণাঙ্গনে না করি শয়ন,
কোন্ প্রাণে,
পরাজিত কালামুখ দেখাতে আসিলে?

কিল্লা। প্রভো! শোন আগে সমস্ত বারতা,
তার পর দিও স'পে দাসে, দেব,
ঘাতকের করে।
কুমার শম্ভাজী প্রভু মেচ্ছ সেনা লয়ে,
আক্রমণ ক'রেছিল মহারাষ্ট্রগণে;
অগ্রণী হইয়ে তিনি চালেন বাহিনী,
তাই মহারাষ্ট্র বীরদল,
পশুসম দিলে প্রাণ সমর প্রাঙ্গণে,
নতুবা বধিতে হ'ত কুমারের প্রাণ।

শিবাজী। "নতুবা বধিতে হ'ত কুমারের প্রাণ"
বধিলে না কেন?
যদি তুমি দেশদ্রোহী, ধর্ম্মদ্রোহী,
যবনের ভিক্ষা অন্নভোজী,
শম্ভাজীর ছিন্নশির ল'য়ে,
আসিতে আমার পাশে দিতে উপহার,

প্রাণ খুলে আলিঙ্গন করিতাম তোমা,
বাঁধিতাম সখ্যতা বন্ধনে।
সর্পশিশু যৌবন লভিয়ে,
দংশে যবে পালকের শিরে,
আর ভৃত্য—না ভাঙ্গিয়ে বিষদন্ত তার,
দেখে যদি পাশ হতে অম্লান বদনে,
কিবা শাস্তি বিধেয় তাহার?
আজি হতে পদচ্যুত করিনু তোমায়।

*　　*　　*　　*　　*

বন্ধুগণ! শুনিলে ত সকল কাহিনী,
এবে প্রস্তুত আছ কি কেহ,
রাখিবারে একটী প্রার্থনা মোর?

অন্নজী। সে কি কথা ছত্রপতি!
যাঁহার ইঙ্গিতে লক্ষ অসি,
এক যোগে নয়ন ঝলসি দেয়,,
লক্ষ দেহ ধুলায় লুটায়,
আজ তাঁর মুখে হেন বাণী শুনি,
ব্যথা বড় লাগিল পরাণে।

শিবাজী। শুন তবে নিদেশ আমার।
কে আছ এমন
স্বদেশের সুযোগ্য সন্তান,
শিবাজীর প্রাণের সুহৃদ,
নিজ প্রাণ অবহেলা করি, যেই জন
প্রবেশিয়ে মোগল আলয়ে,

শম্ভাজীরে হত্যা করি,
ছিন্নমুণ্ড আনি তার প্রদানিবে মোরে,
ব্যথিত হৃদয় মোর শান্ত করিবারে?

* * *

একি! নিরুত্তর হইলে সকলে?
কে আছ প্রস্তুত মোর আদেশ পালনে?

* * *

সকলেই নিরুত্তর!
বুঝিলাম কেহ নাহি সহায় আমার,
ঘৃণ্য কীট সম সবে ত্যজেছে আমায়!
তবে আর কেন? তোমাদের দেশ;
তব রাজ্য, তোমরাই করিও শাসন;
চলে যাই গভীর অরণ্যে,
শেষ ক'টা দিন কাটাইব ঈশ আরাধনে।

তানাজী। প্রভু! ছত্রপতি! সখা!
পালন করেছি যারে হৃদয়ে ধরিয়ে
পুত্র নির্ব্বিশেষে,
স্নেহডোরে বাঁধিয়াছি যারে,
বল দেব, কোন্ প্রাণে নির্ম্মম অন্তরে,
নিজ করে মোরা তারে করিব সংহার?

শিবাজী। স্নেহ ডোর পরিণত বিষ ডোরে এবে,
দেশদ্রোহী, ধর্ম্মদ্রোহী, পুত্র জে'ন,
চিরশত্রু মোর।
কেহ যদি না হও সম্মত,

নিজ করে আমি তারে করিয়ে সংহার,
আত্মহত্যা করিব নিশ্চয়।

সদা। প্রভু! ছত্রপতি!
সম্মত এ দাস, তব আদেশ পালিতে।

শিবাজী। বল—বল আর বার—
সদাসুখ! শান্তিবারি ঢেলে দাও
ক্ষত মুখে মোর।

সদা। ধর্ম্মসাক্ষী কহি ছত্রপতি,
দেশদ্রোহী কুমারেরে করিব সংহার।

শিবাজী। এস ভাই, বদ্ধ হই প্রেম আলিঙ্গনে।

[সদাসুখকে আলিঙ্গন।

তৃতীয় দৃশ্য।

—০—

পুরন্দর দুর্গ।

শম্ভাজী।

শম্ভাজী। আহত ভুজঙ্গ যথা ফণা বিস্তারিয়া,
ধেয়ে আসে দংশিবারে আততায়ী জনে,
লাঞ্ছিত হৃদয় মোর প্রতিশোধ আশে,
তেমতি চূর্ণিতে চাহে, চরণের তলে,
মহারাষ্ট্র রাজ্য চূড়া।
এবে বাদশাহ সহায় আমার!

প্রবেশিব বীর দম্ভে পার্ব্বত্য কঙ্কণে,
মহারাষ্ট্র সিংহাসন হইবে আমার।
কি লজ্জার কথা! নাম মাত্র অপরাধে,
শৃঙ্খল পরায়ে মোরে দীন হীন সম,
মুক্ত দীপ্ত দিবালোকে রাজপথ মাঝে,
নিয়ে গেল সহস্রের আঁখির সম্মুখে,
ঘোষণা করিতে মোর কলঙ্কের কথা!
এ বেদনা মরণেও ভুলিব না কভু।

(রোমেনার প্রবেশ।)

একি! কে তুমি ললনে!
কোন্ প্রয়োজনে,
আসিয়াছ নির্জ্জন কক্ষেতে মোর?

রোমেনা। কিল্লাদার পত্নী আমি শুনহ কুমার।
কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ আছি চিরদিন,
সে কারণ আসিয়াছি আজি,
মোহ নিদ্রা ভাঙ্গাতে তোমার।
তুমি না ক্ষত্রিয়?
এই কি হে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম আচরণ?
পিতা তব ব্যস্ত সদা দেশের রক্ষণে;
আর তুমি-মোগলের ক্রীতদাস হ'য়ে,
সে পুণ্য উদ্যম চাহ ব্যর্থ করিবারে।
এই কি হে সন্তানের উপযুক্ত কায?
কি সৌভাগ্য দিবে তোমা দিল্লীর সম্রাট্?

কার্য্য শেষ হ'লে
পদাঘাতে বিতাড়িবে কুক্কুরের সম।

শম্ভাজী। বাদশাহ লিখিয়াছে লিপি—

রোমেনা। মূর্খ তুমি!
কেমনে বিশ্বাস কর মোগল সম্রাটে?
যে জন হেলায়,
সহোদর ভ্রাতৃগণে ক'রেছে সংহার,
সে তোমারে বসাইবে, সযত্নে বিজিত
মারাঠার স্বর্ণ সিংহাসনে?

শম্ভাজী। জান না ললনে! জনক জননী মোরে,
ক'রেছেন অযথা পীড়ন!

রোমেনা। পরম দয়ালু বীর জনক তোমার,
সূর্য্য অংশু সম যাঁর বীর্য্য ধরাতলে;
বীরাঙ্গনা দয়াবতী জননী তোমার,
তাঁহাদের নামে,
অনায়াসে দাও তুমি কলঙ্কের কালি!
হায় ধিক্ তোমা!

শম্ভাজী। কি বলিতে চাও তুমি?

রোমেনা। কি বলিতে চাই?
ফিরে যাও অনুতপ্ত হৃদয় লইয়া
পিতার চরণ প্রান্তে; পা'দুখানি ধরি,
ক্ষমা ভিক্ষা মেগে লহ অপরাধী সম।
দাঁড়াও কৃপাণ করে পিতার পাশেতে,
মাতৃভূমি উদ্ধারিতে;
রহিবে অক্ষয় কীর্ত্তি এ মর জগতে।

শম্ভা। ক্ষান্ত হও, বালা!
বিঘূর্ণিত মস্তিষ্ক আমার।
দাও মোরে বুঝিবারে সকল ঘটনা।

রোমেনা। বুঝিবার কিবা আছে আর?
যাই আমি—কিন্তু রে'খ মনে,
স্বধর্ম্মেতে মৃত্যু ভাল,
তবু নহে শ্রেয় বিধর্ম্মী আশ্রয়!

[প্রস্থান।

শম্ভা। যাব কি কঙ্কণে ফিরে পিতার সমীপে?
সত্যই কি করিয়াছি দোষ?
কি ক'বেন পিতা মোরে?
কেমনে দেখাব,
ঘৃণিত, কলঙ্ক মাখা বদন আমার,
মারাঠা সমাজে?
কবে সবে—
"এই সেই মোগলের অন্নপুষ্ট দাস।"
না—না—ফিরিব না;
তার চেয়ে মরণ মঙ্গল।

(সদাশুখের প্রবেশ।)

সদা। শম্ভাজী! চিনিতে কি পার মোরে?

শম্ভাজী। একি তুমি!
কোন্ মন্ত্রবলে তুমি পশিলে হেথায়?
কিবা তব প্রয়োজন?

সদা। প্রয়োজন—তব জীবন গ্রহণ

শম্ভাজী। জীবন গ্রহণ!
তুমি! তুমি মোরে করিবে সংহার!
এক দিন বড় স্নেহ করিতে যে মোরে,
সে সকল ভুলিলে কেমনে?

সদা। মহাভ্রমে হৃদয় কন্দরে,
বিষবল্লী করিয়ে রোপণ,
জর্জ্জরিত হইয়াছে পরাণ আমাব;
তাই আসিয়াছি নির্ম্মম হৃদয়ে,
নিজকবে উপাড়িতে তায়।

শম্ভাজী। তাত!

সদা। চুপ কর।
দেশদ্রোহী, ধর্ম্মদ্রোহী, ঘৃণিত লম্পট,
মোগলের ক্রীতদাস, স্বদেশ কণ্টক,
জে'ন মনে তুমি আর কেহ নহ মোর।
শত্রু—চিরশত্রু তুমি,
এইরূপে নিষ্পেষিত করিব তোমায়।

(সদাসুখের ছুরিকা উত্তোলন, সহসা দীলের খাঁর পশ্চাৎদিক হইতে অগামন পূর্ব্বক সদাসুখের হস্তধারণ।)

কেন তুমি চাহ নিতে কুমারের প্রাণ?

সদা। কেন চাহি কুমারের প্রাণ?
কি বুঝিবে তুমি ম্লেচ্ছ?
কি বুঝিবে কোন্ আশীবিষে
নিরন্তর জরজর মারাঠা হৃদয়?

দীলের। কেবা তুমি ?
যেন তুমি পরিচিত মোর ?
ওহোঃ বুঝিয়াছি—
তুমি সেই চতুর ব্রাহ্মণ,
প্রতারিয়ে মোরে এক দিন,
চাকানের দৃঢ়দুর্গ ক'রেছ গ্রহণ।

সদা। হাঁ—আমি সেই মারাঠা ব্রাহ্মণ,
ছদ্মবেশে এত দিন,
গোলামি করেছি তব শম্ভাজী কারণ।
বহুকষ্টে আজ তার মিলেছে সুযোগ,
অন্তরায় হও যদি তার,
শানিত ছুরিকা মোর,
আগে তব বক্ষরক্ত করিবেক পান।

দীলের। কুমার !
আসিয়াছি অশুভ বারতা ল'য়ে।
বাদশাহ প্রেরেছে আদেশ,
শৃঙ্খলিত করি তোমা,
পাঠাইতে দিল্লী নগরীতে।
দাস আমি সম্রাটের,
কেমনে লঙ্ঘিব বল আদেশ তাঁহার ?

শম্ভাজী। উপযুক্ত প্রতিফল মোর !
পিতৃদ্রোহী, ধর্ম্মদ্রোহী,
দেশদ্রোহী, কুলাঙ্গার আমি।
তাত ! তাত ! লহ শীঘ্র জীবন আমার,

যেন জীবিত না যেতে হয়,
বিশ্বাসঘাতক নীচ বাদশাহ পাশে।
একি! তুমিও নিদয়!
ধরি' পায়—শানিত ছুরিকা তব,
আমূল বসায়ে দাও বক্ষেতে আমার।

দীলের। শুনহ কুমার!
পিতা তব এক বার,
প্রাণ দান দিয়াছে আমার,
ঋণী আমি তাঁর পাশে।
বিশেষতঃ আশ্রিতে রক্ষণ,
জে'নো ধর্ম্ম আফ্‌গানের।
যাও, যুবরাজ!
প্রহরেক অবসর প্রদানি তোমায়,
দ্রুতগামী অশ্ব লয়ে পলাও সত্বর,
মোগলের সীমান্ত ছাড়িয়া।
তার পর—
পাঠাইব চতুর্দ্দিকে অশ্বারোহী দল,
শৃঙ্খলে আবদ্ধ করি আনিতে তোমায়
যাও, যাও—বিলম্ব না কর আর।

শম্ভাজী। সেনাপতি,
ধন্য আমি তব করুণায়,
ফুটিয়াছে জ্ঞানচক্ষু মোর;
যাব আমি পিতার সকাশে,
ক্ষমা ভিক্ষা মেগে লব শ্রীচরণে ধরি।

দীলের। কিন্তু একা তুমি যাবে যুবরাজ,
ব্রাহ্মণ রহিবে বন্দী মোগল শিবিরে।

শম্ভাজী। কি কহিলে?
ব্রাহ্মণেরে মুক্তি নাহি দিবে?
রাখ তুমি সেনাপতি আমারে বাঁধিয়া,
ছেড়ে দাও ব্রাহ্মণেরে মোর বিনিময়ে।
যেই জন ফুটায়েছে জ্ঞানচক্ষু মোর,
তাহারে বিপদে ফেলি,
কোন্ প্রাণে ফিরে যাব গৃহে?
বীর তুমি সেনাপতি!
বীর হৃদি ব্যথা অবশ্য বুঝিবে তুমি,
বল না কেমনে,
বীর ধর্ম্ম যাব ভুলে তুচ্ছ প্রাণ ভয়ে?

দীলের। পলাও দু'জনে
মোগল শিবির ত্যজি বিদ্যুৎ গতিতে!

সদা। সুখে থাক সেনাপতি,
যশোভাতি তব উঠুক ফুটিয়া।

[সদানন্দ ও শম্ভাজীর প্রস্থান।

—

চতুর্থ দৃশ্য।

—০—

লৌহগড় দুর্গ।

শিবাজী ও সইবাই।

সই। ছত্রপতি! বড় সুখী হইলাম শুনি,
আবাংজেব স্বীকৃত হয়েছে না কি
চৌথ প্রদানে?

শিবাজী।— সত্য, মহারাণি!
দাম্ভিক মোগল
এবে অবনত শিবাজীর পাশে!
ধন্য আমি হ'নু এতদিনে!

(রাজারামের প্রবেশ।)

রাজা। মা! মা! দেখ,
কত বড় ববা আমি ক'বেছি শিকাব!
এই ভল্লের আঘাতে,
বিদারিত করিয়াছি বক্ষঃস্থল তাব।

শিবাজী। একা তুমি ক'রেছ শিকাব?

রাজা। একা আমি বধিয়াছি এরে।

শিবাজী। ভয় তব হ'ল না ক মনে?

রাজা। ভয়! ভয় কথা শুনিনি ত কভু
হ্যাঁ মা! ভয় কারে বলে?

সই। আয় বাপ, আনন্দ বর্দ্ধন,
এক মাত্র মারা'ঠার আশার প্রদীপ,
বুকে ধরে তোমা ধনে,
যাতনার করি অবসান।

রাজা। মা! বলনা বাবাকে
মোরে যুদ্ধে লয়ে যেতে.
এখন ত হইয়াছি বড়।

শিবাজী। দ্বাদশ বর্ষীয় তুমি বালক, কুমার,
রণবিদ্যা শেখ ভাল ক'রে,
তা'র পর——
তুমিই ত এক মাত্র ভবিষ্যৎ আশা।

রাজা। পিতা, দাদা কোথা গেল মোর?
বহু দিন না দেখে তাহায়,
কিছু মোর নাহি লাগে ভাল।

শিবাজী। বৎস! তুলিও না তা'র কথা,
ম'রে গেছে সহোদর তব।

(শম্ভাজী ও সদাশিবের প্রবেশ।)

শম্ভাজী। পিতঃ! পিতঃ!
পাপিষ্ঠ তনয় তব মরেনি এখন।
ধরি পায়, ক্ষমা কর পিতঃ,
নিজ করে লহ এই ঘৃণিত জীবন!
মা গো! তুমিও কি দেখিবে না মুখ,
কুলাঙ্গার পুত্রের তোমার?
পিতৃদ্রোহী, মাতৃদ্রোহী, দেশদ্রোহী আমি

তবে আর কেন ?
আত্মদ্রোহী কেন বা না হই ?

[শম্ভাজীর নিজবক্ষে ছুরিকা স্থাপনের চেষ্টা ও রাজারাম কর্ত্তৃক হস্ত ধারণ।]

রাজা। কি রে দাদা ? একি কায তোর ?

শম্ভাজী। ভাই ! ভাই ! ছেড়ে দাও মোরে।
সত্য অপরাধী আমি,
সত্য আমি পিতার উন্নত শির
করিয়াছি অবনত,
বিধর্ম্মীর লইয়ে আশ্রয় ;
কিন্তু পায়ে ধরি মাগিলাম ক্ষমা,
তবু জনক জননী মোর,
ঘৃণাভরে ফিরালে বদন !
তবে এ ঘৃণিত প্রাণে কায কিবা মোর ?

রাজা। কায আছে প্রাণে, দাদা !
শোন্ দেখি আমার বচন,
যা' দেখি যবন সমরে,
সহস্র যবন শির কাটিয়া ভূতলে,
সেই রক্তে জননীর পদে,
দে দেখি অলক্ত পরায়ে—
আবার পাইবি ফিরে জনকের স্নেহ,
আবার পাইবি ভাই মাতার আদর।

শম্ভাজী। সত্য কথা !
পিতঃ ! জ্ঞান চক্ষু ফুটেছে আমার ;

যে মোহ আবেশে,
অন্ধ হয়ে ছিনু এত দিন,
সে মোহ ছুটিয়া গেছে,
আপনারে পেয়েছি ফিরায়ে।

পিতঃ! ধরি পায়, ক্ষমা কর মোরে,
দেহ দাসে অনুমতি,
রণাঙ্গনে করিতে গমন।
পারি যদি আরাংজেব ছিন্নশির
পদাঘাতে চূর্ণ করিবারে,
তবে তৃপ্ত হইবে জীবন।
তার পর—পদতলে তব
বিসর্জ্জিব এই ছার প্রাণ।

সই। —এই ত বীরের যোগ্য কথা।
বৎস! অনুতাপ যদি হয়ে থাকে তব,
সার্থক জীবন মোর।
ছত্রপতি! ক্ষমা কর অবোধ নন্দনে!

শিবাজী। শম্ভো! শান্তি বারি নিক্ষেপিলি,
প্রজ্জ্বলিত হৃদয়ে আমার।
ক্ষমা আমি করিলাম তোরে।
সদাসুখ!
ধর্ম্ম-সাক্ষী করি কহেছিলে তুমি,
শম্ভাজীরে করিবে নিধন,
কই তব প্রতিজ্ঞা পালন?

সদা। বর্ণে বর্ণে করিয়াছি প্রতিজ্ঞা পালন।
দেশদ্রোহী, ধর্ম্মদ্রোহী, পিতৃদ্রোহী
শম্ভাজীরে ক'রেছি নিহত ;
ফিরায়ে এনেছি আমি,
দেশভক্ত, ধর্ম্মভক্ত, পিতৃভক্ত,
যবনবিদ্বেষী এই মহারাষ্ট্রসুত।

শিবা। সদাসুখ। ঋণ তব শুধিতে নারিব।

শম্ভা। ধর্ম্ম সাক্ষ্য, অসি করে কহি,
আজি হ'তে দেখিবে জগৎ,
শম্ভাজীও নহে আর,
শিবাজীর অকৃতি সন্তান।

রাজা। দাদা, দাদা, এই তব উপযুক্ত বাণী।

শম্ভাজী। দে মা পদধূলি শম্ভাজীব শিবে।

সই। এস বৎস!
মতি গতি হ'ক তব অচল অটল।

পঞ্চম দৃশ্য।

—•—

মন্ত্রণাগার।

আবাংজেব।

আরাং। এ দুর্দ্দমনায শত্রু কে? সত্যইশাক শিবাজী শয়তানী শক্তি সম্পন্ন! সত্যই কি দোজাকী সৈন্য শিবাজীকে সহায়তা ক'রছে। নতুবা কোন্ মন্ত্রবলে সে আমার

অনন্ত অনিকীনী পরাস্ত ক'রলে! দুৰ্দ্ধৰ্ষ সেনাপতি যশোবন্তসিংহ ও সায়েস্তাখাঁ পরাজিত হওয়ায়, শয়তানকে শাসনের জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি, রাজনীতি-শাস্ত্রবিশারদ, মিরজা রাজা জয়সিংহকে প্রেরণ করি। একা জয়সিংহ নয়, তার নেতৃত্বাধীনে চতুর্দ্দশ সহস্র সৈন্যসহ মহাবীর দীলের খাঁ, দাউদ খাঁ, রাজা রায় সিং শিশোদিয়া, কুবাদ খাঁ, রাজা সুজন সিং, বুন্দেলী কিরাত সিংহ প্রভৃতি প্রোথিতযশাঃ সেনানায়কগণকে প্রেরণ করি,কিন্তু এই শয়তান বুদ্ধি ও বাহুবলে সকলকে পরাস্ত ক'রে, মহারাষ্ট্রে বিশাল স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত ক'রেছে। তাই নয়, আমার নিকট চৌথ আদায় ক'রেছে। চৌথ রাজস্বের চতুর্থাংশ। এই পঞ্চবিংশবৎসরব্যাপীরণব্যয়ে শূন্য রাজকোষ হতে রাজস্বের চতুর্থাংশ দিতে হ'বে; মোগল এখন মহারাষ্ট্রের করদ প্রজা! কি মনস্তাপ! কি অপমান! আমাব দর্প চূর্ণ হ'ল! আমার আলমগীর নাম, আজ সার্থকতা শূণ্য হ'ল! কাবুল, আরাকান, বাঙ্গালা, উড়িষ্যা, এমন কি, রাজপুতানাতে পর্য্যন্ত বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত। শিবাজীর সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত থা'কলে এই সমস্ত বিদ্রোহ দমনের অবসর পা'ব না। তাই শিবাজীর সর্ত্তেই তাহার সহিত সন্ধি ক'রতে বাধ্য হ'তে হ'ল! কাফেরপ্রিয় প্রপিতামহ আকবর কর্তৃক এই হিন্দুস্থানে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, আমার রাজত্ব কালে সেই সাম্রাজ্য সমৃদ্ধির উত্তুঙ্গশিখরে আরোহণ ক'রেছিল। দীপ নির্ব্বাপিত হবার পূর্ব্বে

যেমন উজ্জ্বল প্রভা ধারণ করে,এও বোধ হয় সেই রূপ। আমার বিশ্বাস, আমার মৃত্যুর সহিত মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হ'বে।

(দীলের খাঁর প্রবেশ।)

আসুন, খাঁ সাহেব।

দীলের। জনাব, বান্দাকে কি নিমিত্ত স্মরণ ক'রেছেন।

আরাং। হ্যাঁ—বলা বাহুল্য, আপনাদের ন্যায় সুদক্ষ সেনাপতির বাহুবলে মোগল সাম্রাজ্য সংরক্ষিত, সুতরাং সম্রাট্ কিংবা সেনাপতির ভ্রমে সেই সাম্রাজ্যের কি রূপ গুরুতর অমঙ্গলের সম্ভাবনা, আপনি সহজেই তার উপলব্ধি ক'রতে পারেন। সম্রাটের ভ্রমে শিবাজী অকারণ দিল্লী পরিত্যাগ ক'রে পলায়ন ক'রেছেন,আর আপনার ভ্রমে শম্ভাজী মোগল আশ্রয় ত্যাগ ক'রে পিতার সহিত পুনরায় যোগদান ক'রেছে। কেহ কেহ বলেন—অবশ্য আমি বিশ্বাস করি না—যে শম্ভাজীর পলায়নে আপনার সহানুভূতি ছিল। আমাদের উভয়ের এই দুই ভ্রমের ফলে, মোগল এখন মহারাষ্ট্রের করদ প্রজা!

দীলের। সাহনসা, শম্ভাজীর পলায়নে আমার সহানুভূতি ছিল কি না, সে সম্বন্ধে সম্রাটকে আমি পরে নিবেদন ক'রব; কিন্তু যদি আমি শিবাজীর পুত্রকে জনাবের নিকট পাঠাতে সমর্থ হ'তেম, তা'তে ছত্রপতির কোন ক্ষতিই হ'ত না; কারণ আমি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হ'য়েছি,যে শম্ভাজী,ব্যভিচার অপরাধে, মাতার আদেশে

কারাবদ্ধ হ'য়েছিলেন, পরে কৌশলে পলায়ন ক'রে, আমার আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রেই শিবাজী সর্পদষ্ট অঙ্গুলির ন্যায় শম্ভাজীকে ত্যাগ করতঃ,দ্বিতীয় পুত্র রাজারামকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত করেন।

আরঙ্গ। হ্যাঁ,আমি সে সংবাদ অবগত আছি,এবং আরও অবগত আছি যে শিবাজী পুত্রের ছিন্নমুণ্ড আনয়নের জন্য বিশেষ পারিতোষিক ঘোষনা করেন এবং কোন কোন মহারাষ্ট্র বীর সে কার্য্যে অগ্রসর হ'ন। তা'তে বু'ঝলুম, মহারাষ্ট্রে স্ত্রী পুরুষ সকলেই স্বদেশভক্ত, পুত্রাপেক্ষা স্বদেশ তা'দের অধিকতর প্রিয় পদার্থ। কিন্তু বিবেচনা ক'রে দেখুন, যদি শম্ভাজীকে আপনি দিল্লীতে পাঠা'তে সমর্থ হ'তেন, তা'হ'লে আমি তা'কে পবিত্র মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত ক'রতেম। সুতরাং পিতৃরাজ্য প্রাপ্তি কিংবা পিতার সহিত পুণর্মিলনের কোন সম্ভাবনাই থা'কত না। পরে মোগল সহায়তায় নির্ভর ক'রে, শম্ভাজী অনায়াসে পিতৃরাজ্য উদ্ধার ক'রতে পা'রতেন; ফলে মহারাষ্ট্রে মুসলমান রাজা স্থাপিত হ'ত। এইরূপ গৃহ বিবাদে ব্যাপৃত থা'কলে, শিবাজী মোগল সাম্রাজ্যে দস্যুতা ক'রে, কখনই আমাদের নিকট চৌথ আদায় ক'রতে সমর্থ হ'তেন না।

দীলের। জনাব, গোলামের অপরাধ মার্জ্জনা ক'রবেন ; বান্দার বিশ্বাস এই, যে দিন শম্ভাজী মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হ'তেন, সেই দিনই তাঁর ছিন্নমুণ্ড ধরাশায়ী হ'ত!

এমন কি যদি বাদশাহ তাকে নিজ কক্ষে লুক্কায়িত রা'খতেন তথাপি স্বদেশভক্ত, রাজভক্ত, মহারাষ্ট্র তরবারির আঘাত হ'তে শম্ভাজীকে কখনই রক্ষা ক'রতে সমর্থ হ'তেন না। সুতরাং আমাদের কণ্টক সাহায্যে কণ্টক উদ্ধারের চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হ'ত।

আরাং। খাঁ সাহেব, আপনি কি তা'হলে ব'লতে চা'ন, মোগল সম্রাট বংশপরম্পরায় মহারাষ্ট্রের করদ প্রজা হ'য়ে সিংহাসন কলঙ্কিত ক'রবে?

দীলের। জনাব, গোলামের এই রূপ অনুমান, যে যত দিন ভোগরাগবিরত শিবাজী সিংহাসনারূঢ় থা'কবেন, তত দিন পার্ব্বত্যদুর্গসংরক্ষিত, কৌশলী, যুদ্ধনিপুণ, জন্মভূমিপ্রিয়চমূপরিবেষ্টিত মহারাষ্ট্ররাজ্য, সম্রাট কখনই করতলগত ক'রতে পা'রবেন না। ভবিষ্যৎ ইতিহাসকারকগণ সম্রাটের এই দাক্ষিনাত্যজয়চেষ্টাই মোগল সাম্রাজ্যের পতনের প্রধান কারণ বলে উল্লেখ ক'রবেন।

আরাং। তা' নয়, খাঁ সাহেব, আপনাদের ন্যায় দয়াদ্রহৃদয় সেনাপতির সাহায্যে সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টাই, আমাদের পতনের প্রধান কারণ। যান আপনি কথোপকথনে বিশেষ পরিশ্রান্ত, এখন বিশ্রাম গ্রহণ করুন গে। যে প্রয়োজনে আজ আপনি সম্রাট সভায় নিমন্ত্রিত তা'র উল্লেখ নিষ্প্রোয়জন; আমি আমার কর্ত্তব্য জানি এবং খাঁ সাহেবও আমার সৈন্য চালনার পারদর্শিতা সাঁপ্রাতীরস্থ যুদ্ধে অবগত আছেন। যান, দণ্ডায়মান কেন?

[দীলের খাঁ'র প্রস্থান।]

এই সমস্ত অকর্ম্মণ্য, অর্থলোলুপ সেনাপতির সাহায্যে কোন আবশ্যক নাই। বোধ হয় আজ যদি জয়সিংহ জীবিত থা'কতেন, তা'হলে আমাকে কখনই মহারাষ্ট্র সিংহাসনতলে মস্তক রক্ষা ক'রতে হ'ত না। কিন্তু আমি নিজ বুদ্ধিদোষে বিষপ্রয়োগে তাঁ'র নিধন সাধন ক'রেছি। যা ক'রেছি তার আর উপায় নাই। এখন পুনরায় নিজ করে করবাল ধারণ ব্যতীত, দ্বিতীয় উপায় নাই। তাই হ'ক—পুনরায় দ্বিগুন বেগে সমরানল প্রজ্জলিত ক'রব; সে আগুনে বাঙ্গলা পু'ড়বে, বিজাপুর পু'ড়বে, কাবুল পু'ড়বে, রাজপুতানা পু'ড়বে, সমস্ত মহারাষ্ট্র ভস্মীভূত হ'য়ে যাবে।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—৵—

নদীতীর।

ভবানী।

গীত।

সংসারে সকলি মিছা।

ভবের বাজার বিষম ব্যাপার, মিছে কর কেনা বেচা।

ভুলেও কি কেউ করে মনে, এলে কোন্ প্রযোজনে,

তা' হ'লে কি মহাভ্রমে, বুটো নিতে ফেলে সাচা।

অন্তরের মলা মাটী, ধুয়ে ফেলে হও খাঁটী,

ধর দেহ পরিপাটী, এ যে রে পাখী'র খাঁচা।

[প্রস্থান।

শিবাজী, শম্ভাজী, রাজারাম, তানাজী, নেতাজী, অন্নজী,
সদাশিব, মরপন্থ ও সইবাইএর প্রবেশ।)

মূর। প্রভু! ছত্রপতি! সামান্য এ পীড়া তব,
কেন তবে হইছ নিরাশ?

শিবাজী। সামান্য এ পীড়া বটে,
কিন্তু মোর ফুরায়েছে দিন,
লীলা খেলা সাঙ্গ এত দিনে;
জীবনের নাট্য অভিনয়ে,
যবনিকা পড়িবে এ বার।
কে যেন আমার কহে কর্ণমূলে
এস বৎস মোর পাশে,
কার্য্য তব হইয়াছে শেষ।

তানাজী। সখা! গুরু! ছত্রপতি!
মহারাষ্ট্র জাতীয় জীবন!
কোন্ প্রাণে চাহ যেতে চলি,
অনাথ করিয়া এই কঙ্কণ প্রদেশ?

শিবাজী। অনাথ করিয়া? সে কি কথা ভাই!
তোমরা ত সকলে রয়েছ,
জন্মভূমি জননীর সুযোগ্য সন্তান।

নেতাজী। আমরা ত অবয়ব শুধু,
প্রাণ টুকু গেলে চ'লে, রব প'ড়ে
অচল নিথর জড়পিণ্ড সম।

শিবাজী। কেবা আমি?
যাঁহার আদেশে এসেছিনু ভবে,

কার্য্য শেষে তাঁহারই আদেশে,
চলিয়াছি তাঁর পাশে,
কার্য্যভার সমর্পিয়ে তোমাদের করে।

অন্নজী। মাতঙ্গ বহিতে পারে
যেই ভার অবলীলাক্রমে,
মুষিকের কি সাধ্য বল না, দেব,
সে ভার বহনে?

সদা। ভাল মন্দ ন্যায়ান্যায় কিছু নাহি বুঝি ·
শুধু এই মাত্র জানি,
যত কাল বৃদ্ধ দেহে রহিবে জীবন,
ছত্রপতি আজ্ঞা মোরা
ছত্রে ছত্রে করিব পালন।

শিবাজী। এই ত তোমার যোগ্য কথা।
শুন বীরগণ!
যেই মত সম্পদে বিপদে,
ছিলে সবে সহায় আমার,
সেই মত যুবরাজ শম্ভাজীরে,
আর কুমার রাজারে,
সবে করিও পালন।
প্রতিজ্ঞা করহ সবে,
জন্মভূমি জননীরে
রক্ষিবারে শত্রুকর হ'তে,
বিসর্জ্জন করিবে জীবন?

সকলে। এক বাক্যে সবে মোরা করিনু শপথ।

শিবাজী। করহ প্রতিজ্ঞা,
মহারাষ্ট্র জাতীয় পতাকা,
কলঙ্কিত না করিবে,
এক বিন্দু দেহে তব থাকিতে শোণিত?
সকলে। প্রতিজ্ঞা করিনু সবে।
শিবাজী। এবে তবে মরণের কূলে দাঁড়াইয়া,
সাথে নাহি লবে যেতে হবে,
পরিতপ্ত, জ বিন উদ্বিগ্ন হৃদয়।
মুরপন্থ। পেশোয়া প্রবর।
রাজনীতিশাস্ত্র কিছু না জানে কুমার,
রাজ্য র তোমার উপর।
মুর। রাজাদেশ শিরোধার্য্য মোর।
শিবাজী। শেষ ভিক্ষা শুনহ আমার।
অসি করে সবে এবে করহ শপথ,
যত দিন,
এক জন মহারাষ্ট্র থাকিবে জীবিত,
রণে নাহি দিবে ক্ষমা মোগলের সনে।
সকলে। অসি করে সবে মোরা করিনু শপথ।
শিবাজী। স্বর্গীয় আনন্দ আজি অন্তরে আমার।
শুন বৎস রাজারাম! শুনহ শম্ভাজী!
আজি শেষ আজ্ঞা মোর।
যাঁহাদের করে তব সঁপিলাম ভার,
পিতৃসম গণিও তাঁদের।
নিদেশ তাঁদের বৎস,

প্রাণপণে করিও পালন,
পুত্রসম পালিও প্রজারে।
রে'খ সদা মনে,
রাজাই প্রজার ভৃত্য, প্রভু নহে কভু।

শম্ভাজী। পিতঃ! অঙ্গজ তোমার জে'ন,
ভুলিবে না কভু কর্ত্তব্য আপন।

শিবাজী। রাজারাম বালক এখন,
সংসারের কোন জ্ঞান নাহিক তার,
অতি যত্নে পালিও তাহায়,
বুঝিতে না দিও তারে পিতার বিয়োগ;
মা'রাঠা নামের যেন,
পারে রাজা রাখিতে গৌরব।

রাজা। বাবা, বুঝিতে না পারি,
কোথা যাবে আমায় ফেলিয়ে?
সঙ্গে কি গো নেবে না আমায়?

শিবাজী। আরে—আরে—ছিঁড়িয়াছি মায়ার বন্ধন,
আর কেন চাহিস্ বাঁধিতে?
শেষ কথা শম্ভাজী তোমায়,
পদস্পর্শ করে মোর করহ শপথ,
ম্লেচ্ছপাশে অবনত না হবে কখন?

শম্ভাজী। পিতার পবিত্র পদ করিয়ে পরশ
অসি করে করি অঙ্গীকার,
যত কাল শম্ভাজী ধমনী
এক বিন্দু ধরিবে শোনিত,

তত কাল জে'ন, পিতঃ,
যবনউচ্ছেদব্রত মূলমন্ত্র মোর।

শিবাজী। পাইনু পরম প্রীতি অন্তিম সময়ে;
এস বৎস! নিজ করে রাজটীকা
পরাইয়ে দিই আমি ললাটে তোমার।

[শিবাজীর তথাকরণ, সকলের "জয় রাজা শম্ভাজীর"
উচ্চারণ, এবং শম্ভাজীর পদতলে তরবারি রক্ষা।]

শিবাজী। সই! সই! প্রিয়তমে!
শিবাজীর পরাণের ফুটন্ত কুসুম,
দেহ মোরে জন্মশোধ চরম বিদায়।

সই। চরম বিদায়!
ভেবেছ কি একা যাবে তুমি?
ভগ্নবীণা সম রব আমি প'ড়ে,
ধূলির মাঝারে,
ধরিয়া বুকের মাঝে অতীতের স্মৃতি!
ফুলদল ঝরে প'ড়ে গেলে,
ডোরে আর কিবা প্রয়োজন?
মহীরুহ শুকাইলে,
লতিকা কি রহে বেঁচে আর?
সাগর শুকায়ে গেলে,
স্রোতস্বতী ধরে কি সলিল?
এ মনোমন্দির মাঝে,
পেতেছিলে তুমি দেব হৈম সিংহাসন,